উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 2 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 193 MLD

মিডল অর্ডারে খেলার ইঙ্গিত রোহিতের

এগারোর পাতায়

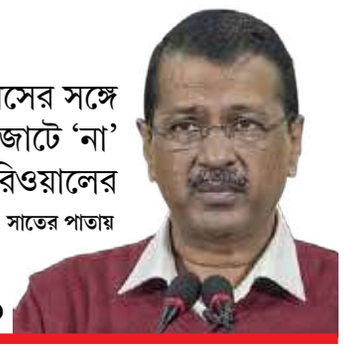

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে 'না' কেজরিওয়ালের

সাতের পাতায়

সব খেলার সেরা ...। *রবিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।*

সোজাসুজি

মোদি কি আদবানি হতে চাইবেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এই বছরের গোড়ায় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, বিজেপি নিজেই এখন স্বয়ং নির্ভর। তার আরএসএস নির্ভরতার দরকার নেই।

নাড্ডা এবং নাড্ডার মতোই আরও অনেক বিজেপি নেতারা মনে করেছিলেন, আগের অনেক নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি তাঁর একক ক্ষমতায় যেমন উতরে দিয়েছিলেন বিজেপিকে, ২০২৪-এও তার ব্যতিক্রম হবে না। নাড্ডার কথাটি আরএসএস ভালোভাবে নেয়নি। লোকসভা ভোটে আরএসএস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। বিজেপি আড়াইশোর ঘরও পেরোতে পারেনি।

আরএসএস প্রমাণ করে দিয়েছিল, বিজেপিকে তাদের ওপর নির্ভর করতেই হবে। লোকসভা ভোটের পর বিজেপির অনেক নেতাই বুঝতে পেরেছিলেন, যতই লার্জার দ্যান লাইফ দেখানো হোক না, আসলে মোদি এখন আর ভোট ক্যাচার নন। অতএব মোদিতে ভরসা না রেখে আপাতত আরএসএসের শরণাপন্ন হওয়া ভালো।

ভোট মিটতেই উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ এবং মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সোজা নাগপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। আরএসএস তাঁদের বিমুখ করেনি। দুটি রাজ্যেই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সংঘ। *এরপর দশের পাতায়*

পুরসভায় বায়োমেট্রিক

পুরসভার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, ভবন ও একাধিক দপ্তরে কর্মীদের উপস্থিতি ঠিক রাখতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করল বালুরঘাট পুরসভা। বর্তমানে ফেস আইডির মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মস্থলে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হচ্ছে কর্মীদের। এর ফলে সঠিক সময়ে কাজে আসা কর্মীদের সংখ্যা বেড়েছে।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি

গ্রাম্য বিবাদে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল হাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দক্ষিণ তালসুর এলাকায়। সেই ঘটনার ভিডিও আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই দুষ্কৃতীকে শ্রীঘরে পাঠাল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

পিস্তল হাতে তাণ্ডব পুলিশেরই

আজাদ

মানিকচক, ১ ডিসেম্বর : মদ্যপ অবস্থায় থানা চত্বরে সার্ভিস রিভলভার উঁচিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন মানিকচক থানার এক পুলিশ অফিসার। গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের। রবিবার মানিকচক থানার এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের এহেন কাণ্ডকারখানায় হতবাক সবাই। এই ঘটনায় আইসির কাছে প্রশান্তবাবুর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ২২ নভেম্বর মানিকচকের কালিন্দ্রী বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। বাইকচালক ছিলেন ইংরেজবাজার থানার মিলকির বাসিন্দা এক তরুণ। তাঁর বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় মামলা রুজু হয়। বাইকটি নিজেদের হেপাজতে নেয় মানিকচক থানার পুলিশ। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার এএসআই প্রশান্ত মিশ্র। মামলার বিষয়ে জানতে রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মানিকচক থানায় হাজির হন মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য দুলাল শেখ, মাইনুদ্দিন মোমিন সহ বেশ কয়েকজন। ফোন মারফত এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাঁদের থানা চত্বরে নিজস্ব কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান। কোয়ার্টারে আলোচনা করতে যান পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল শেখ, মাইনুদ্দিন মোমিন ও তাঁদের গাড়ির চালক শেখ সিটু।

অভিযোগ, কোয়ার্টারে আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন প্রশান্তবাবু। প্রথমে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করেন। পরে আরও উত্তেজিত হয়ে নিজের কোমর থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে তিনজনকে প্রাণে মারার হুমকি দেন। দুলালবাবু বলেন, 'এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব, কোনওদিন ভাবিনি। একসময় তো মনে হয়েছিল আর প্রাণে বাঁচব না। পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু লেখা রয়েছে আমার। আমি সবচেয়ে অবাক হচ্ছি, দিনদুপুরে থানা চত্বরে একজন পুলিশ অফিসার কীভাবে মদ্যপ অবস্থায় তাণ্ডব চালাতে পারেন! কেন ওই অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ? আমরা চাই তড়িঘড়ি এই অফিসারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন।' মানিকচক থানার এক কর্মী জানিয়েছেন, গোটা ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।'

প্রেক্ষাপট

- গত ২২ নভেম্বর মানিকচকের কালিন্দ্রী বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে
- এই ঘটনার মামলার বিষয়ে জানতে রবিবার সকালে মানিকচক থানায় হাজির হন মিলকি পঞ্চায়েতের দুই সদস্য সহ বেশ কয়েকজন
- ফোন মারফত এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাঁদের থানা চত্বরে নিজস্ব কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান

শৌরগোল মানিকচক থানা চত্বরে

অভিযোগ

- কোয়ার্টারে আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন প্রশান্ত মিশ্র
- প্রথমে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করেন। পরে আরও উত্তেজিত হয়ে নিজের কোমর থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে তিনজনকে প্রাণে মারার হুমকি দেন
- কোনওরকমে তাঁর কোয়ার্টার থেকে দৌড়ে প্রাণে বাঁচেন পঞ্চায়েতের দুই সদস্য সহ দুলালবাবুরা
- এই ঘটনায় আইসি'র কাছে ওই এএসআই-এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে

অভিযোগপত্র হাতে থানার সামনে অভিযোগকারীরা। - সংবাদচিত্র

৮ কোটি ব্যয়ে আত্রেয়ীর পাড় বাঁধাই শুরু

পতিরামের বর্ষাপাড়ায় পাড় বাঁধাই। - সংবাদচিত্র

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ ব্লকে আত্রেয়ী নদীর ভয়াবহ ভাঙন রোধে বড় পদক্ষেপ নিল জেলা সেচ দপ্তর। প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দপ্তরের খবর, এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩.৯ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁধ নির্মাণ করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, এতে বালুরঘাটের বর্ষাপাড়া ও কুমারগঞ্জের ব্রহ্মপুর ও কানুরা এলাকার ভাঙন সমস্যা দূর হবে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁধ নির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। বিশেষভাবে, এইচডিপিই ব্যাগ ব্যবহার করে বাঁধটি আরও মজবুত করা হবে। যা দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা দেবে। স্থানীয় বাসিন্দারা এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বর্ষাপাড়ার বাসিন্দা রমেন কিসকু, ব্রহ্মপুরের সাদ্দাম মণ্ডল ও কানুরার সুমন পাহান প্রকল্পটি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এই উদ্যোগ শুধু ভাঙন সমস্যার সমাধান করবে না, পাশাপাশি কৃষিজমি ও বসতবাড়ি রক্ষা করবে।

সেচ দপ্তরের বালুরঘাট ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কুর মিশ্র জানান, 'ভাঙনের কারণে প্রতি বছর কৃষক ও নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আমরা আশা করছি, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এই প্রকল্প শেষ হবে।'

এছাড়া, আত্রেয়ী নদীর উপর স্বল্প উচ্চতার বাঁধ নির্মাণের মতো আরও কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এই সমস্ত উদ্যোগ দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষিজমি ও বসতবাড়ির সুরক্ষার পাশাপাশি এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সেচ দপ্তর যৌথভাবে প্রকল্পটির দ্রুত এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আড়াই মাস উধাও থাকা নিয়ে রহস্য

নিখোঁজ তরুণের কঙ্কাল বাঁশ বাগানে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : আড়াই মাস ধরে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। চারদিকে খোঁজখবর চালিয়েও কোনও হদিস মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার গ্রামের একটি বাঁশ বাগানে একটি নরকঙ্কাল দেখেন এক গ্রামবাসী। শোরগোল পড়ে যায় ওই এলাকায়। খবর পেয়ে নিখোঁজ ওই ব্যক্তির পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন। কঙ্কালের গায়ে থাকা পোশাক দেখে তাঁরা নিজেদের নিখোঁজ সদস্যকে শনাক্ত করেন।

রবিবার কালিয়াগঞ্জের বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটিয়া গ্রামে নরকংকাল উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন বেলা তিনটে নাগাদ স্থানীয় এক ব্যক্তি বাঁশ বাগানে বাঁশ কাটতে গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সেখানে নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশকর্মীরা কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কঙ্কালটি শনাক্ত হওয়ার পর পুলিশ জানিয়েছে, সেটি ওই গ্রামের বাসিন্দা, ২৪ বছর বয়সী হুমায়ুন কবিরের। তিনি পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন।

যদিও ছেলের নিরুদ্দেশের অভিযোগ পুলিশের কাছে জানান নি বাবা। কিন্তু কেন? উত্তরে বাবা বেলাল হোসেনের জবাব, 'ছেলেও দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করত। তাই ভেবেছিলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে সেখানেই চলে গিয়েছে।'

তিনি আরও জানালেন, 'বৌমা বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পর ফের ও দিল্লি চলে যেতে চেয়েছিল। পাঁচমাস আগে হুমায়ুন বৌমাকে তলাক দিয়ে দেয়। আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে দিল্লি যাওয়ার জন্য হুমায়ুন তার মোবাইল সাড়ে চার হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল। সেদিনও কথাবার্তায় বুঝতে পারিনি ও এধরণের কাজ করবে। শেষ বাড়ি থেকে বের হওয়ার দিন সকালে উঠে স্নান করে ওর ঘরে শুয়ে ছিল। ওর মা গরমভাত খেয়ে তবেই বাইরে যেতে বলেছিল। কিন্তু, সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে হুমায়ুন কখন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল তা কেউ বুঝতে *এরপর দশের পাতায়*

পুলিশের হাতে বস্তাবন্দি পরিযায়ী শ্রমিকের কঙ্কাল । - সংবাদচিত্র

ঢাকায় হেনস্তা কলকাতার তরুণের

মহিলা সাংবাদিককে নিগ্রহ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : সন্ন্যাসীদের পর এবার বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের রোষে পড়লেন এক হিন্দু মহিলা সাংবাদিক। তাঁর নাম মুন্নি সাহা। বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার চেষ্টার অভিযোগে শনিবার রাতে ঢাকার কারওয়ানবাজার এলাকায় তাঁর ওপর চড়াও হয় একদল উন্মত্ত জনতা। তিনি বারবার বাংলাদেশকে নিজের দেশ বলে দাবি করলেও তাতে কর্ণপাত করেনি ভিড়। তাঁকে ক্রমাগত নিগ্রহ করা হয়। শেষমেশ পুলিশ এসে মুন্নি সাহাকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় ইতিমধ্যে প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করতে গিয়ে আরও তিনজন সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকাল ৩টেয় চট্টগ্রামে চিন্ময় প্রভুর জামিনের মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে রবিবার কলকাতা, নিউ ইয়র্ক সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পথে পথে সংকীর্তন, প্রার্থনার মাধ্যমে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসকন। তার মধ্যেই মুন্নি সাহাকে নিগ্রহের ঘটনা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের নবতম সংযোজন।

এদিকে হিন্দুদের ওপর হিংসা, আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ক্রমশ তেড়েফুঁড়ে উঠছে ইউনুসের সরকার। হাসিনার আমলে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে বলে শ্বেতপত্রে জানানো হয়েছে। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি রবিবার প্রধান উপদেষ্টার হাতে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট হস্তান্তর করেছে। শুধু টাকা পাচার নয়, যে ২১ অগাস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে গত ১৫ বছর ধরে হাসিনা সরব ছিলেন, সেই মামলার প্রধান অভিযুক্ত তথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ সমস্ত আসামিকে রবিবার বেকসুর খালাস দিয়েছে হাইকোর্ট।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় মুন্নি সাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের একটি সংবাদ চ্যানেলের প্রাক্তন প্রধান। শেখ হাসিনার পতনের পর মুন্নি সহ একাধিক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার মামলা হয়েছিল। শনিবার রাতের ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে একদল লোক মুন্নির গাড়ি ঘিরে ধরে স্লোগান দিচ্ছে। তাঁকে বলা হয়, 'এই দেশের নাগরিক কীভাবে হলেন আপনি? এই দেশের ক্ষতি কীভাবে করলেন আপনি?'

একজন বলেন, 'বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার জন্য আপনি সবকিছু করছেন। ছাত্রদের রক্ত আপনার হাতে লেগে রয়েছে।' ৫৫ বছরের প্রবীণ ওই সাংবাদিক অবশ্য কোনও অভিযোগই মানেননি। রীতিমতো কাকুতিমিনতি করে তিনি শুধু বলতে থাকেন, 'আমি কীভাবে এই দেশের ক্ষতি করব? এটা তো আমারও দেশ।' কিন্তু উন্মত্ত মানুষের ভিড় তাঁর কোনও কথায় কর্ণপাত করেনি। উলটে তাঁকে সর্বক্ষণ ভারতের দালাল বলে আক্রমণ করা হয়। পুলিশ এসে প্রথমে তাঁকে তেজগাঁও থানায় নিয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, 'মানুষজনই ওই সাংবাদিককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। উনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। একজন মহিলা সাংবাদিক এবং তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমরা রবিবার সকালে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি।'

এদিকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবিবার সরব হয়েছে ইসকন। প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে বার্তা দিতে এদিন কলকাতা সহ বিশ্বের একাধিক স্থানে পথে নেমেছে ইসকন। প্রার্থনা, কীর্তন, ধর্মসভার আয়োজন করেছে তারা। কলকাতাতেও সকাল থেকেই মন্দিরের সামনে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রতিবাদ সংঘটিত করেন ভক্তরা। হরে কৃষ্ণ ধ্বনিত হয় গোটা মন্দির চত্বরে। কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলেন, '১৫০টি দেশে ৮৫০টিরও বেশি ইসকন মন্দির রয়েছে। হাজার হাজার সেন্টার রয়েছে। সেখানে কোটি কোটি ভক্ত রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করছি, বাংলাদেশের হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেন সুরক্ষিত এবং নিরাপদে থাকতে পারেন।' তবে ইসকনের এই প্রচারের মধ্যেই *এরপর দশের পাতায়*

দুয়ের বেশি সন্তানের জন্ম দিতে উৎসাহ ভাগবতের

নাগপুর, ১ ডিসেম্বর : জনবিস্ফোরণের সমস্যায় কার্যত বেসামাল ভারত। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪৩ কোটিরও বেশি। চিনকে টপকে এই মুহূর্তে জনসংখ্যার নিরিখে ভারতই শীর্ষস্থানে বিরাজ করছে। অথচ জনবিস্ফোরণের সমস্যাকে কার্যত উপেক্ষা করে নবদম্পতিদের দুয়ের বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ার নিদান দিয়েছেন আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত। রবিবার নাগপুরে সংঘের একটি সভায় তিনি বলেন, 'কমপক্ষে ২ অথবা ৩টির বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত নবদম্পতিদের। জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞান একথাই বলছে। সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংখ্যাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।'

ভাগবতের কথায়, 'কোনও সন্দেহ নেই যে জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আধুনিক জনসংখ্যা শাস্ত্র বলে যখন কোনও সমাজের জনসংখ্যার হার ২.১ শতাংশের নীচে নেমে যায় তখন সেই সমাজ ধ্বংসের মুখে পড়ে। তাই জন্মহার কিছুতেই ২.১ শতাংশের নীচে নেমে যাওয়া উচিত নয়।' ঘটনা হল, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংবিধান দিবসে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী চিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার ডাক দিয়েছিলেন। 'হাম দো, হামারে চার' স্লোগানও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তৃণমূলের মন্ত্রীর ওই স্লোগান ও বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছিলেন তিনি।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিজেপি নেতারা সাধারণত মুসলিমদের দিকেই আঙুল তোলেন। তবে শুধু ভাগবত নন, এর আগে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার আর্জি জানাতে শোনা গিয়েছিল এনডিএ-র শরিক অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং ইন্ডিয়া শরিক তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের তরফেও। কিন্তু মোহন ভাগবতের মন্তব্যে এবার বিপাকে পড়েছে বিজেপি। কোনও সম্প্রদায়ের নাম না করলেও তিনি যে হিন্দুদেরই দুয়ের বেশি সন্তান উৎপাদনের বার্তা দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট।

তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, কোনও সমাজের জন্মহার ২.১ শতাংশের নীচে নামা উচিত নয়। এই হার *এরপর দশের পাতায়*

সকলের চোখের সামনে চাতরা বিল ভরাট

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১ ডিসেম্বর : উন্নয়ন! নাকি উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসের পালা! গত এক দশকে মালদা শহরে যেটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে তা হল জলাজমি ভরাট। অন্তত স্যাটেলাইটের ছবি সেই কথাই বলছে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনিক স্তরে 'লোক দেখানো' কিছু পরিদর্শন, তদন্ত হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওই ব্যাপারে রাজনৈতিক বিরোধিতাও নেই। শাসক তো বটেই, বিরোধী শিবিরও চুপচাপ। শহর জুড়ে ফিসফাস, সবার শিকড় এক জায়গায় জড়িয়ে নেই তো?

মালদা শহরের লাইফলাইন, চাতরা বিলের অস্তিত্ব আপাতত বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বিলের উপরে তৈরি হচ্ছে পাকাবাড়ি। বিলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি করেই নির্দ্বিধায় চলছে জলাশয় ভরাট। গত বছর মালদা শহরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। পরিস্থিতি দেখে ২০২৩ সালের ৯ মার্চ গ্রিন ট্রাইবিউনালে মামলাও করেছিলেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪ এপ্রিল মালদায় পরিদর্শনে আসেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নীলম মীনা। জেলা প্রশাসনিক ভবনে স্যাটেলাইটের ছবি নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল। আশ্বাস মিলেছিল, দেখা হবে। দেখা হয়তো হয়েছে। কিন্তু ফল কোথায়?

এক বছরের বেশি সময় পেরিয়েছে। রবিবার সকালেও ইংরেজবাজার পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে একের পর এক ট্র্যাক্টর চাতরা বিলের বুকে যাতায়াত করেছে। জলা ভরাট হয়েছে। কেউ বাধা দেয়নি। প্রতিবাদ করেনি। স্থানীয় এক বাসিন্দাকে প্রশ্ন করতেই তিনি জানান, প্রতিদিন শতাধিক ট্র্যাক্টরের মাটি ও আবর্জনা চাতরা বিলে ফেলা হচ্ছে। এলাকায় নজরদারি চালানোর জন্য প্রভাবশালীদের লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন এগিয়ে না এলে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

এক মহিলা জানালেন, ভোর থেকে ট্র্যাক্টরের দাপট শুরু হচ্ছে। চলছে *এরপর দশের পাতায়*

চুপ প্রশাসন, সব রাজনৈতিক দল

এভাবেই চলছে বিল ভরাটের কাজ। মালদার নেতাজি কলোনিতে।

শঙ্কার কথা

- ইংরেজবাজারের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভোর থেকে ট্র্যাক্টরের দাপট শুরু হচ্ছে।
- প্রতিদিন শতাধিক ট্র্যাক্টরের মাটি ও আবর্জনা চাতরা বিলে ফেলা হচ্ছে
- প্রকাশ্যে বিল ভরাট চললেও ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারছেন না
- অভিযোগ, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট জমি মাফিয়াদের দাপটে সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে
- এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে, দাবি পরিবেশবিদদের

কুলিকে বনবস্তি উন্নয়নে ভোট

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কুলিক রেঞ্জে বেশ কয়েকটি বসতি রয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পদক্ষেপ করল রায়গঞ্জ কুলিক রেঞ্জ। আবদুলঘাটা, মণিপাড়া এবং খাঁড়িপাড়ার আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তৈরি হচ্ছে ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি। সোমবার গঠিত হবে মণিপাড়ার কমিটি। রবিবার ছিল কমিটির সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন পেশের শেষদিন। সোমবার দুপুরে কুলিক পাখিরালয়ের কমিউনিটি হলে এই কমিটি গঠিত হবে।

বন দপ্তরের আধিকারিকেরা জানান, কুলিক পাখিরালয়ে যে সমস্ত পর্যটক টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করেন, তার ৪০% অর্থ এই এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে লাগানো হবে। দুর্বল পরিবারের হাতে জেরক্স মেশিন, সেলাই মেশিন, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে, যার মধ্যে দিয়ে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।

সিপিএমের এরিয়া সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রবিবার ছন্দম মঞ্চে সিপিএমের রায়গঞ্জ শহর এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এদিন শহরের ২৭টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। প্রবীণ পার্টি সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ পুরসভার নির্বাচন, আরজি কর সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করে নেতৃত্ব। সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। উপস্থিত ছিলেন অমিত দাস, সুভাষ রাহা, তীর্থ দাস সহ অন্যান্যরা।

অপরাজিতা বিলে সম্মতির দাবি

নিউজ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পরে রাজ্য সরকার বিধানসভায় পেশ করে 'দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড বিল ২০২৪'। রবিবার এই আইন প্রণয়নের দাবিতে করণদিঘি বিধানসভা এলাকার টুঙ্গিদিঘি, রসাখোয়া ডালখোলায় মহিলাদের ধর্না প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, করণদিঘি ব্লক মহিলা তৃণমূল নেত্রী তপতী দাস, করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল প্রমুখ।

রবিবার কালিয়াগঞ্জেও অপরাজিতা বিল লাগু করার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল শহর তৃণমূল মহিলা সংগঠন। রবিবার দুপুরে শহরের বিবেকানন্দ মোড়ে একটি অস্থায়ী মঞ্চে এই অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা সংগঠনের

> ৩ সেপ্টেম্বর অপরাজিতা বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়েছে। বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য দরকার রাষ্ট্রপতির সই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এখনও বিলটিতে সই না করার জন্য এটি আইনে পরিণত হচ্ছে না।
>
> **সাগরিকা সরকার**
> তৃণমূল সভানেত্রী, মালদা

সভানেত্রী রুনা সাহা, পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার শম্পা কুণ্ডু প্রমুখ।

একই দাবিতে কুমারগঞ্জ ব্লক মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে রবিবার গোপালগঞ্জ বাজারে দুই ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। নেতৃত্ব দেন ব্লক মহিলা নেত্রী জ্যোৎস্না ঘোষ, উমা রায় প্রমুখ।

বিলের সমর্থনে এদিন রায়গঞ্জ ব্লক-১ তৃণমূল কমিটির সমর্থনে মিছিল করল মহিলা তৃণমূল কমিটির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পূর্ণেন্দু দে প্রমুখ। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ শহর মহিলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে ঘড়িমোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার, মহিলা নেত্রী শিল্পী দাস প্রমুখ।

গাজোল ব্লক তৃণমূল মহিলা নেতৃত্বের তরফে এদিন ব্লক গেট সংলগ্ন এলাকায় চলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। নেতৃত্ব দেন মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীনেশ টুডু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ। দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে।

সাগরিকা সরকারের বক্তব্য, '৩ সেপ্টেম্বর অপরাজিতা বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়েছে। বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য দরকার রাষ্ট্রপতির সই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এখনও বিলটিতে সই না করার জন্য এটি আইনে পরিণত হচ্ছে না।' বিধায়ক রেখা রায়ের নেতৃত্বে কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় মঞ্চ বেঁধে সকাল দশটা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ধর্না মঞ্চে গলা মেলালেন তৃণমূলের নেতা -কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী লাভলি পারভিন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি করিমুল ইসলাম প্রমুখ।

বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড চত্বর ও কামারপাড়ায় মহিলা তৃণমূলের তরফে পালিত হল ধর্না বিক্ষোভ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল জেলা সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম প্রমুখ। অবিলম্বে নারী সুরক্ষায় রাজ্যের আনা অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করার দাবি উঠে।

ফুলের জলসায়...। বালুরঘাটে ফুলের চারা বিক্রি । রবিবার মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

পুরসভার টেন্ডার

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : বিয়ের মরশুমে জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে জলবাহী বাহনের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ নিল বালুরঘাট পুরসভা। বিশেষ করে বাড়ি ও ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভার জলবাহী বাহনগুলি আটকে থাকায় বিয়েবাড়িতে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুরসভাকে। তাই এবারে নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য ৪০০০ লিটারের নতুন জলবাহী বাহন নির্মাণের টেন্ডার করেছে পুরসভা। এমন পাঁচটি বাহন তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৭টি বাহনের মধ্যে বেশ কিছু খারাপ থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুরসভাকে।

ধান কাটার মেশিনে কাজ হারাচ্ছেন শ্রমিকরা

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : কিছু বছর আগের কথা। ধান কাটার মরশুম এলে হাঁসুয়া আর কাঁচি তৈরির জন্য কামারদের নাওয়া-খাওয়া লাটে উঠত। এখন অনেকেই ধান কাটেন মেশিনে। ফলে কামারদের সোনালি দিন এখন অতীতে। কার্যত তাঁরা অবসরজীবন পালন করছে।

একটা সময় গঙ্গারামপুর সহ আশপাশের এলাকায় বহু মানুষ কোদাল, কুড়ুল, দা, কাঁচি, হাঁসুয়া সহ বিভিন্ন যন্ত্র তৈরি করতেন। ধান, গম ও পাট কাটার মরশুমে হাটেবাজারে প্রচুর পরিমাণে হাঁসুয়া ও কাঁচি বিক্রি হত। অনেকে পছন্দমতো হাঁসুয়া তৈরির জন্য কামারের বাড়িতে ধর্না দিয়ে বসে থাকতেন। বিশেষ করে আমন ধান

> বাপঠাকুরদার আমল থেকে আমরা হাঁসুয়া, কাঁচি তৈরি করে আসছি। লোহা পেটানো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ। একটা সময় ভালো রোজগার হত।
>
> **নৃপেন কর্মকার**, কারিগর

কাটার মরশুম শুরু হলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে রাতদিন এক করে কামার শিল্পীরা হাঁসুয়া ও কাঁচি তৈরি করতেন। বর্তমান ধান, গম অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে কাটা হয় বলে এসবের আর প্রয়োজন হচ্ছে না।

কামার শিল্পী অরুণ কর্মকার বলেন, 'আমন ধান কাটার মরশুম শুরু হওয়ার এক মাস আগে থেকে আমরা কাঁচি ও হাঁসুয়া তৈরি করতাম। শ্রমিকরা এসে পছন্দমতো কিনে নিয়ে যেতেন। আমরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতাম। এখন মেশিনে ধান কাটতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না বলে হাঁসুয়া ও কাঁচি কেনার দরকার পড়ছে না। এই শিল্প এখন টিকিয়ে রাখা মুশকিল।'

কামার শিল্পী নৃপেন কর্মকার বলেন, 'বাপঠাকুরদার আমল থেকে আমরা হাঁসুয়া, কাঁচি তৈরি করে আসছি। লোহা পেটানো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ। একটা সময় ভালো রোজগার হত। কারণ, মেশিনের সাহায্যে এখন ধান-গম কাটা হচ্ছে। সেজন্য কাঁচি, হাঁসুয়া নেই কিনতে আসে না। সেজন্য বর্তমান প্রজন্মও এই পেশায় আসতে চাইছে না। আমাদেরও সোনালি দিন আর নেই।'

জলজ পাখির গণনার প্রস্তুতি রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জে শুরু হতে চলেছে শীতকালীন জলজ পাখি গণনা। সারা দেশজুড়ে সরকারি উদ্যোগে এবং রায়গঞ্জ বনবিভাগের সহযোগিতায় আগামী বছরের গোড়াতেই হবে এই পাখি গণনার কাজ। এতে স্বভাবতই খুশি পরিবেশকর্মীরা।

শনিবার রায়গঞ্জ বনবিভাগের অতিরিক্ত বন আধিকারিক সরোজ ভূজেল বলেন, 'ইতিমধ্যেই এই গণনা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। খুব তাড়াতাড়ি এই শীতকালীন পাখি গণনায় সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পড়ুয়াদের নাম জমা নেওয়ার কাজ শুরু হবে।'

> ইতিমধ্যেই এই গণনা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। খুব তাড়াতাড়ি এই শীতকালীন পাখি গণনায় সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পড়ুয়াদের নাম জমা নেওয়ার কাজ শুরু হবে।
>
> **সরোজ ভূজেল**
> অতিরিক্ত বন আধিকারিক

পাখি বিশেষজ্ঞ ক্ষীরোদ সরকার বলেন, 'এখানে জলাভূমিগুলোতে প্রচুর পাখি আসে। শীতকালীন পাখিগুলো প্রধানত হাঁস জাতীয়। এই পাখিগুলোর মধ্যে প্রধানত রেড ব্রেস্টেড পোচার্ড, ফেরোজিনাস পোচার্ড, গ্যাডোয়াল, লেজার হুইসলিং ডাক, নর্দার্ন সোভেলার, নর্দার্ন পিনটেল প্রভৃতি।'

ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার দেবাশিস দে বলেন, 'পাখি হল কোনও একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সূচক। পাখিরা সহজেই বুঝতে পারে কোনও একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য কতটা বিঘ্নিত হয়েছে। তাদের উপস্থিতির ওপর জলাভূমির স্বাস্থ্যের প্রকৃতি নির্ভর করে। তাই পরিবেশের বর্তমান অবস্থার দিক নির্দেশ করতে বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।'

বিয়ে রুখল প্রশাসন

হিলি ও বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতা বৃদ্ধি শক্তিবাহিনীর। বুধবার সকালে হিলি থানার আদিবাসী অধ্যুষিত গয়েশপুরে প্রভাতফেরির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রামে প্রচার করা হয়। সূচনা হয় একটি ট্যাবলোর। তারপরেই মহিলাদের প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শক্তিবাহিনী। সন্ধ্যায় গয়েশপুর গ্রামে মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে শক্তিবাহিনী।

পাশাপাশি এদিনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাল্যবিবাহ রুখল প্রশাসন। বালুরঘাটের ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের মাঝিগ্রামের দুই নাবালক ও নাবালিকা বেশ কয়েকদিন ধরেই পলাতক ছিল। সম্প্রতি তারা বাড়িতে ফিরে আসার পর তাদের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন আত্মীয়রা। মঙ্গলবার রাতে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ, পিএলভি এবং চাইল্ড হেল্প লাইনের তরফে অভিযান চালিয়ে ওই বিয়ে বন্ধ করা হয়। পরিবারের তরফে মুচলেকা দেওয়া হয়েছে।

কর্মখালি

Field Officer & Security Guard Vacancy for TG Guards (P) Ltd. in Siliguri. Experience in Security Industry. Salary Negotiable. M : 9382982327. (C/113488)

•

Required Teachers in a Eng-Med. H. S. School in Siliguri for Arts, Commerce & Science. Qualification : P.G. with B.Ed. part or full time basis. WhatsApp C.V. to : 9907292150, 9832095754. (C/113812)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় - 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

অ্যাফিডেভিট

আমি Robiul Alam, পিতা Mafijuddin, আমার স্কুল/কলেজ সার্টিফিকেটে Md. Mafijuddin থাকায় গত ইং 29/11/24 তারিখে জলপাইগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট বলে Mafijuddin ও Md. Mafijuddin উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। কালিরহাট, ধূপগুড়ি। (A/B)

আজ টিভিতে

ঘরের মেয়ের সাগরপাড়ির গল্প। **গৃহপ্রবেশ**
প্রতিদিন রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা - আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.৩০ গুরু, রাত ১১.০৫ ফুল আর পাথর
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৩.০০ লোফার, সন্ধে ৬.০০ মিলন তিথি, রাত ৯.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা
কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

মিশন রানিগঞ্জ
সন্ধে ৬.১৮ **অ্যান্ড পিকচার্স**

দ্য লেজেন্ড অফ টারজান
রাত ৯.০০ **সোনি পিক্স এইচডি**

সাহিত্যের সেরা সময় সিরিজে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

দেড় বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী দলনেতাহীন

পুরাতন মালদা, ১ ডিসেম্বর : বোর্ড গঠনের দেড় বছর পরে কার্যত বিরোধী দলনেতা ছাড়াই চলছে পঞ্চায়েত। পুরাতন মালদা ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা নিয়োগ করতে পারেনি বিজেপি। তৃণমূলকে বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের সদস্যরা সহযোগিতা করায় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধী দলনেতা নিয়োগ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপিকেই বিরোধী দলের নেতা নিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব ওই পঞ্চায়েতের বিরোধী দলের নেতা নিয়োগ করতে নারাজ।

পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে

> বিজেপি বিরোধী দলনেতা নিয়োগ করতে পারেনি। এটা তাদের দুর্বলতা। তবে পঞ্চায়েতের কাজ থেমে নেই।
>
> **শামসুল হক**, পূর্ত সঞ্চালক
> মঙ্গলবাড়ি পঞ্চায়েত

এককভাবে ১১টি আসন তৃণমূলের দখলে। ৩টি করে আসন পায় কংগ্রেস এবং বিজেপি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন তিনটি আসন পেলেই বিরোধী দলনেতা নিয়োগ করা যায়। এছাড়াও অন্য একটি নিয়মে কোনও রাজনৈতিক দল বিরোধী নেতা পদের জন্য দাবি রাখতে পারে। ওই পঞ্চায়েতে সেক্ষেত্রে বিজেপিও দাবি তুলতে পারে। জেলা কংগ্রেসের নেতা তথা মালদা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার বলেন, 'বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের কিছু সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে তৃণমূলকে সহযোগিতা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলনেতা পদের দাবি কংগ্রেস করতে পারে না। বিজেপিকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তারা তিনটি আসন নিয়ে বিরোধী দলনেতা পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।'

অপরদিকে, বিজেপির মণ্ডল স্তরের নেতা সুভাষ মণ্ডলের বক্তব্য, 'মঙ্গলবাড়ি পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা নিয়োগ হয়নি। আপাতত ওই অবস্থায় থাকবে।' এ প্রসঙ্গে উত্তর মালদার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত জানান, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

রসাখোয়া হাটে নিকাশিনালা, শেড

করণদিঘি, ১ ডিসেম্বর : প্রতীক্ষার শেষ। রসাখোয়া সবজি হাটের শেড তৈরি শুরু হল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম জানান, 'বিধায়ক গৌতম পাল ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল ২১ অক্টোবর হাটের শিলান্যাস করেছিলেন। শেড তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৭২ হাজার ২৮৩ টাকা বরাদ্দ করেছে। শেড ছাড়াও রসাখোয়া হাটের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি নিকাশিনালার। সেই দাবি মেনে এক কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হবে নালা।'

স্থানীয় বাসিন্দা ওহাব আলি বলেন, 'করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পেভার ব্লক বিছানোর জন্য ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। সেই কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।' করণদিঘির বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সাহিত্যিক শ্যামলাল মাহাতো বলেন, '২১ এর নির্বাচনি প্রচারে গৌতম পাল রসাখোয়াবাসীকে বলেছিলেন, 'তিনি জয়ী হলে রসাখোয়া হাটকে মডেল হাটে পরিণত করবেন। বিধায়ক কথা রেখেছেন।' স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা সিংহ রায়চৌধুরী বলেন, ' রসাখোয়া হাট শুরু থেকেই রবিবার বসে। রবিবার স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুলের মাঠেই হাট বসছে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সুবিধা হবে। যতদিন না হাটের শেড তৈরি হবে ততদিন এখানেই হাট বসবে।'

শ্মশানঘাটের উদ্বোধন চলতি মাসেই

করণদিঘি, ১ ডিসেম্বর : ৩১ ডিসেম্বর উদ্বোধন হতে চলেছে ডালখোলা পুরসভার মহানন্দার তীরের শ্মশানঘাটটির। উদ্বোধন করবেন স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পাল ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল প্রমুখ। ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার জানান, 'শ্মশানঘাট নির্মাণে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তার মধ্যে প্রায় ১ কোটি টাকা পুরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করবে। তিনি আরও জানান শৌচাগার ও হাইমাস্ট লাইটের জন্য বরাদ্দ ১৫ লক্ষ, ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্য ৫০ লক্ষ, রাস্তা বাবদ ৬৫ লক্ষ, পেভার ব্লকের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দ্রুতগতিতে কাজ চলছে।'

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে
অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার ইচ্ছাপূরণ হবে। **বৃষ :** বাড়ির গুরুজনের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। **মিথুন :** রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকুন। বাবার পরামর্শে নতুন কাজে নেমে আনন্দ। **কর্কট :** পরিবারের সঙ্গে আজ কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **সিংহ :** আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। নতুন কোনও ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। **কন্যা :** অন্যের জন্য কিছু করতে পেরে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। **তুলা :** সামান্য কারণে কাউকে বকাবকি করতে গিয়ে মানসিক অশান্তি। অল্পেরই সন্তুষ্ট থাকুন। **বৃশ্চিক :** দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** বাবার শরীর নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে ব্যয় বাড়বে। **মকর :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যায়। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ মিলবে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। **মীন :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৬ অঘোন, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ সুদি, ২৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ১২।১২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৭। ধৃতিযোগ সন্ধ্যা ৫।৫। ববকরণ দিবা ১২।১২ গতে বালবকরণ, রাত্রি ১২।২৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ১২।১২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ১১।২৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-অপরাহ্ণ ৪।৭ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ ধান্যচ্ছেদন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।১২ গতে অপরাহ্ণ ৪।৭ মধ্যে দ্বিরাগমন হলপ্রবাহ বিষ্ণুপুজো পূর্বক মতান্তরে অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধকর্তার নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।১২ মধ্যে আচারবশতঃ হরিষষ্ঠী। কাঁচাঘটপুজো। অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে চন্দ্রদগ্ধা। দিবা ১২।১২ গতে মনোরথদ্বিতীয়া ব্রত। অদ্য কলকাতায় চন্দ্রোদয় দিবা ৬।৫৫ গতে এবং চন্দ্রাস্ত রাত্রি ৫।৩৫ গতে শিক্ষাব্রতী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী সুবোধানন্দের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও দেখে পদক্ষেপ পুলিশের

পিস্তল হাতে ঘুরে গ্রেপ্তার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : গ্রাম্য বিবাদ। আর তার মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে দেশি পিস্তল হাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। সেই ঘটনার ভিডিও আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। (উত্তরবঙ্গ সংবাদ এই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি।) যে ভিডিও দেখে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল পুলিশ। বাড়িতে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীকে শ্রীঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আধিকারিকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দক্ষিণ তালসুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দিনের বেলা মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় গ্রাম্য বিবাদ চলছিল। ওই সময় মনসুর রহমান নামে এক ব্যক্তি হাতে আগ্নেয়াস্ত্রে নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এভাবে মনসুরের দাপাদাপিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে।

যা ঘটেছিল

- শনিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুরের মালিওর-২ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালসুর এলাকায় গ্রাম্য বিবাদ চলছিল
- ওই সময় মনসুর রহমান নামে এক ব্যক্তি হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি শুরু করেন
- মনসুরের দাপাদাপিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা
- সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে

ঘটনাটি নজরে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের। তারপরেই পুলিশ মনসুরের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি কার্তুজ। কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল ওই ব্যক্তি? কোথা থেকে এল আগ্নেয়াস্ত্র? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল আদালতে পেশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি বলেন, 'ঘটনার কথা জানতে পেরে আমরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মনসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করি। তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়।'

মাঝ অগ্রহায়ণে ধান ছাড়াই-বাছাইয়ের ব্যস্ততা। রবিবার রায়গঞ্জে। দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন স্ত্রী। সেই 'অপরাধে' স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা করেন স্বামী। অভিযুক্ত শিক্ষক স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম সুদাম সাহা রায় (৪২)। রায়গঞ্জের একটি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত তিনি। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ার পিরপুকুর এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী, নীলাদ্রি সরকার জানাচ্ছেন, 'অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে মহিলা থানার পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, 'পাঁচ বছর আগে অর্পিতা দাসের সঙ্গে ওই শিক্ষকের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই অর্পিতাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করত ধৃত সুদাম। বিয়ের পরও ৫-৬ জন তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। এনিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। দিন তিনেক আগে স্বামীর পরকীয়া হাতেনাতে ধরে ফেলেন অর্পিতা। এনিয়েই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে সুদাম। এরপর সবজি কাটার বঁটি দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় অর্পিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ মহিলা থানায় সুদামের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অর্পিতার বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে সুদামকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ।'

রায়গঞ্জে ঘটনাক্রম

- বিয়ের পর থেকেই স্ত্রী অর্পিতাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতেন পেশায় শিক্ষক সুদাম
- দিন তিনেক আগে অর্পিতা স্বামীর পরকীয়া হাতেনাতে ধরে ফেললে যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত
- স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হাতাহাতিতে গড়ায়
- বঁটি দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন তিনি
- মহিলা থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অর্পিতার বাবা
- অভিযোগের ভিত্তিতে সুদামকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ

ফের জাতীয় সড়কে গতির বলি

সামসী, ১ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়কে ফের গতির বলি হলেন এক তরুণ। রবিবার দুপুরে সামসীর পার্শ্ববর্তী ভগবানপুর এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম শামিম আক্তার (২০)। তাঁর বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়ায়। বাইক আরোহী শামিমের ভাইরাভাই সাকিম আক্তার গুরুতর জখম হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, শামিমের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শামিম আক্তার ও সাকিম আক্তার দুজনে সামসী থেকে বাজার করে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। ভগবানপুর বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার আগে পেছন থেকে দ্রুত বেগে আসা একটি বেসরকারি বাস তাঁদের ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শামিমের। গুরুতর জখম সাকিমকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

মৃত শামিমের এক বছরের শিশুসন্তানও রয়েছে। মৃত তরুণের স্ত্রী শামিমা খাতুন জানিয়েছেন, 'স্বামীই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি ছিল। স্বামী চলে যাওয়ার পর এক বছরের শিশুসন্তানকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাব বুঝতে পারছি না।'

সামসী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রামচন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, 'দুর্ঘটনাগ্রস্ত ঘাতক বাসটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইন মেনে বাসচালকের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাইকটিও পুলিশ উদ্ধার করেছে।'

ইটাহারে মহিলার দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ছেলে

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১ ডিসেম্বর : শোয়ার ঘর থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ইটাহার থানার বগুন গ্রামে। মৃত মহিলার নাম পারোদেবী নুনিয়া (৩৬)। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মহিলাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কে খুন করল, খুনের উদ্দেশ্যই বা কী, তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। মৃত মহিলার ছেলের কথায় অসংগতি পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত মহিলার ছেলে ও এক আত্মীয়কে থানায় ডেকে জেরা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল, রক্তও ছিল। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই বলা সম্ভব হবে, কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পারো দেবীর পরিবারে সদস্য বলতে তিনি ও তাঁর বছর কুড়ির ছেলে। স্বামী দীর্ঘদিন আগে মারা গিয়েছেন। বাড়িতে ছেলের সঙ্গেই একই ঘরে থাকতেন। স্থানীয় বাসিন্দা অভিরাম নুনিয়া বলেন, 'আজ সকাল ৬টা নাগাদ চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি পারোদেবী নুনিয়া তাঁর শোয়ার ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে, ঠোঁটে ও কানের কাছে ক্ষতচিহ্ন। রক্ত ঝরছে। আমাদের ধারণা, ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। এখন কে বা কারা কী কারণে তাঁকে খুন করল, তা পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্তের পর বের করবে।'

ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ বলেন, 'আমরা কোনও সন্দেহই উড়িয়ে দিচ্ছি না। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতের ছেলে ও এক আত্মীয়কে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি রহস্যের কিনারা করা যাবে।'

গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, একখণ্ড জমি নিয়ে পারোদেবীর এক বোন ও বোনের ছেলেদের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল। দিনকয়েক আগে সেই বোন ও পরিবারের সদস্যরা মিলে তাঁকে মারধরও করেছিলেন বলে অভিযোগ। মায়ের মৃত্যুর পর এমন অভিযোগ তুলে মাসির ছেলেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন পারোদেবীর ছেলে অতুল নুনিয়া। যদিও অতুলকেও সন্দেহের তালিকাতে রেখেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে একই ঘরে ছেলের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলেন ওই মহিলা। রবিবার সকালে তাঁর ছেলে অতুল নুনিয়াই প্রতিবেশীদের মায়ের খুনের কথা জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইটাহার থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর মৃত মহিলার ছেলে অতুল পুলিশকে প্রথমে জানান, রাতে ঘরে ঘুমিয়ে থাকলেও ভোরে উঠে

> আজ সকাল ৬টা নাগাদ চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি পারোদেবী নুনিয়া তাঁর শোয়ার ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর মুখে, ঠোঁটে ও কানের কাছে ক্ষতচিহ্ন। রক্ত ঝরছে। আমাদের ধারণা, ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে।
>
> **অভিরাম নুনিয়া, বাসিন্দা**

ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন তিনি। কিছু সময় পর ফিরে এসে তিনি দেখেন, তাঁর মা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তবে পুলিশসূত্রের খবর, একেক সময় একেকরকম কথা বলছেন অতুল। অবশেষে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর নিহত মহিলার ছেলে অতুল নুনিয়াকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, দিনমজুরি খেটে পেট চালানো অতুল প্রায় রাতেই নেশায় চুর হয়ে থাকে। ফলে টাকাপয়সা চাওয়া নিয়ে নেশার ঘোরে অতুলই কোনও অঘটন ঘটিয়েছে কি না সেই সন্দেহ উড়িয়ে দিচ্ছে না গ্রামের বাসিন্দারা। প্রতিবেশী অভিরাম নুনিয়ার বক্তব্য, 'পুলিশ তদন্ত করে প্রকৃত খুনিকে গ্রেপ্তার করুক।'

শিয়ালের হানা থেকে বাঁচতে বন দপ্তরের টহলদারি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : সবেমাত্র শীত শুরু হয়েছে। আর এর মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে গোল্ডেন জ্যাকল অর্থাৎ সোনালি শিয়ালের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ধে নামতেই হরিশ্চন্দ্রপুর এক এবং দুই নম্বর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির চাষজমি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উঠে আসছে একের পর এক শিয়াল হামলার অভিযোগ। পাশাপাশি খাদ্যের খোঁজে লোকালয়ে এসে বিভিন্নভাবে মৃত্যু ঘটছে এই বিরল প্রজাতির সোনালি শিয়ালদের। এলাকার কৃষকরাও চাষের জমিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। প্রাতর্ভ্রমণকারীরাও অনেকেই এখন সকালে শিয়ালের ভয়ে হাঁটতেও ভয় পাচ্ছেন। পালটা গ্রামবাসীর হাতে আক্রান্ত হচ্ছে গোল্ডেন জ্যাকল। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকায় বন দপ্তরের পেট্রলিং চলছে সন্ধ্যা নামলেই। বিভিন্ন জায়গায়

সন্ধ্যা নামলেই গ্রামে আতঙ্ক

পাহারাও বসানো হয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি গ্রামবাসীরা যাতে ভয় পেয়ে শিয়ালকে কোনওরকম ক্ষতি না করে, সেই বিষয়েও অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন করছে বন দপ্তর। এলাকারই এক কৃষক চন্দন রাম জানান, 'গ্রামেগঞ্জে অনেকের বাড়িতে হাঁস-মুরগি, ছাগল আছে। সাধারণত, মাংসের লোভে সন্ধেরাত থেকে শিয়ালদের আনাগোনা বেড়ে যায় গ্রামেগঞ্জে। বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটছে অনেক। গ্রামবাসী আহত হয়েছেন।'

বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী ও প্রাণীবিদ্যা বিশারদ ডক্টর কমলকৃষ্ণ দাস জানান, 'গ্রামীণ এলাকায় শিয়াল মূলত ধানের খেতে বসবাস করে। এরা যেমন শাকসবজি খায় তেমন ইঁদুরও খায়। বনে খাদ্যের অভাব হলে এরা তখন লোকালয়ে হানা দেয়।' বন দপ্তরের চাঁচল রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকার বলেন, 'আমরা এলাকার বিভিন্ন বনাঞ্চলগুলিতে নজরদারি চালাচ্ছি। এখন ভুট্টা চাষ হচ্ছে, আর এই ভুট্টার জমিগুলোতে শিয়ালের লুকিয়ে থাকার খুব ভালো জায়গা। আমরা গ্রামাঞ্চলগুলিতে ক্যাম্পেন করছি পাশাপাশি পেট্রলিং চলছে।'

প্রধান শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর উন্নতি দাবি

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের সুপার মার্কেটের এক ভবনে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসদের পঞ্চম সাধারণ সভা হল রবিবার। সভায় প্রধান শিক্ষকদের বেতন সহ সাম্প্রতিক ট্যাব কাণ্ডের প্রেক্ষিতে তরুণের স্বপ্ন, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রীর মতো প্রকল্পে ত্রুটিমুক্ত ওয়েবসাইট চালু করা প্রয়োজন বলে জানান তাঁরা।

এদিন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অজয়কুমার রায় বলেন, 'জেলায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬৫। এর মধ্যে বেশিরভাগ স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদ খালি। আমাদের দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নিম্নগামী বেতন কাঠামোকে আগের মতো বাড়াতে হবে। শিক্ষাবহির্ভূত কাজে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও স্টাফ সাপোর্ট দিতে হবে। বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত মানের পোশাক দিতে হবে। ছেলেদের কোনও শ্রেণির জন্যই হাফ প্যান্ট চলতে পারে না। বোর্ড বা কাউন্সিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাইন বাবদ ফি বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা স্কুলগুলিকে চাপের মুখে ফেলে দেয়, সেই বিষয়ে সকলেই সরব হন।'

বাকি দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বোর্ড বা কাউন্সিলে প্রধান শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে রাখতে হবে। সিলেবাস কমিটিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকদেরও রাখা দরকার। অবিলম্বে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাস পরিমার্জন করা দরকার। ড্রপ আউট রুখতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে। এদিনের সভায় ৩৫ জন প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

উষ্ণতার পরশ।। ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির সুব্রত রায়।

জনবিজ্ঞান কংগ্রেস

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের উদ্যোগে চলতি মাসের শেষে বসতে চলেছে ১৮তম সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেস। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে প্রচার অভিযান। জল, মাটি, জঙ্গল, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার বার্তার সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে কলকাতা শহরে এই কংগ্রেস বসবে বলে জানান জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র। এই কর্মসূচিকে সফল করতে রায়গঞ্জে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ থানার ফতেপুর গ্রামে। ওই নির্মাণ শ্রমিকের নাম সুব্রত রাজবংশী (২৬)। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা।

পরিবারের দাবি, শনিবার ফতেপুর এলাকায় একটি বাড়িতে ছাদের উপর ইট গাঁথনির কাজ করছিলেন সুব্রত। আচমকা তিনি পা স্লিপ কেটে পড়ে যান। এরপর গুরুতর জখম হন ওই শ্রমিক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। রবিবার দুপুরে ওই শ্রমিকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা, পুলিশের জালে দুষ্কৃতী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বাড়িতে ঢুকে তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। রবিবার ভোররাতে রায়গঞ্জের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম তৈমুর শেখ (৩০), পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

এদিন দুপুরে অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ, বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে দিন চারেক আগে ওই তরুণী বাড়িতে একাই ছিলেন। সেসময় ওই দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। আচমকা তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন পাড়াপড়শিরা। ইতিমধ্যে ওই তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। যার জেরে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। বিপদ বুঝে এরপরই এলাকা ছেড়ে অন্য একটি গ্রামে গা-ঢাকা দেয় দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে অভিযুক্ত তরুণকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় নিয়ে আসা হয়।

ঘটনার প্রসঙ্গে ওই তরুণীর বাবার বক্তব্য, 'দুপুরবেলা আমার মেয়ে বাড়িতে একাই ছিল। আমি রায়গঞ্জে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী জমিতে ধান কাটার কাজ করছিল। তার ফাঁকে আমার বাড়িতে ওই তরুণ ঢুকে মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। মেয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা আমার মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করেন। আমি চাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।' পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার ধর্ষণ কাণ্ডের প্রসঙ্গে বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ঠান্ডা পড়তেই নলেন গুড় তৈরি শুরু

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ১ ডিসেম্বর : শীত মানেই রকমারি ফুল, ফল, সবজির সম্ভার। আর তার ওপর সোনায় সোহাগা নলেন গুড়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নলেন গুড় বানানোর প্রস্তুতি। শীত আসতেই শুরু হয়েছে খেজুরের রস সংগ্রহ। সেই খেজুরের রস দিয়েই তৈরি হবে শীতের উপাদেয় নলেন গুড়।

বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুর পুর এলাকার একাধিক মানুষ শীতের মরশুমে খেজুরের রস সংগ্রহ করে সুস্বাদু গুড় তৈরি করে থাকেন। সেজন্য তাঁরা নভেম্বর মাস থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করেন। যারা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন, তাঁদের অন্য এলাকায় শিউলি বলা হলেও এখানে গাছি নামেই সর্বাধিক পরিচিত। বুনিয়াদপুরের খিঙ্গুর, শেরপুর, করখা এবং বংশীহারীর জোড়দিঘি, বদলপুর ইত্যাদি এলাকার হাতেগোনা কয়েকজন লোক বংশপরম্পরায় খেজুরের রস থেকে পাটালি এবং নলেন গুড় তৈরি করে থাকেন।

বুনিয়াদপুরের খিঙ্গুরের শ্রীপদ বিশ্বাস দীর্ঘদিন থেকে খেজুরের রস সংগ্রহ করে পাটালি এবং নলেন গুড় তৈরি করেন। এদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে বড় এক টিনের পাত্রে খেজুরের রস জ্বাল দিচ্ছেন।

> এবছর এখনও সেরকম ঠান্ডা না পড়ায় রস তেমন হচ্ছে না। এখন প্রতিদিন ১৫টি গাছ থেকে ৫০ লিটারের মতো রস সংগ্রহ করছি। ভোরবেলা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে বাড়িতে এনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে গুড় তৈরি করছি।
>
> **শ্রীপদ বিশ্বাস**
> নলেন গুড় প্রস্তুতকারক

শ্রীপদ বিশ্বাস বলেন, 'নিজের তো খেজুরের গাছ নেই। সেজন্য অপরের গাছ থেকে রস সংগ্রহের জন্য অনুমতি নিতে হয়। সেজন্য গাছ প্রতি ২০০ টাকা দিতে হয়। এবার আমি ৩০টা গাছ নিয়েছি। একদিনে তো সব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা যায় না। প্রথমে ১৫টি গাছ এবং পরবর্তীতে ১৫টি গাছ লাগাতে হয়। তিনদিন রস সংগ্রহের পর শুকানোর জন্য তিনদিন রস সংগ্রহ বন্ধ রাখতে হয়। তবে, এবছর অত্যধিক ঠান্ডা না পড়ায় রস তেমন হচ্ছে না। এখন প্রতিদিন ১৫টি গাছ থেকে ৫০ লিটারের মতো রস সংগ্রহ করতে পারছি। ভোরবেলা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে বাড়িতে এনে জ্বাল দিয়ে যখন ঘন হয়, তখন ছোট ছোট পাত্রে ঢেলে গুড় তৈরি করি।'

তিনি আরও জানান, 'আমার পাটালি এবং নলেন গুড় স্থানীয় এলাকা ছাড়াও রায়গঞ্জ, ইটাহার, গঙ্গারামপুর এবং মালদার পাইকাররা পাইকারি দরে কিনে নিয়ে যান। আমি ছাড়াও এলাকায় অনেকেই খেজুরের গুড় তৈরি করেন। এই শীতের মাস তিনেক গুড় তৈরি করি। বাকি মাসগুলিতে অন্য কাজ করে সংসার চালাই। তবে একটা কথা বলতে চাই, এই গুড় বিক্রির টাকাই আমাকে ৬ মাসের ভাতের জোগান দেয়। আমার এই কাজে আমার স্ত্রীও সাহায্য করেন।'

খেজুরের রস জ্বাল দেওয়া চলছে। রবিবার বুনিয়াদপুরে। - সংবাদচিত্র

যত কাণ্ড আবাস যোজনার, প্রশাসনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও বেলাগাম বেনিয়ম

নাম বাদের আর্জি প্রধানের স্বামীর

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : আবাস নিয়ে সরগরম রাজ্য। তালিকায় কোথাও পাকাবাড়ির মালিকের নাম এসেছে, কোথাও গোয়ালঘরের ছবি দেখিয়ে নাম তোলা হয়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে শাসকদল। বিপরীত ছবি ধরা পড়ল কুমারগঞ্জের বটুন পঞ্চায়েতে। নিজেই নাম কাটালেন প্রধানের স্বামী।

বটুন পঞ্চায়েতের প্রধান আলপনি হালদারের স্বামী শৈলেন বর্মন। বাংলা আবাস যোজনা প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকায় তাঁর নাম আসে। শৈলেনের নিজস্ব পাকাঘর নেই, রয়েছে মাত্র এক বিঘা জমি। ভাইয়ের বাইক ব্যবহার করেন। তা সত্ত্বেও নিজের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। শৈলেনবাবু জানালেন, 'কয়েক বছর আগের তথ্যের ভিত্তিতে তালিকায় আমার নাম এসেছে। আমার স্ত্রী বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রধান। এই অবস্থায় ঘর নেওয়া সঠিক হবে না।' প্রধান আলপনি হালদারের বক্তব্য, 'স্বামীর সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করেছি।'

শৈলেনের বাড়ি মাটির হলেও তাঁর বাবা ও ভাইয়ের নামে কিছু সম্পত্তি রয়েছে। অথচ তিনি নিজে মাত্র এক বিঘা জমির মালিক। অনেক সময় উচ্চপদস্থদের আত্মীয়স্বজনরা সরকারি সুবিধা নেন। কিন্তু শৈলেন বর্মনের এই পদক্ষেপ এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। শৈলেন ও আলপনির জীবনযাপনও সাধাসিধে। প্রধান হয়েও আলপনিদেবী সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত শুধু বাংলা আবাস যোজনার প্রকল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছে তা নয়, বরং জনপ্রতিনিধিদের প্রতি মানুষের আস্থাও দৃঢ় করেছে বলে অভিমত নাগরিকদের।

তালিকায় র‍্যাশন ডিলার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : প্রাসাদের মতো অট্টালিকা রয়েছে র‍্যাশন ডিলারের। অথচ আবাস যোজনার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে নাম। আবার তালিকায় রয়েছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়র নামও। তাঁদের আবার পাকাবাড়িও রয়েছে। কিন্তু নাম নেই ওই গ্রামেরই ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকের। আবার যাঁর কাঁচা বাড়ি রয়েছে, প্রথমে তালিকায় নাম থাকলেও পরবর্তীতে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। নেপথ্যে ১০ হাজার টাকা কাটমানি।

এমনই অভিযোগ এক উপভোক্তার। অভিযোগের তির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার দিকে। তালিকার এই ভ্রান্তি বিডিওর নজরে আসতেই শুরু হল নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের মালিওর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল গ্রামের ঘটনা এটি। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর আবাস প্লাসের সার্ভে শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রাথমিক আবাস যোজনার নামের তালিকা

> স্বামী ভিনরাজ্যে কাজ করেন। বাড়ি বলতে টালির চাল, মাটির দেওয়াল। সেই ঘরের অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। নাম ছিল আবাস যোজনার তালিকায়। আবাস প্লাসের সার্ভের সময় প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বাড়িতে। তারপরে হঠাৎ তালিকা থেকে বাদ যায় নাম।
>
> **জ্যোৎস্নারা খাতুন, উপভোক্তা**

এসেছে। বহু এলাকায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়েছে। এবার এই সোনাকুল গ্রামে আবাস যোজনার তালিকায় দেখা গেল ব্যাপক ভুলভ্রান্তি।

ওই এলাকার বাসিন্দা জ্যোৎস্নারা খাতুন। তাঁর অভিযোগ, 'স্বামী কাজি নজরুল ইসলাম ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। বাড়ি বলতে টালির চাল, মাটির দেওয়াল। সেই ঘরের অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। অর্থাভাবে পাকাবাড়ি করতে পারেননি। নাম ছিল আবাস যোজনার তালিকায়। আবাস প্লাসের সার্ভের সময় প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু তারপরে হঠাৎ তালিকা থেকে বাদ চলে যায় নাম।' ওই উপভোক্তার অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা কাটমানি চেয়েছিল। তিনি দিতে পারেননি বলে নাম বাদ গিয়েছে। অথচ এলাকার র‍্যাশন ডিলার থেকে শুরু করে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যার আত্মীয়দের নাম রয়েছে তালিকায়।

এদিকে পঞ্চায়েত সদস্যা লুৎফুন নেসার দেওর এলাকার র‍্যাশন ডিলার রফিকুল ইসলামের নাম রয়েছে এই তালিকায়। যার অট্টালিকার মতন বাড়ি রয়েছে। যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে রফিকুলের দাবি, '২০১৮ সালের তালিকায় আমার নাম ছিল। তখন আমি ডিলার ছিলাম না। এখন কীভাবে নাম আছে, জানি না।'

এদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর মালিয়র-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি খাতুনের স্বামী তৃণমূল নেতা ফিরোজ হোসেন মেনে নিয়েছেন, এরকম অনেকের নাম ছিল তালিকায়। তাঁর সাফাই, প্রত্যেকের নাম কাটা হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী আপাতত প্রাথমিক তালিকা গেছে। সেক্ষেত্রে যাদের অভিযোগ আসবে সেইভাবে নাম বাদ যাবে সুপারচেকিংয়ের পর।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল জানিয়েছেন, 'অনেকে সার্ভের সময় মিসগাইড করতে পারে। তাই প্রাথমিক তালিকার পর অভিযোগের ভিত্তিতে সুপারচেকিং করে চূড়ান্ত তালিকা হবে।' যদিও বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়ার দাবি, 'সবক্ষেত্রেই দুর্নীতি হচ্ছে। যেটা এর আগেও তৃণমূল করেছিল। এগুলো উচ্চপর্যায়ে তদন্ত হওয়া উচিত।'

ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাক্তন পুলিশকর্তার মৃত্যু রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল প্রাক্তন পুলিশকর্তার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া সুভাষগঞ্জ এলাকায়। ওই পুলিশকর্তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ।

রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত প্রাক্তন পুলিশকর্তার নাম শম্ভু পাল(৬২)। রায়গঞ্জের কসবা ফোর্থ ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বাজারের নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন তিনি। ৫:৫০ নাগাদ কাটিহারগামী লোকাল ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনা আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

শম্ভুবাবুর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে শুভঙ্কর পাল আইন বিষয়ে পিএইচডি করছেন। তিনি রাঁচির একটি ল কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কর্মরত। মেয়ে শিবানী পাল কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মী। এই ঘটনা জানতে পেরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তাঁরা।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন ভালুয়ারা

ট্রফি নিচ্ছেন ভালুয়ারা একাদশের ফুটবলাররা। - মুরতুজ আলম

সামসী, ১ ডিসেম্বর : ধানগাড়া-বিষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিষণপুর উজ্জ্বল সংঘের প্রধান কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভালুয়ারা একাদশ। ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে কেবিসি একাদশকে হারিয়েছে। বিষণপুর ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন ফাইনালের সেরা ভালুয়ারার বিক্রম রায়। তাদের বাকি দুই গোল সুব্রত সোরেন ও লখিন্দর ওরাওঁয়ের। কেবিসি-র গোলটি মহম্মদ তোফাজ্জলের। প্রতিযোগিতার সেরা ভালুয়ারার সুব্রত। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। পুরস্কার তুলে দেন ধানগাড়া-বিষণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সানজুরা বৈদ্য, মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী, চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা প্রমুখ।

ভেটেরান্সে সেরা সোনালি

ট্রফি নিয়ে উল্লাস সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাবের ফুটবলাররা। -চয়ন হোড়

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাবের সুমিত্রা ব্রহ্মা ট্রফি ভেটেরান্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে গাজোল ভেটেরান্স ক্লাবকে হারিয়েছে। সোনালির সুরেশ হাঁসদা দুইটি গোল করেন। গাজোলের গোলটি রাজেশ সোরেনের। ম্যাচের সেরা সোনালির কানাই হাঁসদা। প্রতিযোগিতার সেরা সোনালির সুরেশ। সেরা গোলকিপার গাজোলের প্রবীর বিশ্বাস। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৭ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন জেভিয়ার্স

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সাহেবগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। - রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রাক্তনীদের একদিনের বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সাহেবগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। রবিবার ফাইনালে তারা ৩২-২৬ পয়েন্টে মজলিশপুরের সেন্ট ইগনিশিয়াস স্কুলকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা সাহেবগঞ্জের ডেভিড টুডু। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি স্কুল অংশ নিয়েছিল।

জামালউদ্দিনের ৫১

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার নেতাজি পাঠাগার ৪৪ রানে রূপাহার যুব সংঘকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে নেতাজি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মহম্মদ জামালউদ্দিন ৫১ রান করেন। সৈয়দ আলি ৪২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রূপাহার ১৯ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায়। দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য ৩৪ রান করেন। জামালউদ্দিন ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে বিপিএস ক্লাব ও অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব।

রাজ্য তিরন্দাজি শুরু কাল

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ তিরন্দাজি সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা ও রায়গঞ্জ পুরসভার সহযোগিতায় রাজ্যস্তরের তিরন্দাজি ৩ ডিসেম্বর শুরু হবে রায়গঞ্জে। প্রতিযোগিতা তিনদিন চলবে।

আন্তঃস্কুল দাবা

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : দাবা অভিভাবক ফোরামের আন্তঃবিদ্যালয় দাবা ১৫ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ৩টি গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হবে।

সেরা বুনিয়াদপুর

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বিন্দোল ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল বুনিয়াদপুর ফুটবল দল। বিন্দোল ফুটবল মাঠে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে চাঁচলের দলকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ নিয়েছিল।

চাঁদগঞ্জে পায়রা উৎসর্গ ভক্তদের

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাঁদগঞ্জে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে বিরাট মেলা। মেলা উপলক্ষ্যে ৬৮ তম বর্ষে পা দেওয়া সাড়ে চোদ্দো হাত উচ্চতার কালীপুজো। শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী এই পুজো হয়। চিরাচরিত রীতি মেনে এই পুজোতে ভোগপ্রদান, পায়রা উৎসর্গ, প্রসাদ বিতরণ হয়।

বহু ভক্ত সাড়ে চোদ্দো হাত এই কালী প্রতিমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মানত করেন। এছাড়াও মানতের প্রতিমা মন্দিরে উপহার দেন। রবিবার সকালের মধ্যে পুজোর কাজ শেষ হওয়ার পর এক সপ্তাহ ধরে চাঁদগঞ্জ মেলার তোড়জোড় শুরু হয়।

বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চাঁদগঞ্জের এই মেলাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কুমারগঞ্জ থানার তরফে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভক্তদের ভিড়ে জমে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ।

আদিবাসী যাত্রায় মুগ্ধ পতিরাম

পতিরাম, ১ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে বর্ষাপাড়া সর্বজনীন কালীপুজোয় মাতল দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম বর্ষাপাড়া গ্রামবাসী। ঝাড়খণ্ড থেকে আসা শিল্পীরা পুজোয় তাঁদের অনন্য আদিবাসী যাত্রা পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

ঐতিহ্যবাহী এই যাত্রাপালা শুধুমাত্র বিনোদন নয়, আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয়ও তুলে ধরে। সোমবার এই পুজো উপলক্ষ্যে বর্ষাপাড়ায় এক মেলা বসবে। আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন আসবেন উৎসবে অংশ নিতে। পুজো উপলক্ষ্যে গোটা গ্রাম সেজে উঠেছে।

পুজোর আয়োজন থেকে মেলার প্রস্তুতি সব কিছুতেই গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বর্ষাপাড়ার সামাজিক সংহতির প্রতিফলন।

কেনাকাটা। রবিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

কালিয়াগঞ্জে রাস্তা সংস্কার শুরু

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : অবশেষে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও অঞ্চলের পালোইবাড়িতে। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সূচনা করেন জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ লতা সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার প্রমুখ।

লতা সরকার জানান, 'প্রায় ৩০০ মিটার ঢালাই রাস্তার জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলে গ্রামের মানুষেরা উপকৃত হবে।' উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ১৫ ফিন্যান্সের অর্থে এই কাজ হচ্ছে।

বিএসএফ-কে সতর্ক থাকার পরামর্শ সুকান্তর

বিধান ঘোষ

হিলি, ১ ডিসেম্বর : 'স্থলবন্দর পরিদর্শন করে বিএসএফের কাছ থেকে খবর নিয়েছি, ওপারের অবস্থা ভালো নয়। ভারত সরকার শুধুমাত্র মেডিকেল ভিসা দিচ্ছে। যে কারণে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ৫০০ জন যাত্রীর জায়গায় ১৫০ জন পারাপার করছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যে পরামর্শ বিএসএফকে দেওয়ার, সেটাই দেওয়া হয়েছে।' রবিবার হিলি স্থলবন্দর ঘুরে দেখার পর এমনই মন্তব্য করলেন উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। রবিবার সন্ধ্যায় হিলি স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন বালুরঘাটের সাংসদ। পরিদর্শনের সময় স্থলবন্দরে কর্তব্যরত বিএসএফ আধিকারিকদের থেকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর করেন। জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন তিনি।

> **সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা রাখতে হবে। কোনওমতেই যেন ভারতবিরোধী শক্তি দেশে প্রবেশ না করতে পারে।**
>
> **সুকান্ত মজুমদার, *প্রতিমন্ত্রী***

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সীমান্ত সমস্যা ও দুই দেশের সম্পর্কে অবনতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে সীমান্তে চলছে অনিশ্চয়তা। এহেন অবস্থায় সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য হিলি স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সন্ধ্যায় স্থলবন্দরে পৌঁছে সীমান্ত প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে বিএসএফ আধিকারিককে সতর্ক করেন উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। এরপরেই তিনি হিলির চোদ্দোহাত কালীর মেলায় পৌঁছান। সেখানে মন্দিরে পুজো দিয়ে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন বালুরঘাটের সাংসদ।

পরে এই প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে এপারের বাঙালিরা দুঃখিত। সেদেশে যেভাবে নির্যাতন চলছে, তা মানবতাবিরোধী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের উপর অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

বাল্যবিবাহ রোধে এককাট্টা গ্রামবাসী

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জের বটুন পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেলাইন গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে শনিবার সন্ধ্যায় একটি মোমবাতি মিছিল করেন স্থানীয়রা।

মিছিলে গ্রামের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। গ্রামের মানুষ আগামী বছরের মার্চের মধ্যে তেলাইন গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বাল্যবিবাহমুক্ত করার অঙ্গীকার নেন। এই উদ্যোগ সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আয়োজনে মধ্যরামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি এবং শক্তিবাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপস্থিত ছিলেন ভিক্টিম সাপোর্ট পার্সন দেবু সরকার এবং সিএসডব্লিউ চন্দনা সরকার। তাঁদের মতে, 'এই উদ্যোগ শুধু একটি সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা নয়, কিশোরীদের শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করার পথ প্রশস্ত করবে। এই কর্মসূচি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতার একটি কার্যকর মডেল হয়ে উঠতে পারে।'

বিবকক নেই, জলের অপচয়

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বসানো কলগুলি থেকে নাগাড়ে জল পড়ে। জল জমে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। অধিকাংশ কলে বিবকক না থাকায় কল থেকে জল পড়া বন্ধ করার উপায় নেই। কোনও কোনও জায়গায় জল নিয়মিত আসে না বলেও অভিযোগ উঠছে। জল আনতে ৩০০-৪০০ মিটার দূরে যেতে হয়।

কেশুরাইল, জন্তীহার, ঠাকুরপাড়ার মণি মুর্মু, সাবেদা বিবি, রহমত আলিদের অভিযোগ মাঝেমধ্যেই জল আসে না। এই সব কলে বিবকক নেই। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় বলেন, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে বারবার বলা হলেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। এভাবে জল নষ্ট হচ্ছে দেখে খারাপ লাগে। মাঝেমধ্যে কল ঠিক করা হলেও কে বা কারা তা নষ্ট করে দেয়, না হলে সেগুলি চুরি হয়ে যায়।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার মিঠুন দাস বলেন, 'আমরা ওই কলগুলো ঠিক করছি। কিছু বাকি থাকলেও সেগুলোও খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা হবে।'

রক্তদান শিবির

মানিকচক, ১ ডিসেম্বর : মানিকচক অঞ্চল যুব তৃণমূলের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির হল রামলাল স্মৃতি ডিএলএড কলেজ চত্বরে। ৩৮ জন রক্তদান করেন।

পূজাপাঠ নিয়ে আলোচনা

বুনিয়াদপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার বুনিয়াদপুর রাধাগোবিন্দ মন্দিরে আয়োজিত হল বুনিয়াদপুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। উপস্থিত ছিলেন মনোজ চট্টোপাধ্যায়, পলাশ তালুকদার, কানাইলাল মৈত্র, কাঞ্চন সমাজদার প্রমুখ।

সংগঠনের সম্পাদক পলাশ তালুকদার জানিয়েছেন, 'পুরোহিতদের একতাবদ্ধ করার লক্ষ্যেই এদিনের অধিবেশন। এদিনের সভায় বৈদিক রীতি মেনে শাস্ত্রীয় মতে পূজাপাঠ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রবীণদের সঙ্গে নতুন প্রজন্ম সেভাবে এই পেশায় আসতে চাইছেন না। নতুন প্রজন্মদের এই পেশায় আসার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নব্য প্রজন্মের পুরোহিতদের নিয়ে বৈদিক রীতি মেনে শাস্ত্রীয় মতে পূজাপাঠের জন্য আদ্যমধ্য (টোল) প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রবিবার রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি ভবনে প্রাক্তন সৈনিকদের বার্ষিক সম্মেলন হল। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি। ডুয়াল পেনশন, ভ্রাম্যমাণ ক্যান্টিন, রায়গঞ্জে সৈনিক ভবন নির্মাণ সহ ৯ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনিলকুমার সরকার বলেন, 'প্রতি বছর এই সম্মেলন হয়। এবছর ৩১তম সম্মেলন ছিল।'

ডাকরা কালীপুজোয় উপস্থিত বিধায়ক

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : প্রথা মেনে শনিবার ডাকরা গ্রামে হল কালীপুজো। পুজো ঘিরে গ্রামে মিলন উৎসব শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে কালীপুজো হয়ে আসছে।

কথিত রয়েছে, ডাকরায় একসময় খুব বন্যা হত। বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হত। যার ফলে এলাকায় দুঃখ দুর্দশা লেগেই ছিল। বন্যা থেকে রক্ষা পেতে ও শান্তির জন্য শুরু হয় কালীপুজো। সেই থেকে চলে আসছে পুজো। রবিবার দুপুরে গ্রামে এসেছিলেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমিত সরকার প্রমুখ। এদিন পুজো কমিটির তরফে দুঃস্থদের বস্ত্রবিতরণ করা হয়।

ডাকরা কালী। - মাজিদুর সরদার

পুজো কমিটির সম্পাদক প্রেমলাল সূত্রধর বলেন, 'শরৎকালে আমাদের গ্রামে দুর্গাপুজো ও কালীপুজো হয় না। এই সময় আমাদের গ্রামে বড় করে কালীপুজো হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। যা মিলন উৎসবের চেহারা নেয়।'

দেশের স্বার্থে বন্ধ কান্দাকান্দির মেলা

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : পদ্মাপারের সঙ্গে এখন শুধুমাত্র কাঁটাতারের ব্যবধান নয়। দূরত্ব বেড়েছে আরও অনেকটা। আর সেটা হল মানসিক দূরত্ব। তাই এবছর হেমতাবাদ সীমান্তের চৈনগর পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকায় কান্দাকান্দির মেলা বসবে না। মাইকিং করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এলাকায়।

এতদিন বছরের এই একটা দিনে মিশে যেত দুই বাংলার মানুষ। এবছর সেই মেলাই বসবে না। রূপক সরকার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'কদিন ধরেই দেখছি, ওপারে সংখ্যালঘুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। তাই প্রশাসন মেলা বন্ধের নোটিশ দিয়েছে।'

ঘটনায় খানিকটা আক্ষেপ জমেছে যতীন দাস নামে এক দোকানদারের মনে। তাঁর বক্তব্য, 'মেলা হলে ভালো বেচাকেনা হয়। এপার থেকে ফল, সবজি, জামাকাপড়, তেল, আটা ওপারে যায়। মেলা না হওয়ার ঘোষণায় বাড়তি রোজগারের সুযোগ হারালাম।'

উত্তর দিনাজপুরের একটা বড় অংশ ঘেঁষে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের সময় এই সীমারেখার অবস্থান ঠিক করেন দুই দেশের নেতৃত্ব। তখনই বহু মানুষ ও তাঁদের প্রিয়জনের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি হয়। কিন্তু নাড়ির টান তো রয়েছেই। প্রতি বছর নিয়ম করে দুপারে বসবাসকারী আত্মীয়রা ছুটে আসেন কাঁটাতারের বেড়ার পাশে। ওপারের আত্মীয়দের পরিচয় বাংলাদেশি। এপারের বাসিন্দাদের পরিচয় ভারতীয়। অথচ তাঁদের মধ্যে কী নিবিড় আত্মীয়তা!

চৈনগর পঞ্চায়েতের প্রধান ঊষারানি বর্মনের মন্তব্য, '৬ তারিখ বর্ডার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত।'

আদালতের দ্বারস্থ

আমেরিকায় প্রেমিকের কাছে যেতে হাইকোর্টের সায় সত্ত্বেও পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ। তাই সোমবার আবার আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন কলকাতার বেনিয়াপুকুরের তরুণী।

পুলিশকে আক্রমণ

অস্ত্র হাতে পুলিশকে তাড়া করলেন বাঁশদ্রোণীর এক স্টুডিও মালিকের ছেলে। আক্রান্ত হন এক কনস্টেবল ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

অভিযুক্ত সিভিক

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে অভিযুক্ত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে।

সম্প্রীতির নজির

নানুরে সম্প্রীতির নজির। হিন্দু তরুণের দেহ সৎকারে চাঁদা তুলে শেষকৃত্যের বন্দোবস্ত করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন। মৃতের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না।

সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের ডাকে দাম বাড়ার আশঙ্কা

হিমঘরে আলু রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোতে ফের রাশ টেনেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ আলু ব্যবসায়ীরা সোমবার রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এর ফলে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার হিমঘরে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা একমাস বৃদ্ধি করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবারই আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছরই ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হিমঘরে আলু রাখতে পারেন ব্যবসায়ীরা। এরপর আলু হিমঘর থেকে বের করে নিতে হয়। এবছরও আলু সংরক্ষণকারীদের রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর নোটিশ দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত হিমঘর থেকে আলু সরিয়ে নিতে হবে। এর ফলে খানিকটা সমস্যায় পড়েন সংরক্ষণকারীরা। কেননা, যে পরিমাণ আলু হিমঘরে মজুত আছে, তার তুলনায় বাজারের চাহিদা কম। তার অন্যতম কারণ, আলুর অস্বাভাবিক দাম। বেশি দাম দিয়ে আলু কেনা কমিয়ে দিয়েছেন নিম্নবিত্তের মানুষ। ফলে হিমঘরে আলু যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যাচ্ছে। আবার খোলা বাজারে আলুর দাম না কমায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে হিমঘরে প্রচুর পরিমাণ আলু এখনও মজুত রয়েছে। সরকার জানিয়েছিল, হিমঘরে ৩০ নভেম্বরের পর আলু রাখা যাবে না। তাতেই বিপদে পড়েন সংরক্ষণকারীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাকে খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে রাজ্য সরকার। ধর্মঘটের ফলে বাজারে জোগান কমবে। জোগান কমলেই আলুর দাম চড়চড় করে বাড়বে। গোটা পরিস্থিতি সামলাতেই হিমঘরে আলু মজুত রাখার মেয়াদ বাড়ানো হয়।

খাদ্য ভবন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে আলু সংরক্ষণকারীদের একমাসের ভাড়া দিতে হবে। উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য কুইন্টাল প্রতি ১৯ টাকা ১১ পয়সা ও দক্ষিণবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য কুইন্টাল প্রতি ১৮ টাকা ৬৬ পয়সা ভাড়া দিতে হবে। 'পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি'-র সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গতবছর রাজ্যে আলুর উৎপাদন ভালো হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ হিমঘরই আলু বোঝাই হয়েছিল। যে পরিমাণ আলু এখনও মজুত আছে তা ডিসেম্বরে শেষ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সমস্যা বেড়েছে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধের ফলে। হিমঘরে আলু রাখার সময় বাড়ানোয় খানিকটা লাভ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। ফলে আলুর দাম আরও বাড়বে।' তিনি আরও জানান, ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে না দিলে ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা। আলু নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশি হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। অবিলম্বে পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ করতে দিতে হবে।

টানাপোড়েন

- যে পরিমাণ আলু হিমঘরে মজুত আছে তার তুলনায় বাজারের চাহিদা কম
- বেশি দাম দিয়ে আলু কেনা কমিয়ে দিয়েছেন নিম্নবিত্তের মানুষ
- খোলাবাজারে দাম না কমায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন
- ফলে হিমঘরে প্রচুর পরিমাণ আলু এখনও মজুত
- সোমবারই আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী

ফাঁকা কলকাতা-ঢাকা বাসের টিকিট বুকিং কাউন্টার। রবিবার মারকুইস স্ট্রিটে। - পিটিআই

আজ পেট্রাপোল সীমান্তে জমায়েত

শুভেন্দুর সভায় যোগ দেবে না হিন্দু মঞ্চ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে বিজেপির সভায় যোগ দেবে না বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এই ব্যাপারে মঞ্চের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পেট্রাপোলের সভায় জাগরণ মঞ্চের কোনও নেতা বা কর্মকর্তাকে দেখা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সংগঠন।

বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত সীমান্ত এলাকায় বিজেপিকে বিক্ষোভ কর্মসূচি করার নির্দেশ দিয়েছে আরএসএস। সেই নির্দেশ মেনেই সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে বড় জমায়েত করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই এই কর্মসূচির অন্যতম মুখ। এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তরফে। বনগাঁ লোকসভা ও বিধানসভার দুটি আসনই বিজেপির। পাশের বাগদা বিধানসভাতেও জয়ী বিজেপি। যদিও, বাগদা থেকে বিজেপির টিকিটে জেতা বিশ্বজিৎ দাস এখন শিবির বদলে তৃণমূলে। বসিরহাট শহরেও এগিয়ে ছিল বিজেপি। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও সীমান্ত এলাকায় বরাবরই বিজেপির প্রভাব ছিল। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে সীমান্ত এলাকার বিধানসভাগুলিকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। পেট্রাপোলে দলের কর্মসূচিও সেই লক্ষ্যেই। স্বাভাবিকভাবেই সোমবার পেট্রাপোলের সমাবেশে বড় মাপের জমায়েত করাই লক্ষ্য বিজেপির। এই আবহে বাদ সেধেছে বাংলাদেশ ও গ্রেপ্তার হওয়া সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির দাবিতে রাজ্যজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অবস্থান নিয়ে। এদিন, মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের রাজ্য নেতা তাপস বারিক বলেন, 'সোমবার পেট্রাপোলের সভায় আমরা যাব না। দলের কোনও কার্যকর্তাও যাতে ওই সভায় না যান, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ পেট্রাপোলে সমাবেশ করবে। ওই সমাবেশে ৫০ হাজার জমায়েত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

> সোমবার পেট্রাপোলের সভায় আমরা যাব না। দলের কোনও কার্যকর্তাও যাতে ওই সভায় না যান, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ পেট্রাপোলে সমাবেশ করবে। ওই সমাবেশে ৫০ হাজার জমায়েত করাই আমাদের লক্ষ্য।
>
> **তাপস বারিক** *রাজ্য নেতা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ*

সাধারণভাবে, সংঘের প্রায় সব প্রকাশ্য কর্মসূচিতে বিজেপির নেতা, কর্মীদের দলীয় পতাকা ছাড়াই যোগ দিতে নির্দেশ দেয় দল। সম্প্রতি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অভিযানে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিন্ময় কৃষ্ণদাস ও বাংলাদেশ ইস্যুতে শুভেন্দুর মুখেও শোনা গিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি। অথচ, সোমবার সেই শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপির সমাবেশ নিয়ে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এই বিষয়ে মঞ্চের নেতা তাপস বারিকের দাবি, 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটি সামাজিক সংগঠন। হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। আমরা কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। আমাদের কর্মসূচিকে সমর্থন করলে তৃণমূলের নেতারাও আসতে পারেন। আমরা হিন্দু মাত্রেই সব রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে আহ্বান জানাই। কিন্তু, কোনওভাবেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।' দাবি এক হলেও তাই সোমবার বিজেপির কর্মসূচিতে তাঁরা যোগ দেবেন না। আগামী ১০ ও ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে ও রানি রাসমণিতে এই ইস্যুতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

এদিকে, কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংহতির মতে, বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটা ধান্দাবাজ সংগঠন। সংহতির অন্যতম নেতা শান্তনু সিংহ রায় বলেন, 'শুধু হইচই করলেই আন্দোলন হয় না। আমাদের আন্দোলনের চাপেই রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতালে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ হয়েছে।'

বিধায়কদের শপথগ্রহণে মুখোমুখি বোস-মমতা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এই প্রথম বিধানসভায় এসে শপথ দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়ককে সোমবার শপথবাক্য পাঠ করাবেন তিনি। সিতাই, মাদারিহাট, মেদিনীপুর, তালডাংরা, হাড়োয়া ও নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচনের সব কটিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। চূড়ান্ত সূচি অনুসারে এদিন বেলা সাড়ে বারোটায় বিধানসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। ওই সময় বিধানসভায় থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীরও। শপথ রাজভবনে না বিধানসভায়, তা নিয়ে টানাপোড়েনের শুরু মুখ্যমন্ত্রী সহ চার বিধায়কের শপথগ্রহণের সময় থেকে। রাজভবনের পরিবর্তে বিধানসভায় শপথ নেওয়ার জেদের কাছে হার মেনে তদানীন্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি তিন বিধায়ককে শপথ দিয়েছিলেন।

বর্তমান রাজ্যপালের আমলে সেই টানাপোড়েনের শুরু ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে জেতা তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথে। শেষমেশ, নির্মলকে নিয়ে রাজভবনে গিয়েছিলেন তদানীন্তন ডেপুটি চিফ হুইপ তাপস রায়। এরপর শপথ-তরজা চরমে ওঠে '২৪-এর লোকসভা ভোটের সঙ্গে হওয়া বরানগর ও ভগবানগোলার উপনির্বাচনে জেতা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরদারের শপথকে ঘিরে। রাজভবনের বদলে বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাছে শপথ নেওয়ার জেদ ধরে প্রায় ৪০ দিন বসে থাকার পর বিধানসভার অধিবেশনে অধ্যক্ষ তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁদের শপথ দেন।

দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ, রানাঘাট, বাগদা ও মানিকতলার উপনির্বাচনে জেতা ৪ তৃণমূল বিধায়ককেও একইভাবে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার। এসবের জেরে শপথকে ঘিরে রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে সংঘাত চরমে ওঠে। রাজ্যপালের দাবি মেনে রাজভবনে গিয়ে শপথ নেওয়ার বিষয়ে স্পিকারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, 'ওঁর উচিত বিধানসভায় এসে শপথ দেওয়া। তার জন্য রাজ্য সব ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।'

স্পিকারও বলেন, 'উনি যদি নিজে শপথ দিতে চান, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। উনি তো রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। বিধানসভায় এসে শপথ দিন।' এরই মধ্যে রাজভবনের মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। এই আবহে এবার উপনির্বাচনের শপথ নিয়ে জটের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু, ৬ বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজভবনে চিঠি পাঠানোর পরেই রাজ্যপাল জানিয়ে দেন, তিনি বিধানসভায় গিয়েই শপথ দিতে চান। ফলে, শপথকে ঘিরে জটের আশঙ্কায় আপাতত ছেদ পড়ে। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট তিন দফায় সময় পরিবর্তন করে সোমবার শপথের সময় চূড়ান্ত করেছে নবান্ন ও রাজভবন। শপথে যাতে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিবর্তন করতে হয়েছে। কারণ, এবার রাজ্যপালই চান মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শপথ হোক।

ব্রেইল মেনু কার্ড পেয়ে খুশি ওঁরা। রবিবার কলকাতার একটি ক্যাফেতে। ছবি : আবির চৌধুরী

ডিএমদের রিপোর্ট চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি আর্থিক বছরের তিনটি কোয়ার্টার শেষ হতে চলল। কিন্তু রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও করা যায়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই সোমবার বেলা দুটোয় বিধানসভা থেকেই প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়নি, তা নিয়ে তাঁদের কাছে রিপোর্ট তলব করা হবে। ওইদিন বিকেল চারটেয় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের ঘরে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক করবেন। তারই মাঝে জেলা শাসকদের সঙ্গে এই বৈঠক আছে মুখ্যমন্ত্রীর।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় রাজ্য সরকার। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নম্বরে ফোন করে যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদন করেছিলেন, ডিসেম্বর থেকে তাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২১ হাজার আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে ওই আবেদনকারীরা ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্পের টাকা পাবেন না। এছাড়াও স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ১২ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে রয়েছে। তাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হননি। গত সপ্তাহে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এই ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় যথেষ্ট অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। তাই বিধানসভা থেকেই এই ভার্চুয়াল বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উন্নয়নের বৈঠক

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন বালি ও পাথর খাদানগুলি পদ্ধতি মেনে নিলাম করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একমাস আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বালি ও পাথর খাদানগুলি নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। সেখানে অবৈধভাবে বালি তোলা চলছে। তার ফলে রাজ্য রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই নিয়ে বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে। সেখানে চেল, ঘিস, বালাসন, তিস্তা সহ একাধিক নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি ও পাথর তোলা হচ্ছে। গত সপ্তাহে মুখ্যসচিব এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও কেন খাদান নিলাম করার টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নের সামনে ধর্নার ডাক কর্মচারীদের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নবান্নের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিল 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা, বিভিন্ন সরকারি অফিসে শূন্যপদ পূরণ ও যোগ্য অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। রবিবার বিক্ষোভ অবস্থানের ৬৭৫তম দিনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তিনি জানান, গত বছর এই তিনদিন নবান্নের সামনে বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ অবস্থানে বসা হয়েছিল। এবারও তাই হবে। যতদিন না দাবি আদায় হবে, ততদিন লড়াই চলবে।

ভাস্করবাবু বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতার ফারাক ক্রমশ বাড়ছে। সরকারকে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও কোনও আমল দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে পথে নামা হয়েছে।' তিনি জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে শূন্যপদের সংখ্যা ৬ লক্ষেরও বেশি। সেই সমস্ত পদ পূরণের দাবিও জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার তাতেও আমল দেয়নি। ফলে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেআইনিভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্ত দাবি আদায়ের জন্যই তাঁরা লড়ছেন।

আরজি করের ঘটনা উল্লেখ করে ভাস্করবাবু বলেন, 'এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যজুড়ে সার্বিক নারী নির্যাতনের ছবি এই ঘটনা। আরজি করের ঘটনার পরেও নারী নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যে হয়েই চলেছে। সরকার কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারছে না।' তিনি জানান, নবান্নের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে পুলিশ অনুমতি না দিলেও তাঁরা অবস্থানে বসবেন। শুধু এই বছর নয়, প্রতি বছরই ওই স্থানে অবস্থান বিক্ষোভে তাঁরা শামিল হবেন। এতেও কাজ না হলে আগামী বছর ২৭ জানুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল যাবে।

বড়দিন ঘিরে আশায় ব্যবসায়ীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শারদোৎসব শেষ। কিন্তু বাঙালির মন থেকে উৎসবের আমেজ কাটেনি। সামনেই বড়দিন। সেই উপলক্ষ্যে নতুন করে মেতে উঠেছে তিলোত্তমা। ইতিমধ্যেই সাজতে শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট। বড়দিন মানেই সান্তাক্লজ, বেল, স্টার, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে ঘর সাজানো। এই সময়ে ঘোর সাহেবি কেতায় কেকের স্বাদ নিতে ভুলবে না বাঙালি। ক'দিন আগেই শারদোৎসবে বহু কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। এবার বড়দিনের পালা। ইতিমধ্যেই ক্রিসমাসের রকমারি পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে বড়বাজারের বিক্রেতাদের মধ্যেও। সোমবার থেকে আর শ্বাস নেওয়ার জো থাকবে না। খুচরো ব্যবসায়ীরা দলে দলে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পাইকারি দোকানে। নভেম্বর থেকেই বড় বড় বেকারিতে শুরু হয়ে গিয়েছে কেক বানানো।

বড়বাজারে ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার থেকেই ভিড় ক্রেতাদের। সারিসারি পসরা সাজিয়ে বসা দোকানগুলিতে চলছে দরদাম। তুমুল ব্যস্ততা। সান্তাক্লজের দাম জানাতে জানাতেই মহম্মদ শাহনওয়াজ বলেন, 'নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই এখানে বেচাকেনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবছর আশা করছি বাজার ভালোই যাবে। সোমবার থেকে আর খাওয়াদাওয়ারও সময় পাব না। দেখছেন না ছুটির দিনেও কেমন ভিড়।' তবে আগের বছরের তুলনায় এবছর দামের বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি বলেই জানালেন মহম্মদ উমর। বললেন, 'ক্রিসমাস ট্রি ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। স্নো টেনসিল ১৬০ টাকা থেকে শুরু। বেল, স্টার, বল ৩০, ৪০, ৫০ টাকার মধ্যে রয়েছে। তিন ফুটের সান্তাক্লজ এবার মার্কেটে বেশি চলছে। সেগুলির দাম ৯০০ টাকা। ছোট সান্তাও রয়েছে, ৩০ টাকা থেকে শুরু। সান্তাটুপি বিভিন্ন আকারের রয়েছে। ১১ টাকা থেকে শুরু। আগেও দাম এমনই ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে দাম একটু তো বাড়বেই।' অনলাইনের যুগে এখনও এসব জিনিস দোকান থেকে দেখেশুনে কিনতেই মানুষ বেশি পছন্দ করেন বলে বক্তব্য মহম্মদ আলির। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে যে ভ্যারাইটি থাকে, সেগুলি অনলাইনে পাওয়া মুশকিল। লাইটিং স্টার, রকমারি স্নো টেনসিল, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর রকমারি আইটেম অনলাইনে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ এখনও আমাদের থেকে কেনাই পছন্দ করেন।' চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও দীন মহম্মদ বলেন, 'আমাদের বাজার তো এই ক'টা দিনই। তারপর বড়দিন চলে গেলে এই সমস্ত জিনিস আর বিক্রি হবে না। পরের সপ্তাহ থেকেই পুরোদমে বাজার শুরু হয়ে যাবে।'

তবে এবছর বাড়তে চলেছে কেকের দাম। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ডিমের দাম প্রতি বছর বাড়ে। এছাড়া কেক তৈরির বিভিন্ন উপাদানের দামও বেড়েছে। তাই পাউন্ড প্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, '১৯ নভেম্বর থেকেই আমাদের কেক তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময় বেকারিতে কেকের চাহিদা তো যথেষ্ট থাকে। তবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেকারি শিল্প ধুঁকছে। বাইরে থেকে আমাদের কেক তৈরির জিনিস আনতে হয়, তাতেও খরচ বেড়েছে। ফলে কেকের দাম আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়বে।' তা সত্ত্বেও কেকপ্রিয় বাঙালির চাহিদা কমবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

বেলাশেষে। নলহাটির লোহাপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কংগ্রেসকেও সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বুথস্তর থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এখন থেকেই সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামছে প্রদেশ কংগ্রেস। বিশেষভাবে সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল থাকা স্থানগুলি চিহ্নিত করে ইস্যুভিত্তিক ঝাঁপিয়ে পড়বেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। দু'দিনের পর্যালোচনা বৈঠকে এমনই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসির পর্যবেক্ষক। পরবর্তী বিধানসভার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই সদস্য সংগ্রহ করে সংগঠনকে মজবুত করতে জেলায় জেলায় সফর করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক সফর চলাকালীন জেলায় জেলায় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত, জনসংযোগে নজর দেবেন শীর্ষ নেতারা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, জেলা সভাপতি, শাখা সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে এই টার্গেটই বেঁধে দিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর সহ বাকি পর্যবেক্ষকরা।

নেতিবাচক নির্বাচনি ফলাফলের পর শনিবার ও রবিবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ডাকেন এআইসিসির ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকরা। ওই আলোচনা থেকেই দলীয় নেতাদের পরবর্তী নির্বাচনের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। প্রথমেই সংগঠন শক্তিশালী করা, জনসংযোগ ও নীচুস্তরের কর্মীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, শাখা সভাপতি, জেলা সভাপতি সহ কার্যনির্বাহী সদস্যদেরও সদস্য সংগ্রহের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

ঢাকা থেকে ফিরে থানায় হামলার নালিশ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা সায়ন ঘোষ। ২৩ নভেম্বর ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। ২৬ তারিখ ফিরে আসার কথা ছিল। তাঁর অভিযোগ, ২৫ তারিখ তিনি যখন বন্ধুর সঙ্গে ঢাকা বাজারে ঘুরছিলেন, তখনই কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে। ভারতীয় হিন্দু পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই বাংলাদেশিরা। প্রকাশ্যে মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতেও কেউ বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুই তাঁকে বাঁচান। দুষ্কৃতীরা ইট দিয়ে আঘাত করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্থানীয় থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেও লাভ হয়নি। পুলিশ তাঁদের হাসপাতালে যেতে বলে। কিন্তু রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কয়েক ঘণ্টা বিভিন্ন হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করেও চিকিৎসা মেলেনি। শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। সায়নের অভিযোগ, তাঁর কাছে থাকা মোবাইল, টাকা-পয়সা সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে ওই বাংলাদেশিরা। প্রাণে বেঁচে ওই অবস্থাতেই গেদে সীমান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। বাড়ি ফিরে গেদে সীমান্তে শুল্ক অফিসে ও বেলঘরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সায়ন। সোমবার কলকাতাস্থিত বাংলাদেশের উপদূতাবাসে গিয়ে গোটা বিষয়টি তিনি জানাবেন। তাঁর বক্তব্য, প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারব ভাবতে পারিনি।

সোমবার, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা

কুর্সির টানাপোড়েন

মুখ্যমন্ত্রীর মসনদ নিয়ে দড়ি টানাটানিতে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল মহারাষ্ট্রে মহাযুতি জোটের জয়জয়কার। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছিল আতশবাজি ফাটানো এবং মিষ্টি বিলি। তারপর ৯ দিন অতিক্রান্ত। এখনও দেশবাসী জানে না, মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন? কবে হবে নতুন মন্ত্রীসভার শপথ? বিজেপি, সেনা (শিন্ডে), এনসিপি'র (অজিত পাওয়ার) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রাথমিক সেই উন্মাদনা উধাও। তিন শরিকের সব পার্টি অফিসে থমথমে ভাব। অনিশ্চয়তার দোলাচলে মহাযুতির আনন্দোৎসবের রং কিছুটা ফিকে হয়ে গিয়েছে।

অথচ মহারাষ্ট্রের সাফল্যে গোটা এনডিএ শিবির ছিল উজ্জীবিত। মুখরক্ষা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। কারণ, মাসকয়েক আগে লোকসভা ভোটের প্রচারে ঢাকঢোল পিটিয়ে চারশো আসন জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন তিনি। শেষে কেন্দ্রে সরকার গড়তে নীতীশ কুমার-চন্দ্রবাবু নাইডুর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল তাঁকে। সেই প্রেক্ষাপটে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র বিজেপিকে অক্সিজেন জুগিয়েছে।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। সংকটের সূত্রপাত ২৩ নভেম্বর ফল ঘোষণার পর। বরং বলা ভালো, সমস্যার শুরু ২০ নভেম্বর বুথফেরত সমীক্ষার পর। তখনই চর্চা শুরু, মুখ্যমন্ত্রিত্বের মসনদে কে বসবেন? বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নাকি সেনা'র (শিন্ডে) একনাথ শিন্ডে। দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয় তিন শরিকের। ২৩-এর সকাল থেকে ব্যস্ততা বেড়ে যায় দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারদের।

২৪ তারিখ শিন্ডে মন্ত্রীসভার এক শীর্ষস্থানীয় সদস্য জানান, পরের দিনই নয়া মন্ত্রীসভার শপথ হতে পারে। কিন্তু দিনভর বৈঠক চলতে থাকে। কখনও দিল্লিতে, কখনও নাগপুরে, কখনও মুম্বইয়ে। কোথায় শপথ? আলোচনা আর শেষ হয় না। বিভিন্ন বৈঠকে শিন্ডে নাকি বারবার বিহার মডেলের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর প্রশ্ন, বিহারে যদি কম আসন পেয়েও নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে মহারাষ্ট্রে নয় কেন?

অন্যদিকে, বিজেপি দেবেন্দ্রর ত্যাগস্বীকারের প্রসঙ্গ তোলে। দু-দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ এনডিএ-র স্বার্থে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে খুশি ছিলেন এতদিন। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে দড়ি টানাটানির সাক্ষী এখন দেশবাসী। বিজেপির 'চাণক্য' অমিত শা, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা মহারাষ্ট্রের ওই তিন নেতাকে নিয়ে বহুবার আলোচনায় বসেন। শিন্ডেকে বাগে আনতে খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

শেষপর্যন্ত শিন্ডে জানিয়েছেন বটে যে, তিনি বিজেপি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তৈরি। খবর ছড়িয়েছে দেবেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী করে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি দপ্তর সহ উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে আপত্তি নেই শিন্ডে এবং অজিতের। যদিও শপথের তারিখ ২ ডিসেম্বর ঠিক হওয়ার পর আবার পরিস্থিতি বদলে যায়। সম্ভবত স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের পদ ঘিরে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়। শিন্ডে নাকি স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজেপিকে ছাড়তে নারাজ। ফলে ফের তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে পরিস্থিতি।

শিন্ডে আপাতত সাতারায় নিজের গ্রামে সময় কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদে আরও একটি নাম উঠে এসেছে- কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলীধর মহল। শোনা যাচ্ছে, ৫ ডিসেম্বর শপথ হতে পারে। এই নিয়ে তিনটি তারিখ শোনা গেল। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। বিজেপি সহ এনডিএ নেতারা কথায় কথায় অন্যান্য দলকে ক্ষমতালোভী বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাঁরা নিজেরা কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন? আসলে মানুষের সেবা নয়, ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের যে একমাত্র লক্ষ্য, মহারাষ্ট্রের কুর্সি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

উত্তর-নারী : শ্রম ও সহ্যের এক বয়ান

বাংলার সমতল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের জীবনযাপন, কাজের ধরনে সুস্পষ্ট একটা তফাত দেখা যায় সব সময়।

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

সারাদিন পাহাড়ি পথে আঁকেবাঁকে ঘুরে মেঘরোদ্দুর কুয়াশাবৃষ্টিতে ভিজে দুপুর দুপুর যখন রামধুরার ছোট্ট হোমস্টেতে গিয়ে উঠলাম, একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাল হোমস্টের মালকিন ললিতা বইন। বছর তিরিশের হাসিখুশি প্রাণবন্ত ললিতা আপত্তির তোয়াক্কা না করে হাত থেকে জিনিসপত্র প্রায় ছিনতাই করে তরতরিয়ে উঠে গেল বাঁকানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমাদের নির্ধারিত ঘরে। চালকভাইকে বুঝিয়ে দিল গাড়ি রাখার জায়গা। ঝটপট এনে দিল মিনারেল ওয়াটারের বোতল। দুপুরের খাবারে সাজিয়ে দিল গরম ভাত, বরবটি দিয়ে ঢেঁকিশাক ভাজা, ডাল, স্যালাড, দেশি মুরগির ঝোল।

তখনও পর্যন্ত বাড়িতে কোনও পুরুষ চোখে পড়েনি। শুনলাম তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে এই হোমস্টে চালালেও পেশায় গাড়িচালক স্বামীটি বেরিয়ে গিয়েছে সেই ভোরবেলা। কালিম্পং শহরে এক আবাসিক স্কুলে তার ছেলেটি পড়ে। ঘরে বছর তেরোর নিষ্পাপ হাসির লম্বা বিনুনি চাইনিজ কাট চুলের এক কিশোরী। বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চা সে। আর আছে এক বিরাট কুকুর।

একা হাতে অতিথি আপ্যায়ন বাজার, দোকান ভারী জিনিস টেনে তোলা, কাঠ কাটা, রান্নাবান্না, জল নিয়ে আসা সমস্তই ললিতা করে থাকে। সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফায়ারিংয়ের জন্য কাঠ কাটতেও তাকেই দেখলাম। বিকেলের কফি স্ন্যাকস, কাবাব ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা রাত আটটা পর্যন্ত মেয়েটি একা হাতে সামলাল। রাতে খেতে বসে যখন সে ছোট্ট কিচেন কাম ডাইনিং রুমটিতে রুটি বেলছিল, তাকে বললাম আমি কোনও হেল্প করে দেব কি না। প্রথমে বিস্ময় তারপর খিলখিল হাসি। ভাঙা হিন্দিতে তার বক্তব্য ছিল সে একাই সব পারে, ছোট থেকে তাকে করতেও হয়েছে। আর ঘরের মানুষটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল পরদিন সকালে। অত্যন্ত ভদ্র তরুণটি গাড়ি নিয়ে ভাড়া খেটে ফিরেছিল অনেক রাতে।

এই অবধি পড়ে উত্তরের বিভিন্ন হোমস্টেতে যাঁরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের কিঞ্চিৎ বিরক্তি উদ্বেগ হচ্ছে বুঝতে পারছি। কারণ এ দৃশ্য অতি চেনা নতুন করে বলার মতো কিছু নয়। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলের হোমস্টে বা খাবারের দোকানগুলিতে মূলত মেয়েদেরই একচেটিয়া শ্রমের গল্প। আর পাহাড় সহ তরাই-ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা বাগানভিত্তিক নারী শ্রমিকের জীবনযাপনের কঠোর বাস্তব, এক অন্য জীবন।

তথাকথিত 'উত্তরবঙ্গের' পাহাড় জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের মেয়েদের নানাভাবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হওয়ার জন্য কিছুটা জানি ঠিক কী কী বিষয় নিয়ে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ভূখণ্ডের মেয়েদের তুলনায় অন্যরকম সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করে চলেন। সমতল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের জীবনযাপন, কাজের ধরন প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা তফাত দেখা যায়।

উত্তরের মেয়েদের জীবনযাপন শ্রম বেঁচে থাকার লড়াই এই বিষয়গুলি নিয়ে যখন লেখার কথা বলা হয়, তখন এই প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে যেতে পারি না। চাকরি সূত্রে অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে গত প্রায় আড়াই দশকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। সেই মেয়েরা আবার সমাজের নানাভাবে প্রান্তিক এবং অপর শ্রেণিভুক্ত মেয়েরা। তাদের জীবনের অকল্পনীয় সমস্যা প্রতিবাদ বিদ্রোহ আপস-আপসহীনতা অত্যাচার সহ্য করতে করতে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া আবার সেই ধুলো থেকে নিজেদের নতুন প্রতিমা বানিয়ে তোলা, সবই দেখে চলেছি।

- সূত্রধর

তবে এই সমস্যাগুলো কোনও অঞ্চলভিত্তিক নয়, বরং সার্বিকভাবেই সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত মেয়েদের জন্য সত্যি আর তাই-ই একে শুধুমাত্র উত্তরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্যা বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নই। স্কুল গোয়িং মেয়েদের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং সেই প্রকল্পকে ফাঁকি দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নানাভাবে সুযোগসুবিধা আদায়কারী অভিভাবকদের অসহায়তা এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেপরোয়া মনোভাব বিদ্যালয় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়। জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক স্তরে সংবাদমাধ্যমে শোরগোল পড়ে। কিন্তু মেয়েরা যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই রয়ে যায়।

তিমির বিনাশের গান তাদের কানের কাছে অহরহ বাজিয়ে গেলেও ক্ষমতা বা সাধ্য হয় না অভিভাবকদের কান বা মাথা পর্যন্ত সে গানের সুর পৌঁছে দেওয়ার। বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি উদ্যোগে নিয়মিত নানান ধরনের ওয়ার্কশপ হয়। শিশুকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় মাস দুয়েক আগে তেমনি একটি আলোচনা সভায় উঠে এসেছিল মারাত্মক কিছু তথ্য। জলপাইগুড়ি জেলায় মেয়ে পাচার বিষয়ক ঘটনা। কাজের লোভ দেখিয়ে বিয়ের লোভ দেখিয়ে অন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে চা বাগান এলাকাগুলি থেকে প্রতিদিন পাচার করে দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য মেয়ে।

শিক্ষা মানচিত্রে একদম শেষ দিকে থাকা জলপাইগুড়ি জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল চা বাগান অধ্যুষিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে বিদ্যালয়ে মেয়েদের শুধু নাম লিখিয়ে রাখা হয় অনুদান পাওয়ার লোভে। আর রঙিন ঝকঝকে জীবনের হাতছানিতে নতুন প্রজন্মের বিপথগামী কিশোরীদের খোঁজ বিদ্যালয়ে যখন এসে পৌঁছায় অথবা পৌঁছায়ই না, ততদিনে তারা হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। পাচারচক্রের শিকার একটা বিরাট পরিমাণ অংশ সদ্য কিশোরীরা। আর উত্তরের একটা বড় অংশে এই চক্র ক্রিয়াশীল। সচেতনতামূলক প্রচার ও প্রসারের ত্রুটি নেই। অথচ ঘটনা ঘটে চলারও বিরাম নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চা বাগান অধ্যুষিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে বিদ্যালয়ে মেয়েদের শুধু নাম লিখিয়ে রাখা হয় অনুদান পাওয়ার লোভে। আর রঙিন ঝকঝকে জীবনের হাতছানিতে নতুন প্রজন্মের বিপথগামী কিশোরীদের খোঁজ বিদ্যালয়ে যখন এসে পৌঁছায় অথবা পৌঁছায়ই না, ততদিনে তারা হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। পাচারচক্রের শিকার বিরাট পরিমাণ অংশ সদ্য কিশোরীরা।

যে কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম সেখানে ফেরা যাক। ললিতার কাছে শুনেছিলাম ওর পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েই চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। প্রাথমিকভাবে স্কুলে ভর্তি হলেও পড়া শেষ না করে হয় বিয়ের পরের গৃহশ্রম অথবা অন্যত্র শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হয়।

পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম ও তার ফলাফল বিষয়ে যাঁরা মাঠে নেমে কাজ করছেন, তেমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল শারীরিক গঠনের জন্যই, যেমন কিঞ্চিৎ খর্বাকার ও শরীরের নিম্নাঙ্গ ভারী হওয়ার কারণে পাহাড়ি এলাকায় প্রতিদিন মাল টেনে তোলা বা অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রমের ফলে এই শ্রমিক মেয়েরা মারাত্মক হাড়ের রোগ, ফুসফুসের ব্যাধি ও স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন খুব কম বয়সেই। এছাড়া রক্তাল্পতা, হাইপারটেনশন ইত্যাদি তো আছেই। অল্পবয়সে মাতৃত্বের মতো ঘটনাও এই অঞ্চলে অগণন।

পার্বত্য বা সমতলে যে বিরাট অঞ্চলের মেয়েরা চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তাঁদের শারীরিক সামাজিক অর্থনৈতিক বা পারিবারিক সমস্যাগুলো অন্যান্য অঞ্চলের থেকে অনেকখানি আলাদা। ঘরে-বাইরে নানাভাবে শ্রমদানে ব্যস্ত ও অভ্যস্ত মেয়েদের মধ্যে ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতাটুকু রক্ষার সুযোগ বা সুবিধে অপ্রতুল বললেও কম বলা হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েরা রজস্রাবের সময় গাছের পাতা বাকল ইত্যাদি ব্যবহারেও বাধ্য হয়। চা বাগান থেকে সরবরাহ করা ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরে শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে নেশার দ্বারস্থ হয়। কীটনাশক ব্যবহারের কুফলগুলি তো উপরি হিসেবে আছেই। ফলশ্রুতি নানাবিধ কঠিন নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি।

জঙ্গল ভ্রমণে মগ্ন পর্যটকের ক্যামেরায় কাঠকুড়োনি যে মেয়ের ছবি বাহবা পায়, সেই মেয়েটি হয়তো সারাদিন লকড়ি কুড়িয়ে ঘরে ফিরে রান্না সেরে বাচ্চার মুখে ভাত জুটিয়ে মাতাল স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে আবার পরদিনের অন্নসংস্থানের চিন্তা মাথায় সারারাত পার করছে। উত্তরের বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রকৃতি আর মাটির মতোই উত্তরের সাধারণ খেটেখাওয়া মেয়েরাও আসলে একটু বেশি সহনশীল উপেক্ষিত আর ব্যবহৃতও বটে, আর তাই-ই কোণঠাসা। শহুরে পর্যটকের রম্য ভ্রমণকাহিনীতে তাদের সামান্য জায়গা মাঝেমধ্যে হলেও তাদের উন্নতির কথা ভাবতে বৃহত্তর সমাজের ভারী বয়েই গেছে!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৯১

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট লেখক বিমল মিত্র।

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মেছিলেন অভিনেতা সন্তোষ দত্ত।

আলোচিত

জনসংখ্যা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কোনও জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১-এর নীচে নামলে সেই সমাজের অবলুপ্তি হবে। তাই প্রত্যেক পরিবারের উচিত, দুইয়ের বেশি অর্থাৎ কমপক্ষে তিনটি করে সন্তান নেওয়া।

-মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের প্রভাবে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মুম্বই থেকে চেন্নাই যাচ্ছিল ইন্ডিগোর ফ্লাইট। খারাপ আবহাওয়ায় দ্রাবিড়ভূমের আকাশে কিছুক্ষণ চক্কর খাওয়া বিমানটিকে অবতরণের চেষ্টা করেন পাইলট। কিন্তু শেষমুহূর্তে রানওয়ে ঘেঁষে বিমানটি আবার উড়ে যায়। টলমল বিমানের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

অবসর পেলেই অনলাইন গেম খেলেন অনেকে। তা বলে বিয়ের আসরে? মণ্ডপে বিয়ের পিঁড়িতে টোপর মাথায় বসে বর। পাশে হবু শ্বশুরমশাই ও পুরোহিত। সবাই কনের অপেক্ষায়। সেই সময় বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইলে লুডো খেলায় মগ্ন বর।

জনমন জনমত

কুকুরদের খাওয়ানোর নয়া নিয়মে আপত্তি

সম্প্রতি সব শহরের পথকুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করেছে। এতে আমার কিছু আপত্তি রয়েছে।

কারণ, যাঁরা নিজের উপার্জিত টাকায় পথকুকুরদের খাবার বিলি করেন তাঁদের পক্ষে ভোর পাঁচটার সময় রান্না করে কুকুরকে খাওয়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কোনও খাবার না পেয়ে প্রাণীগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া খাবার দেওয়ার জায়গা দূরে দূরে হওয়াতে ফিডারদের খুব অসুবিধা হবে। তাছাড়া, এক এলাকার পথকুকুর কখনও অন্য এলাকায় যায় না। ফলে বেশিরভাগ কুকুরই সারাদিন অভুক্ত থাকবে। অভুক্ত থাকার ফলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং মানুষ ও কুকুরের সংঘাত বাড়বে।

তাই পথকুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়ে উল্লেখিত এসওপি পুনর্বিচার করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

বাজারে আগুন শাকসবজি, খাব কী

শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের অসম্ভব দাম। কেউ কি দেখার নেই? যাঁরা দিন আনেন, দিন খান, তাঁদের একরকম না খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে। বর্তমান সমাজে মানুষের বেঁচে থাকাই যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজারে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি আমদানি হলেও কেন এত দাম? বেশি মূল্যবৃদ্ধির ফলে মিড-ডে মিলও দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একটা ডিমের দাম সাত টাকা। অন্যান্য পুষ্টিকর খাবর তো ধরাই যায় না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি, বাজারটা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করুন। বিশেষ করে মিড-ডে মিলে কিছু বেশি অর্থবরাদ্দ করে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হোক।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

কেউ বোঝে না, ওর কিন্তু অসুখই হয়েছে

যে দেশে মানসিক রোগগুলোকে রোগ হিসাবে মান্যতাই দেওয়া হয় না, সেই সমাজে ওই বাচ্চাটা কার কাছে গিয়ে কাঁদবে বলুন তো?

জয়দেব সাহা

একটা গল্প শুনবে? একটা বাচ্চা ছেলের গল্প? ও না খুব কাঁদছে। কিন্তু কেন কাঁদছে? সে অনেক গল্প আছে হয়তো, অথবা কোনও গল্পই নেই। মন খারাপের একটা ঠিকানা থাকে, কখনও আবার কোনও কারণ ছাড়াও উপস্থিতি থাকে, খোলা আকাশে মধ্যিখানে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেও কখনও বা মন কেমনগুলো আস্তানা বাঁধতে পারে।

কেউ কি শুনবে একটা ষোলো বছরের বাচ্চার মন কেমনের গল্প? না ওর প্রেম ভাঙেনি, পরীক্ষায় ফেল করেনি। কিন্তু ওর মন খারাপ করে, কখনও আবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় চিরতরে। ওর জ্বর হয়নি, সর্দিকাশিও নয়। পেটের গোলযোগ নেই। ওর শুধু মন খারাপ করে। তাহলে নিশ্চয়ই ওকে কোনও ওষুধ দিতে হবে না? ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ারও সেরকম কোনও প্রয়োজন নেই বোধহয়? তাই না? এই ষোলো বছরের বাচ্চাটা একদিন ছাব্বিশে পৌঁছোবে। মন কেমনের একটা দীর্ঘ অধ্যায় ওকে পেরোতে হবে, একা।

প্রশ্নটা কিন্তু এখান থেকেই শুরু, আবার এখানে এসেই শেষ। হ্যাঁ, মাঝখানে বলার জন্য আর কোনও গল্প নেই, আছে শুধু একটা একাকিত্বের কবিতা, অথবা একলা চলার সুর।

কোনও এক শীতে, সন্ধে ঘনিয়ে এলে, হালকা কুয়াশা ওকে কাঁদতে বলে। কিন্তু কেন বলে? ও জানে না, শুধু বাগানের অন্ধকার বেঞ্চে বসে কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একটা অধ্যায়ের শেষের অপেক্ষায় আরেকটা দিন কাটিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ওর অসুখ হয়েছে, জ্বর নয়, সর্দি নয়, তবু ওর অসুখ হয়েছে।

কেউ বুঝতে পারছে না হয়তো, কখনও বা সে নিজেও বুঝতে পারছে না, তবু সত্যি, ওর অসুখ হয়েছে। ওষুধ চাই। ডাক্তার চাই।

কিন্তু কে দেবে? যে দেশে মানসিক রোগগুলোকে রোগ হিসাবে মান্যতাই দেওয়া হয় না, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে ওই বাচ্চা ছেলেটা কার কাছে গিয়ে কাঁদবে বলুন তো?

মানসিক রোগের অনেক ভাগ আছে, যেমন শারীরিক রোগগুলোর হয়। এগুলোর মধ্যে কারও যদি বাইপোলারের মতো সমস্যা থেকে থাকে, আর একটা গোটা কৈশোর পেরিয়ে তরুণ বা তরুণী হয়ে উঠতে হয় এই রোগকে সামলে নিয়ে, একা, শুধুই একা? বাঁচার লড়াইগুলো না এদের জন্য সহজ হয় না, তবু কেউ কেউ বেঁচে যায়, বাঁচতে হবে বলেই হয়তো বেঁচে যায় ওরা। রোদ্দুর, অন্ধকার আর গভীর রাতের একগুচ্ছ তারামাখা গল্পগুলো নিয়ে ওরা বেঁচে যায়।

হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমাদের দেশে সাইকিয়াট্রি ট্রিটমেন্ট অনেকটা উন্নত হয়েছে। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। উন্নত পরিষেবা থাকলেই কি সবাই সেখানে পৌঁছাতে পারছে, এমনকি সবাই কি এটা আদপেও জানে যে তাদের রোগ হচ্ছে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে? মুখের হাসির পেছনের এক অফুরন্ত কান্নাকে একটা সমাজ কখনোই খুঁজে দেখবে না। কিন্তু কেন? রক্তের প্রয়োজন হলে যেমন ব্লাড ব্যাংক আছে, তেমনই মানসিক অসুখগুলোর জন্যও অনেক চিকিৎসা আছে। ওই ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাতে হলে, এবার অন্তত একটা সমাজ শিরদাঁড়া সোজা করে বলুক- হ্যাঁ, মানসিক অসুখটা আরও ভয়াবহ। এই সমাজ এবার অন্তত ওই ছেলেমেয়েগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াক, একটা আগামীর জন্য। আগামীকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে।

(লেখক পাটনার আইআইটি পড়ুয়া। মালদার সামসীর বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ঘাম বা মায়া ৪। উসকে দেওয়া ৫। একটি বাংলা মাসের নাম ৭। ডাঁটের বা লম্বা লম্বা কথা ৮। নোংরা আচরণ ৯। যাকে নিয়ে 'হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন' কবিতা লেখা হয়েছে ১১। খুব কম গতির প্রাণী ১৩। একটি ধাতুর নাম ১৪। যা জ্ঞাপন করে ১৫। হোঁচট লাগা বা পাল্লা দেওয়া।

উপর–নীচ : ১। টাকা ধার নিয়ে যে বাড়তি অর্থ দিতে হয় ২। অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ৩। দোটানা মনোভাব ৬। কাঁচা বাড়ি তৈরির কাজ করেন ৯। এই রংয়ে নীল মেশালে সবুজ মেলে ১০। ছোট থেকে আরও বড় রাজা হওয়ার যজ্ঞ ১১। হাটের পথে বংশীবদন যা চালায় ১২। কোন বিষয়ে গোঁড়া মনোভাব।

সমাধান ■ ৪০০১

পাশাপাশি : ১। বদনাম ৩। বাগীশ ৫। দানসাগর ৭। দরাজ ৯। বড়বা ১১। নবনবতি ১৪। ইন্ধন ১৫। কম্বুবর।

উপর–নীচ : ১। বনিয়াদ ২। মলিদা ৩। বাতাসা ৪। শবর ৬। গরুড় ৮। রাজীব ১০। বামেতর ১১। নন্দাই ১২। নন্দন ১৩। তিলেক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে জমায়েত। ছবিটি পোস্ট করেছেন তসলিমা নাসরিন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইউনূস সরকারের শ্বেতপত্র

হাসিনা আমলে পাচার অর্থরাশি

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : হত্যা, গুম সহ একাধিক মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আগেই উঠেছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। এবার তাঁর আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হওয়ার অভিযোগ তুলল অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের অর্থনীতি খতিয়ে দেখতে অন্তর্বর্তী সরকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছিল, তার চূড়ান্ত রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তিন মাসের তদন্ত শেষে কমিটি রবিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শেখ হাসিনার আমলে দুর্নীতি, লুঠ এবং ভয়াবহ আর্থিক কারচুপির যে ছবি ওই প্রতিবেদনে পাওয়া গিয়েছে, তা যথেষ্ট আতঙ্কিত হওয়ার মতো বলে কমিটি দাবি করেছে। হাসিনাকে নিশানা করে ইউনূস এদিন বলেন, 'আমাদের গরিব মানুষের রক্ত জল করা টাকা যেভাবে লুঠ করা হয়েছে তা অত্যন্ত আতঙ্কের। দুঃখের বিষয় হল, তারা প্রকাশ্যে এই লুটপাট চালিয়েছে। তার মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে পারেনি কেউ। স্বৈরাচারী শাসকের আমল এতটাই ভয়ের ছিল যেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলিও এই লুটপাটের ঘটনায় অনেকাংশে নীরব ছিল।' শ্বেতপত্রকে ঐতিহাসিক দলিল বলে আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'জুলাই-অগাস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর অর্থনীতিকে যে ভঙ্গুর দশায় আমরা পেয়েছি, তা-ই এই রিপোর্টে উঠে এসেছে। গোটা জাতি এর থেকে উপকৃত হবে।'

শ্বেতপত্রকে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করার পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়ানো উচিত বলেও মতপ্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা যতটা ভেবেছিলাম, সমস্যাটি তার চেয়েও গভীর। কীভাবে এদেশে অলিগার্কদের জন্ম দেওয়া হয়েছে, তারা নীতি প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেইসব উঠে এসেছে শ্বেতপত্রে।' ২৯টি প্রকল্প বাছাই করে তার মধ্যে ৭টি বড় প্রকল্প পরীক্ষা করেছেন।

খালেদার ছেলের সাজা মকুব কোর্টে

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : ২১ অগাস্ট, ২০০৪। ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামি লিগের দপ্তরের সামনে এক জনসভায় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন হাসিনা। তবে আওয়ামি লিগের ২৪ জন নেতা-কর্মী প্রাণ হারান। আহত হয়েছিলেন ৩০০-র বেশি মানুষ। সেই ঘটনায় দোষীদের মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন শাস্তি দিয়েছিল আদালত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, প্রাক্তন মন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সলাম পিন্টু প্রমুখ। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

যাবজ্জীবন হয় খালেদা জিয়ার পুত্র তারেকের। পালাবদলের বাংলাদেশে দোষীদের সবার সাজা মকুব হয়ে গিয়েছে। রবিবার শেখ হাসিনাকে খুনের চেষ্টা সংক্রান্ত অভিযোগপত্রটিকেই 'অবৈধ' ও 'বাতিল' ঘোষণা করেছে সেদেশের হাইকোর্ট। হিন্দুদের ওপর আক্রমণে নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ। তারই মাঝে হাসিনার ওপর হামলার ঘটনায় এদিন দোষীদের মকুব করল আদালত।

এদিন বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং বিচারপতি সৈয়দ এনায়ত হোসেনের বেঞ্চ জানিয়েছে, শেখ হাসিনাকে খুনের ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ৪৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়। সকলের আপিল মঞ্জুর করছে হাইকোর্ট। আবেদন খতিয়ে দেখে দোষীদের সাজা মকুব করা হচ্ছে।

আদালতের রায় ঘোষণার পর খুশির হাওয়া বিএনপিতে। দলের নেতা কায়সার কামাল বলেন, 'তারেক রহমান ন্যায়বিচার পেয়েছেন। প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারেক রহমানকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি আজ বেকসুর খালাস পেয়েছেন।' লন্ডন থেকে জারি করা বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'প্রমাণ হল, আওয়ামি ফ্যাসিবাদী সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মামলাটিতে তারেককে অভিযুক্ত করেছিল।'

আসাদের পাশে মস্কো, রুশ হানায় হত ৩ শতাধিক

দামাস্কাস, ১ ডিসেম্বর : সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পোতে ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরি অল-শাম ঢুকে পড়েছে। তাদের নেতৃত্বে এক বড় ধরনের হামলায় ডজন খানেক সেনা নিহত হয়েছেন। কিন্তু রাশিয়ার দাবি, শনিবার তারাই বিমানহানা চালিয়ে তিন শতাধিক বিদ্রোহীকে খতম করেছে। রাশিয়া বরাবরই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে। অন্যদিকে তাহরি অল-শামকে জঙ্গিগোষ্ঠী হিসেবেই দেখে আমেরিকা, রাশিয়া ও তুরস্ক।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে সহায়তা দিতে বিদ্রোহীদের ওপর তারাই বিমানহানা চালিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে সিরিয়ায়। গৃহযুদ্ধে উন্নয়ন থমকে গিয়েছে সিরিয়া। প্রায় নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। শনিবারের হামলা সেই স্থবিরতায় আঘাত দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এনএসসি)।

শিন্ডে-পুত্রকে নিয়ে জল্পনা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তিনি পাচ্ছেন না ধরে নিয়ে এবার ছেলেকেই তুরুপের তাস করলেন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জোর জল্পনা চলছে, নতুন মহায্যুতি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডে।

কল্যাণ লোকসভা কেন্দ্রের দু-বারের সাংসদকে এর আগে কেন্দ্রে মন্ত্রী করার কথাও চলছিল। কিন্তু বিজেপি দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী করার ব্যাপারে একপ্রকার অনড় থাকায় শেষমেশ ছেলেকে রাজ্য রাজনীতিতে আনতে চাইছেন শিন্ডে। তার বদলে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পারেন। সোমবার মহায্যুতির একটি বৈঠক রয়েছে।

বেনজির সিদ্ধান্ত বেলজিয়ামের

যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, পেনশন

ব্রাসেলস, ১ ডিসেম্বর : পেনশন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি... আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতোই বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন যৌনকর্মীরা। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল বেলজিয়াম সরকার। বিভিন্ন দেশের রেডলাইট এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি বহু দিনের। সরকারি-বেসরকারি পেশাজীবীদের মতো যৌনকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাবও নতুন নয়। কিন্তু এতদিন কোনও দেশে সেইসব দাবি মান্যতা পায়নি। সেই নিরিখে বেলজিয়াম সরকারের পদক্ষেপ যুগান্তকারী বলে মনে করছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

বেলজিয়ামে যৌনকর্মীরা সরকারি প্রকল্পের আওতায় আসার পর অন্যান্য দেশেও আদিম পেশাটি সামাজিক ও সরকারি স্তরে মান্যতা পাবে বলে আশাবাদী তাঁরা। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, যৌনকর্মীদের নাম নথিভূক্ত করার পর তাঁদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা সহ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা নিতে পারবেন। পাবেন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তাও। শরীর খারাপ হলে নিতে পারবেন 'সিক লিভ'। অবসরের পর পেনশন পাবেন তাঁরা। যৌনকর্মীদের জন্য থাকবে 'প্যানিক বাটন'-এর ব্যবস্থা। গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে ওই বোতাম টিপে পুলিশের কাছে সাহায্য চাইতে পারবেন যৌনকর্মীরা। এমনকি গ্রাহককে 'না' বলার অধিকার থাকবে তাঁদের।

সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের সংগঠন ইউনিয়ন অফ সেক্স ওয়ার্কার্স। সংগঠনের সভাপতি ভিক্টোরিয়া বলেন, 'আপনার কাজের আইনি স্বীকৃতি না থাকলে কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না। এই আইন আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।'

এখন বাংলাদেশ

হাসিনার মিত্রদের সম্পত্তির হদিস

শেখ হাসিনার সহযোগীদের বিপুল সম্পত্তি রয়েছে ব্রিটেনে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তাঁরা কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি কিনতে ব্যয় করেছেন। ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছেন পূর্বতন হাসিনা সরকারের দুই মন্ত্রী। আছেন বহু প্রভাবশালী, ধনী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে অবজারভার অনুসন্ধান চালিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা বাংলাদেশি প্রভাবশালীদের ব্রিটেনে আবাসন খাতে ৪০ কোটি পাউন্ড বা ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগের তথ্য পেয়েছে। শনিবার খবরটি বেরিয়েছে 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ।

.....

গ্রেপ্তার নেত্রী

প্রাক্তন সাংসদ তথা আওয়ামি লিগের প্রবীণ নেত্রী সাফিয়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শেখ হাসিনার দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর একটি গুলি চালনার ঘটনায় আকরম খান রাব্বি নামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই খুনে ৭০ বছর বয়সি সাফিয়া খাতুনের যোগ থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

.....

হামলায় ক্ষোভ

বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে কৃষকদের সভায় হামলার বিরুদ্ধে সরব হলেন বিশিষ্টদের একাংশ। কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা, সার্কেল এসপি ও রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অপসারণ দাবি করেছেন তাঁরা। বিশিষ্টদের অভিযোগের তির জামাত নেতা-কর্মীদের দিকে। হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নাগা পোশাকে এআর রহমান। কোহিমায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী রিও। রবিবার।

তেলেঙ্গানায় ৭ মাওবাদী হত

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : পুলিশের চর সন্দেহে ২১ নভেম্বর মাওবাদীরা খুন করে দুই আদিবাসীকে। রবিবার তার পালটা দিল তেলেঙ্গানার এলিট গ্রেহাউন্ড পুলিশ বাহিনী। বাহিনীর হাতে খতম হল শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার সহ সাত মাওবাদী। পুলিশবাহিনী মুলুগু জেলার চালপাকা জঙ্গল ঘিরে ফেলে অভিযানে নামে। পুলিশ জানিয়েছে, মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পুলিশের পালটা গুলিতে খতম হয় সাত মাওবাদী। নিহতদের মধ্যে তেলেঙ্গানার আঞ্চলিক কমান্ডার ৩৫ বছরের ভার্দু ওরফে কুরসম মঙ্গু ওরফে পাপান্না আছেন।

মসজিদ চত্বর পরিদর্শন কমিটির

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : সম্ভালে শাহি জামা মসজিদের জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের একসপ্তাহ বাদে মসজিদ এলাকা পরিদর্শন করল বিচারবিভাগীয় কমিটি। সম্ভালের ঘটনা খতিয়ে দেখতে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দী বেন প্যাটেল। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার অরোরা। সদস্য করা হয়েছে প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরবিন্দকুমার জৈন এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা অমিতমোহন প্রসাদকে। তবে এদিন পরিদর্শনে ছিলেন না অমিতমোহনবাবু। বিচারবিভাগীয় কমিটির দুই সদস্যের পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা এলাকা।

সুড়ঙ্গ ধসে মৃত্যু

জয়পুর, ১ ডিসেম্বর : হুড়মুড় করে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ। এক শ্রমিক তাতে চাপা পড়ে মারা গেলেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিন শ্রমিক। রাজস্থানের কোটায় ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। কোটা গ্রামীণ পুলিশের সুপার জানিয়েছেন, নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গটি দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের অংশ। ঘটনাস্থল রামগঞ্জ মান্ডির মোডক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে যান ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা।

দিল্লিতে একলাই চলবে আপ

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে 'না' কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হরিয়ানার পর এবার দিল্লিতেও ধাক্কা খেল ইন্ডিয়া জোট। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন দিল্লি বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনওপ্রকার জোট হবে না। আপ সুপ্রিমো বলেন, 'দিল্লিতে কোনও জোট হচ্ছে না। আপ একলাই লড়াই করবে আসন্ন বিধানসভা ভোটে।' আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। দু-দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭০টি বিধানসভা আসনে একলাই লড়বে কংগ্রেস।

এবার আপ সুপ্রিমোর 'একলা চলার' ঘোষণায় খাস রাজধানীতে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। লোকসভা ভোটের সময় আপ এবং কংগ্রেস জোট গড়েই লড়েছিল দিল্লিতে। কিন্তু বিজেপির কাছে দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনেই পরাজিত হয়েছিল ইন্ডিয়া জোট। তবে পঞ্জাবে জোট হয়নি। দুই দল আলাদা লড়েছিল। সম্প্রতি পঞ্জাবের উপনির্বাচনেও আলাদা লড়েছিল আপ এবং কংগ্রেস। তবে চণ্ডীগড়ে আপ-কংগ্রেস জোট সাফল্যের মুখ দেখেছিল। হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের সময়ও দুই দলের মধ্যে জোট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ হরিয়ানার কংগ্রেস নেতাদের অনড় মনোভাবের জেরে জোটপ্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছিল। আপ কোনও খাতা খুলতে না পারলেও ভোটে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেছিল, হরিয়ানার পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লিতে ইন্ডিয়ার দুই শরিক একজোট হয়ে লড়বে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস ও কেজরির একলা চলার সিদ্ধান্তে পরিষ্কার, আসন্ন বিধানসভা ভোটে দিল্লিতে ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে।

> দিল্লিতে কোনও জোট হচ্ছে না। আপ একলাই লড়াই করবে আসন্ন বিধানসভা ভোটে।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

তবে নামে ত্রিমুখী হলেও দিল্লিতে যে মূল লড়াই আপ বনাম বিজেপির মধ্যেই হচ্ছে, তা দেওয়াল লিখনেই স্পষ্ট। ২০১৩ সালে কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করেছিল আপ। তারপর ২০১৫ এবং ২০২০-তেও জয়ী হয় কেজরিওয়ালের ঝাড়ুবাহিনী। গত বিধানসভা ভোটে ৭০টি আসনের মধ্যে আপ পেয়েছিল ৬২টি আসন। বিজেপি জিতেছিল বাকি ৮টি আসন। কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে একটি বিরাট শূন্য। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে নিজেদের দাপট অব্যাহত রাখতে 'একলা চলার' রাস্তাতেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ। ইতিমধ্যে ১১টি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে আপ।

এফবিআই ডিরেক্টর প্যাটেল ভারতকে শুল্ক-হুমকি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট পদের শপথ নিতে এখনও মাসদেড়েকেরও বেশি বাকি। কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ধাপে ধাপে ভাবী সরকারের অগ্রাধিকার বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জো বাইডেনের চেয়ে তাঁর মত ও পথ যে আলাদা, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারি, ভারতের মতো ব্রিকস দেশগুলি যদি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ডলারকে বর্জন করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক বসাবে তাঁর সরকার।

এক দশকে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশীদারি বাড়িয়েছে ভারত, চিন, ব্রাজিল, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রিকস সদস্যরা অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ডলার ব্যবহারের চল রয়েছে। ব্রিকস দেশগুলি নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করায় বিশ্ববাজারে ডলারের গুরুত্ব কমার আশঙ্কা করছে আমেরিকা। প্রথম দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেও এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প। বাইডেন জমানায় ডলার নিয়ে আমেরিকার তরফে তেমন সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে তিনি ক্ষমতায় এসে যে ডলারের গুরুত্ব ধরে রাখতে পালটা চাপের পথে হাঁটবেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এর জেরে ভারত-আমেরিকার কৌশলগত সম্পর্ক ধাক্কা না খেলেও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের সম্ভাবনা

ডলার বনাম টাকা নিয়ে নয়া বিতর্ক

প্রবল। বর্তমানে আমেরিকায় খাদ্যশস্য ছাড়াও ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পোশাক রপ্তানি করে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে বিপুল লেনদেন রয়েছে। আমেরিকা ভারতের পণ্য ও পরিষেবার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপালে সেগুলির বিক্রয় মূল্য অনেকটাই বেড়ে যাবে। যার ফলে আমেরিকায় বাজার হারাতে পারে ভারতীয় সংস্থাগুলি। সেই পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক পদক্ষেপ করছে ভারত।

সূত্রের খবর, ট্রাম্প সরকার গঠনের পর শুল্ক ইস্যুতে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করবে দুই দেশ। এর আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের পাশাপাশি ব্রিকসের স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি। তারপরেই ট্রাম্পের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডলার নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাতের ইঙ্গিত দিলেও ট্রাম্প সরকারে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে নিজের ক্যাবিনেটে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে নিয়োগ করেছেন ট্রাম্প।

এবার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের ডিরেক্টর হিসাবে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে বেছে নিলেন তিনি। নাম কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেল। সংক্ষেপে কাশ প্যাটেল। পেশায় আইনজীবী কাশ মার্কিন রাজনীতিতে ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। হোয়াইট হাউস সহ প্রশাসনের নানা স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

দিল্লি-ঢাকায় ফারাক নেই, দাবি মেহবুবার

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মোদি সরকারকে সম্ভাল ইস্যুতে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকেই কার্যত সমর্থন জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। বিজেপিকে বিঁধে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে। ভারতেও যদি সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চলে তাহলে দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য কী থাকল? আমি তো ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না।' মেহবুবা বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে পরিস্থিতি যা ছিল আজ আমরা সেই দিকেই চলেছি। তরুণরা কাজ চাইলেও পাচ্ছেন না। আমাদের ভালো হাসপাতাল, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সড়কের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে না। অথচ মন্দিরের খোঁজে একটি মসজিদ ভাঙতে চাইছে তারা।' এদিকে মেহবুবা যখন ভারত-বাংলাদেশকে একই পংক্তিতে বসিয়েছেন তখন পড়শি দেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ বন্ধ করে রয়েছেন। অথচ সম্ভালে রাজনৈতিক পর্যটনে যেতে চাইছেন। কংগ্রেস শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে।'

ফেনজলে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ১ ডিসেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়েছিল ঘূর্ণিঝড় ফেনজল। এরপর শক্তি হারিয়ে সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার দিনভর ভারী বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। জলমগ্ন চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ অংশ। ফেনজলের ল্যান্ডফলের সময় উপকূল এলাকায় ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়েছে। কয়েকশো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। রাস্তা ও কালভার্ট ভেঙে বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তাদের সাহায্য করছে পুলিশ, দমকল।

রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেনা ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। কয়েকহাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবারও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায়

নামল সেনা

ভিলুপুরম, কুড্ডালোর, কাল্লাকুরিচি, তিরুভান্নামালাই এবং পুদুচেরিতে সতর্কতা জারি রয়েছে। শনিবার দুপুরে চেন্নাই বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে সেখানে বিমান ওঠা-নামা শুরু হয়েছে। বিমানযাত্রা শুরু হলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। রেল সূত্রে খবর, বহু জায়গায় লাইন জলে ডুবে যাওয়ায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন সকাল ৭টা ১৫ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মাইলাম ও পুদুচেরিতে যথাক্রমে ৫০৪ মিলিমিটার এবং ৪৯০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪-এর পর যা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের ডিরেক্টর এস বালাচন্দ্রন বলেন, 'তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূল এবং পুদুচেরি থেকে ফেনজল ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আমরা এর গতিপথের ওপর নজর রাখছি।'

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন। চেঙ্গালপাত্তু এলাকা থেকে গ্রামবাসীদের উদ্ধারে সেনা।

শীতে রোদ পোহালে মন ভালো থাকে। ক্লান্তি দূর হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া ঘুম ভালো হয়। স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়। ফাংগাল ইনফেকশন দূরে থাকে।

সুস্থ থাকুন

মটরশুঁটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। তবে যাদের উচ্চ মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড রয়েছে এবং আইবিএসের সমস্যা রয়েছে তাঁদের মটরশুঁটি না খাওয়াই ভালো।

লেসার অস্ত্রোপচার অর্শের চিকিৎসায় নিঃশব্দ বিপ্লব

অর্শ খুব সাধারণ একটি রোগ। অনেকেই এই সমস্যায় কষ্ট পান - কেউ কম, কেউ বেশি। এই অবস্থায় বহুলপ্রচলিত কাটাছেঁড়া করা ছাড়া গতি থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় অনেকেই করাতে চান না। সেক্ষেত্রে লেসার অপারেশনের কথা ভাবতে পারেন। লিখেছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সার্জন **ডাঃ দিব্যকান্তি দত্ত**

প্রথমেই কয়েকটি ঘটনার কথা বলি

ঘটনা ১ : পরিমলবাবু অনেকদিন থেকেই অর্শের সমস্যায় ভুগছেন। রক্ত পড়া, ব্যথা-যন্ত্রণা তো লেগেই রয়েছে। অনেকবার ভেবেছেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নেবেন। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারেননি। অনেকেই বলেছেন অস্ত্রোপচারের পর নাকি খুব ব্যথা হয়।

ঘটনা ২ : মালতীদেবীর শরীরে এমনিতেই রক্ত কম। তার ওপর পাইলসের রক্তপাত। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নিতে। কিন্তু অনেকে বললেন, অস্ত্রোপচারে তো অনেক রক্ত বেরিয়ে যাবে, অস্ত্রোপচারের ধকল যদি নিতে না পারেন? অনেকে আবার বললেন অস্ত্রোপচারের পর যদি ক্যানসার হয়ে যায়? ভয়ে আর সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

ঘটনা ৩ : সুবিনয় বেসরকারি একটি ফার্মে কাজ করেন। সারাদিন বসে বসে কাজ করার জন্য তাঁর অর্শের সমস্যা অনেকটাই বেড়েছে। তিনি ভেবেছেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নেবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। অস্ত্রোপচারের পর লম্বা ছুটি তো নিতেই হবে। তারপর চাকরিটা থাকবে তো?

অনেকেই উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন। অনেকে বুঝতে পারছেন না কী করবেন, কার কথা শুনবেন, কী সিদ্ধান্ত নেবেন।

অর্শ সাধারণ একটি রোগ। এর উপসর্গের মধ্যে রয়েছে পায়খানার সময় রক্তপাত, মলদ্বারে ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, মলদ্বার ফুলে যাওয়া, কারও ক্ষেত্রে চুলকানি। শক্ত পায়খানা প্রায় সকলেরই হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ওষুধ, ইনজেকশন, রাবার ব্যান্ডিং এবং অপারেশন। বহুলপ্রচলিত কেটে অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে ঘা শুকোতে অনেকটাই সময় লাগে, ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে যায় অনেক দিন। অস্ত্রোপচারের সময় প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া অস্ত্রোপচারের পর লম্বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এজন্য অনেকে এখন কেটে অস্ত্রোপচারের বদলে লেসার অস্ত্রোপচারের দিকে ঝুঁকছেন।

কী এই লেসার অপারেশন

লেসার সাজারি হল এক বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচার, যেখানে প্রচলিত কাটাছেঁড়ার বদলে বিশেষ আলোকরশ্মি ব্যবহার করে অস্ত্রোপচার করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের লেসার

বিভিন্ন ধরনের লেসারের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেসার, ডায়োড লেসার, আর্গন লেসার, এনডি:ওয়াইএজি লেসার উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অর্শ ছাড়াও চোখের বিভিন্ন অস্ত্রোপচার, ত্বক, গাইনিকলজি, ভেরিকোজ ভেন, লাইপোসাকশন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে লেসার বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রোক্টোলজিতে লেসার

প্রোক্টোলজিতে অর্শ, ফিশচুলা, ফিসার, পাইলোনিডাল সাইনাস, পলিপ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হয়। এক্ষেত্রে ডায়োড লেসার ব্যবহার করা হয়। তিনটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৪৭০ ন্যানোমিটার ব্যবহৃত হয় অর্শের চিকিৎসায়। উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে – এন্ডোলেসার অ্যাব্লেশন, সারফেস লেসার অ্যাপ্লিকেশন, টোটাল হেমোরয়েডোপ্লাস্টি এবং টোটাল লেসার হেমোরয়েডেক্টমি। সহজভাবে বললে, সামান্য একটি ছিদ্র করে লেসার ফাইবারটি প্রবেশ করানো হয় অর্শের (পাইল মাস) মধ্যে। পালসড মোডে এক-একটি পাইল মাসে ২৫০ জুল পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব। লেসার রশ্মি প্রয়োগের ফলে অর্শের ভিতর কোয়াগুলেশন এবং শ্রিঙ্কেজ শুরু হয়। তৎক্ষণাৎ অর্শটি ছোট হতে শুরু করে, রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। তবে অর্শটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে কিছুদিন সময় লাগে। লেসার যন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা, এর প্রেসিশন, অর্থাৎ যতটুকু জায়গায় দরকার ঠিক ততটুকু জায়গায় সেটি কাজ করবে। এতে অন্য সুস্থ স্বাভাবিক টিস্যু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে মলদ্বারের স্বাভাবিক কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অসাড়ে মলত্যাগ হয়ে যাওয়ার (ফিক্যাল ইনকন্টিন্যান্স) ভয় থাকে না।

লেসার কতটা নিরাপদ

সঠিকভাবে ব্যবহারে লেসার রশ্মি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ডায়োড লেসার ব্যবহারের সময় বিশেষভাবে নির্মিত চশমা পরতে হয় সার্জনকে। রোগীর চোখ ঢেকে রাখতে বলা হয়। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক স্টাডিতেও (সিস্টেম্যাটিক রিভিউ এবং মেটা অ্যানালাইসিস) প্রমাণিত হয়েছে লেসার রশ্মি নিরাপদ এবং কার্যকরী।

লেসারের সুবিধা-অসুবিধা

লেসারের প্রধান সুবিধা কাটাছেঁড়া করতে হয় না, ছিদ্রের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার হয়ে যায়। তাই এতে ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কম হয়। রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। অস্ত্রোপচার পরবর্তী জটিলতার সম্ভাবনাও থাকে কম। ঘা তাড়াতাড়ি শুকোয়, বেশিদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। রোগী দ্রুত কাজে যোগদান করতে পারেন। আর অসুবিধা বলতে, লেসার যন্ত্র দামি হওয়ায় এই অস্ত্রোপচার খরচসাপেক্ষ।

লেসারই ভবিষ্যৎ

ল্যাপারোস্কোপি বা মাইক্রো সার্জারি আসার আগে সব অপারেশন কেটে হত। মাইক্রো সার্জারি আসার পর শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘটে গেল বিপ্লব। মাইক্রো সার্জারির মতোই লেসারে রয়েছে সবরকম সুযোগসুবিধা। অনেকে সচেতনতার অভাবে অর্শে লেসার চিকিৎসা করান না। আবার অনেকের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় লেসার চিকিৎসার খরচ।

যত দ্রুত লেসার চিকিৎসা মানুষের সাধ্যের মধ্যে আনা যাবে, তত আরও বেশি করে মানুষ প্রযুক্তির এই উদ্ভাবনা থেকে উপকৃত হবেন।

কোন বয়সে কতক্ষণ হাঁটবেন

বিভিন্ন শরীরচর্চার মধ্যে সবথেকে সহজ হাঁটা এবং এটি সবথেকে কার্যকরী পদ্ধতিও। হাঁটলে কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য থেকে মানসিক স্বাস্থ্য সবই ভালো থাকে। প্রতিদিন অল্প সময় হাঁটলেও তা শরীরের উপকার করে। তবে বয়স অনুযায়ী ঠিক কতক্ষণ হাঁটলে তা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে সেটা জানা জরুরি।

১৮-৩০ বছর : অল্প বয়সে সাধারণত মানুষের পেশিতে শক্তি থাকে বেশি। এ সময় হাঁটার গতিও থাকে ভালো। এই বয়সে নিয়ম মেনে ৩০–৬০ মিনিট হাঁটলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সঙ্গে স্ট্রেসও কমে। তাই আপনার বয়স ১৮-৩০-এর মধ্যে হলে নিয়ম করে প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা হাঁটার চেষ্টা করুন।

৩১-৫০ বছর : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশির শক্তি কমে যায়। তাই বয়স ৩০ বছরের বেশি হলে হাঁটার সময় একটু কমাতে পারেন। এই বয়সে ৪৫ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। একান্তই হাঁটার সময় না পেলে এবং সুযোগ থাকলে নিয়মিত হেঁটে অফিস যেতে পারেন। এছাড়া প্রতিদিন লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ওঠানামা করুন।

৫১-৬৫ বছর : এই মধ্য বয়সে শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। পেশির শক্তি কমে যায় এবং বিপাক প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। এই বয়সে সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট হাঁটাই যথেষ্ট। তবে নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের হাড় সুস্থ থাকবে। চেষ্টা করুন এই বয়সে প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে।

৬৬-৭৫ বছর : এই বয়সে কেউ ধীরে ধীরে ২০-৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাঁচা যাবে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে। এই বয়সে ভুলে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। একটু হাঁটাচলা করলে এমন সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। টানা ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে ১৫ মিনিট করে দু'বারে হাঁটার অভ্যাস করুন। এছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রতিদিন একটু হাঁটতে পারেন। তাতে বার্ধক্যজনিত সমস্যা অনেকটাই কমবে।

৭৫ বছরের উর্ধ্বে এবং অশীতিপর : এই বয়সে হাঁটাচলা করা একটু মুশকিলই বটে, তবে ধীরে ধীরে ২০ মিনিট হাঁটলে অনেক উপকার পাবেন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাঁটা উপকারী। তবে সতর্ক হয়ে হাঁটবেন। হাঁটতে হবে সমতল রাস্তায়। সেই জুতোই পরবেন, যেটা পরে হাঁটতে সুবিধা হয়। যাঁদের মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে তাঁরা ওয়াকার বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে পারেন। হাঁটাচলা করলে মেজাজ খিটখিটে থাকে না। সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

মনে রাখবেন

দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করতে এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হাঁটতেই হবে। তবে বয়স ও শরীরের ফিটনেসের ওপর ভিত্তি করে হাঁটার সময় পরিবর্তন করতে হতে পারে। একদিন হেঁটে চারদিন না হাঁটলে চলবে না। নিয়মমতো প্রতিদিন হাঁটার চেষ্টা করুন। তাতে সামগ্রিকভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন।

প্রস্রাবে যখন নিয়ন্ত্রণ থাকে না

মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। অর্থাৎ প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ হারানো। সাধারণত ৪০-৫০ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বয়সকালে ইস্ট্রোজেন নামক এক হরমোন কমার জন্য এটি হয় বলে ধারণা করা হয়। যেসব মায়েরা অনেকবার সন্তান প্রসব করেছেন বা যাঁদের অস্ত্রোপচার করে জরায়ু বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রস্রাবের রাস্তায় বাধাজনিত সমস্যা আছে, তাঁদের সমস্যাটা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট **ডাঃ কিশোর রায়**

স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স নির্ধারণের সময় প্রধানত জোর দেওয়া হয় রোগীর সমস্যার গভীরতার ওপর। কারণ, এক্ষেত্রে কাশি বা হাঁচির সময় ছাড়াও এমনি একটু একটু করে প্রস্রাব বেরিয়ে যায়। এই সমস্যা দিন-দিন বেড়েই চলে। এমনও হয় যে, মন খুলে হাসলেও প্রস্রাব বেরিয়ে যায়।

তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করাটাই প্রধান কাজ হয়ে থাকে। সমস্যাটা কবে থেকে হয়েছে, পরিমাণ কত - এসব নির্ণয় করা খুব জরুরি।

এক্ষেত্রে অনেক সময় শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টেস্টও করতে হতে পারে। যেমন, প্রস্রাবের পরীক্ষা বা আল্ট্রাসনোগ্রাফি। ব্যয়সাপেক্ষ কোনও টেস্ট করতে হয় না। তবে কেউ যদি এক বা দু'দিনের জন্য একটি ডায়েরিতে লিখে রাখেন যে, কতবার, কত পরিমাণ প্রস্রাব হল, তাতে চিকিৎসক আরও ভালো বুঝতে পারবেন। এতে চিকিৎসা নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হয়।

স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্সের সঙ্গে সাধারণত আরও একটি সমস্যা যুক্ত থাকে, সেটি হল আর্জ ইনকন্টিনেন্স। এটি হল, যখন আপনার কোনও সময়ে মনে হয় প্রস্রাব পেয়েছে, তো তৎক্ষণাৎ যেতে হবে, না হলে এখানেই হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় সমস্যাটা বেড়ে গেলে, বাথরুমে যাওয়ার আগেই প্রস্রাব হয়ে গেল, এমনটাও হতে পারে। যদিও দুটি সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন, কিন্তু এদের একই মুদ্রার দুই পিঠও বলা যেতে পারে।

যাই হোক, স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স সমস্যাটা স্বল্পমেয়াদি। প্রস্রাব নির্গমনের পরিমাণটা কম। সেক্ষেত্রে এক ধরনের শারীরিক ব্যায়াম করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। এধরনের ব্যায়ামের মূল উদ্দেশ্য, জরায়ু বা তার আশপাশে অবস্থিত পেশিগুলোকে শক্তিশালী করা এবং প্রস্রাবের নির্গমন রোধ করা।

যদি এভাবে সমস্যার উন্নতি না হয় কিংবা সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি বা প্রস্রাব নির্গমনের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে, তবে তাঁদের জন্য শল্যচিকিৎসা করা যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে শল্যচিকিৎসা নিখুঁত থেকে নিখুঁততর হয়ে উঠেছে। জটিল থেকে জটিলতর শল্যচিকিৎসা হয়ে উঠেছে সাধারণ এবং সহজলভ্য।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	–	১৩
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১৬
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	৮
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২৭
ও নেগেটিভ	–	১

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

শুয়োর চাষ নিয়ে আতঙ্ক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের নেতাজিপল্লি, উকিলপাড়া ও রেল আবাসন চত্বরে ক্রমে বেড়ে চলা শুয়োরের চাষ নিয়ে বিরক্ত ও আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার রাস্তায়, বাড়ির উঠোনে, বাগানে অবাধে শুয়োর ঘুরে বেড়ায়। এলাকা থেকে শুয়োর সরানো নিয়ে অনেকবার পুরসভায় জানানোর পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্থানীয়রা আরও জানান, পুরসভার আইনকে তোয়াক্কা না করে শুয়োরের চাষ চলছে। কিন্তু কারা এই চাষ করছে তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না। রেলস্টেশনের পাশে নির্মিত হয়েছে রেল আবাসন। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকলেও সেখানে চলছে শুয়োরের আনাগোনা।

> এলাকায় শুয়োরের চাষ বন্ধ করা যাচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করেছি এবং বহু ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু গোপনে চাষ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এজন্য আতঙ্কে থাকেন।
>
> **অনিরুদ্ধ সাহা**
> কোঅর্ডিনেটর, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড

আবাসিকরা আতঙ্কের সঙ্গে জানান, 'আমরা বাচ্চাদের নিয়ে ভীষণ আতঙ্কিত। দিন দিন আবাসন চত্বরে শুয়োরের আনাগোনা বেড়ে চলেছে।'

১১ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রতন মজুমদার স্বীকার করেন, তাঁর ওয়ার্ডে ১০০-এর বেশি শুয়োর রয়েছে। আশেপাশের এলাকায় চাষ করছে। কিন্তু মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না। এলাকা নোংরা করে দিচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। মশাবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছেন। আমিও সতর্ক আছি। তবে পুরআইন অনুযায়ী এদের শহরের বাইরে পাঠানো জরুরি।'

গোরু উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : অসচেতনতার মাশুল গুনল নিরীহ প্রাণী। কালিয়াগঞ্জ শহরের একটি স্ল্যাবহীন হাইড্রেনে একটি গোরু পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকার ভবানী মন্দির চত্বরে। গোরু হাইড্রেনে পড়তেই খবর যায় দমকল কেন্দ্রে। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় গোরুটিকে উদ্ধার করা হয়।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ যেন নরককুণ্ড

রোগীদের নাকে রুমাল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ মেডিকেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে রোগী সুস্থ হতে এসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ। ওয়ার্ড থেকে শৌচাগার সর্বত্র দুর্গন্ধে টেকা দায়। রোগীদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে হয়।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় জানান, 'আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। হাসপাতালকে পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলের ইন্ডোর, আউটডোর চিকিৎসা ও বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা মূলত দশতলা বিল্ডিংয়ে হয়। বহুতল ওই হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুমূর্ষু রোগীদের এখানে ভালো চিকিৎসার জন্যে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয়রা অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা পাওয়ার আশায় মেডিকেলে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থ মানুষ সুস্থ হতে এসে সেখানকার পরিবেশের পরিস্থিতি দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শৌচাগারে নিয়মিত সাফাই হলেও শৌচাগারের দুর্গন্ধ যাচ্ছে না। সেই দুর্গন্ধ ওয়ার্ডেও ছড়িয়ে পড়ছে। শৌচালয়ের কাছাকাছি বেডে থাকা রোগীদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে। ওয়ার্ডের ভেতরে সাফাই অনিয়মিত হওয়ায়, রোগীদের উৎকট গন্ধ সহ্য করতে হচ্ছে।

রোগীদের অভিযোগ, দিনে দু'বারের বেশি ওয়ার্ড বা শৌচাগার সাফ করা হয় না। হাসপাতালের সার্জিক্যাল ও মেডিসিন বিভাগে শৌচাগারের জল উপচে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছে মাঝেমধ্যে। সেই জল পেরিয়ে রোগীদের কাছে যেতে হচ্ছে, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের নিরাপত্তা ও সাফাইয়ের দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার এক কর্ণধার বলেন, ৯৬ জন সাফাইকর্মী তিনটি শিফটে কাজ করেন। হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের পরিকাঠামো ত্রুটি থাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থা খুবই বেহাল। অনেক সময় কিছু কিছু ওয়ার্ডে শৌচাগারের জল উপচে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের জল পাইপ ফেটে গিয়ে সেই জল রায়গঞ্জ মেডিকেলে ঢোকার প্রবেশপথে জমে রয়েছে। নোংরা জলের উপরে পা দিয়ে মেডিকেলে প্রবেশ করতে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিজনদের।

সমস্যার কথা

■ হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ

■ হাসপাতালের শৌচাগারে দুর্গন্ধ

■ শৌচালয়ের কাছাকাছি বেডে থাকা রোগীদের নাকে রুমাল দিয়ে থাকতে হচ্ছে

■ ওয়ার্ডের ভেতরে সাফাই অনিয়মিত হওয়ায়, রোগীদের উৎকট গন্ধ সহ্য করতে হচ্ছে

■ সার্জিক্যাল ও মেডিসিন বিভাগে শৌচাগারের জল উপচে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছে

মালদা উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে বালুরঘাট পুরসভার উদ্যোগ

কর্মীদের জন্য চালু বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : ফাঁকিবাজি রুখতে হাতিয়ার বায়োমেট্রিক। ফেস আইডির মাধ্যমে দিতে হচ্ছে উপস্থিতির প্রমাণ। পুরসভার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, ভবন ও একাধিক দপ্তরে কর্মীদের উপস্থিতি ঠিক রাখতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করল বালুরঘাট পুরসভা। ইতিমধ্যেই পুরোনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আগমন ও প্রস্থানের নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে ফেস আইডির মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মস্থলে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হচ্ছে কর্মীদের। এর ফলে সঠিক সময়ে কাজে আসা কর্মীদের সংখ্যা বেড়েছে। আবার যাঁরা অনিয়মিত, তাঁদের সমস্যা হতে পারে বলে মনে করছেন পুর আধিকারিকদের একাংশ।

বালুরঘাট পুরসভায় বর্তমানে এক হাজারের বেশি কর্মী কর্মরত। তাঁরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় থাকা পুর দপ্তরে কাজ করছেন। এতদিন ধরে খাতায়-কলমে তাঁরা প্রতিদিন কাজে নিযুক্তির সময় ও ছুটির সময় লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু এবার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের

মাধ্যমে সেই কাজ শুরু হয়েছে। ফলে সঠিক সময়েই কর্মস্থলে ঢুকতে হচ্ছে কর্মীদের। এতে কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও কমে এসেছে। এই প্রক্রিয়া চালুর জন্য কর্মীদের আগে বায়োমেট্রিক মেশিনে নিজেদের মুখাবয়ব আপলোড করতে হয়েছে। স্বতন্ত্র ফেস আইডি তৈরি হওয়ার পর তাঁদের একটি করে ইউজার আইডি দেওয়া হয়েছে। কাজে ঢোকার সময় বায়োমেট্রিক মেশিনের সামনে দাঁড়ালেই ফেস স্ক্যানে কর্মীর নাম, ইউজার আইডি চলে আসছে স্ক্রিনের উপর। কাজ শেষে বেরোনোর সময় একই পদ্ধতিতে তাঁদের ফেস স্ক্যান করতে হচ্ছে। এর ফলে পুরসভার কাজেও গতি বেড়েছে।

সাহেবকাছারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী প্রীতম সরকার জানালেন, 'যখন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উপস্থিতি যাচাই করা হত তখনও সঠিক সময়ে কর্মস্থলে আসা ও যাওয়া ছিল। এখন বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতেও একই আছে। যাঁরা আমাদের মতো নিয়ম মেনে কাজ করেন, এই পদ্ধতিতে তাঁদের সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা কাজ করেন না, এই পদ্ধতি তাঁদের চাপের হতে পারে।'

বালুরঘাট পুরসভার স্যানিটারি দপ্তরের কর্মী রাজু মুর্মু বলেন, 'কাজে ঢোকার সময় একবার মেশিনের সামনে মুখ দেখাতে হয়। আবার যখন ছুটির সময় মেশিনের সামনে দাঁড়ালেই হয়ে যায়। এর ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'যুগ এগিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে ক্রমশ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এগোচ্ছি। পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক চালু করা হয়েছে। এর ফলে কর্মীদের উপস্থিতি খতিয়ে দেখতে অনেকটা সুবিধা হচ্ছে।'

খাদিমেলায় মেদিনীপুরের চিত্রকলা

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১ ডিসেম্বর : মালদা খাদিমেলায় কেউ বিক্রি করছে খেলনা, কেউবা ঘর সাজানোর রকমারি জিনিসপত্র। তবে দৌড়ে এগিয়ে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা। এবার মালদা খাদিমেলায় এই প্রথম মেদিনীপুর থেকে শিল্পের সম্ভার নিয়ে এসেছেন নবীন চিত্রকার এবং ইয়ারু চিত্রকার। স্টল সাজিয়েছেন নিজেদের তৈরি শিল্পকর্ম দিয়ে। মেলায় এসেছেন ময়না চিত্রকার এবং মুক্তিরানি দেব। ময়না চিত্রকারের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে হস্তশিল্প, হাতে তৈরি নানা ধরনের সাজসজ্জা। মুক্তিরানি দেব এসেছেন রায়গঞ্জ থেকে। তাঁর স্টলে বিক্রি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী সহ বিশেষ কিছু পণ্য। এই স্টলে মিলবে রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি চাল, বাজারে যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। মেলায় নজর কেড়েছে জলপাইগুড়ির বন্দনা দাস। হাতে তৈরি বেতের আসবাবপত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। স্টলে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, টেবিল ও বাড়ির শৌখিন আসবাবপত্র।

মেলায় অংশগ্রহণকারী স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের আশা, আগামীদিনে আরও বড় মেলা হবে। তাঁদের পণ্য ও উদ্যোগ আরও বৃহৎ পরিসরে পরিচিতি পাবে।

মালদার খাদিমেলায় বিভিন্ন শিল্পের সম্ভার। রবিবার তোলা সংবাদচিত্র।

ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার। হালকা শীতের আমেজের মধ্যে মালদার প্রচুর মানুষজন ভিড়ও জমাচ্ছেন খাদিমেলায়। আয়োজকদের আশা, আগামীদিনে আরও বেশি দর্শনার্থী আসতে পারেন মেলায়। বাড়তে পারে জিনিসপত্র বিক্রির সম্ভাবনা। আর সেদিকেই তাকিয়ে আছেন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। তাঁদের বছরভর পরিশ্রমের ফল মেলায় বিক্রির আশাতেই পসরা সাজিয়ে রোজ বসছেন। বিক্রি হচ্ছে নানারকম জিনিসপত্র। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা মেদিনিপুরের হস্তশিল্পের নানা শিল্পকর্মের।

রাস্তার ধারে ব্যবসা, যান যন্ত্রণায় দুর্ভোগ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : ফ্লাইওভার নির্মাণ আপাতত অথই জলে। ফলে রায়গঞ্জ শহরে যানজট বেড়েই চলেছে। যানজট নিয়ন্ত্রণে রায়গঞ্জ পুরসভা বাসস্ট্যান্ড স্থানান্তর ও টোটো নিয়ন্ত্রণে অভাবনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। তবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ঠিক পাশেই ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা শুরু করায় যানযন্ত্রণা থেকে শহরবাসীর রেহাই নেই।

শহরের থানা রোড এলাকার কথাই ধরা যাক। এই রাস্তা দিয়ে স্টেশনে যেতে হয়। তাই এই রাস্তায় সব সময় ব্যস্ততা। তার মধ্যে রাস্তার ওপরেই ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিসপত্র রেখে দেওয়ায় যানজট আরও বাড়ছে। এর ফলে পুলিশকে গাড়ি নিয়ে কোথাও যেতে হলে

অনেকটা সময় লাগে। অভিযোগ, পুলিশও এই ইশ্যু খানিকটা উদাসীন বলেই মনে হয়।

শহরের বাসিন্দা অসিত চ্যাটার্জির কথায়, 'একাংশ ব্যবসায়ী রাস্তার ওপর তাদের জিনিসপত্র রাখায় যানজট আরও বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে একটু নজর দিলে সমস্যার সমাধান হবেই।' আরও এক বাসিন্দা সোমনাথ দে বলেন, 'থানা রোড সহ অন্য রাস্তাতেও দোকানের মালপত্র রাখায় যানজট আরও বেড়ে গিয়েছে। পুরসভা এবং পুলিশ-প্রশাসনকে আরও সতর্ক হতে হবে। ব্যবসায়ী সহ আমাদেরও সহযোগিতা করা উচিত।'

শহরে টোটো চালান মদন দাস। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু রাস্তায় দোকানের মালপত্র এমনভাবে রাখা থাকে যার ফলে পাশাপাশি দুটো টোটো চলতে পারে না। যানজটের জন্য টোটোদের গালমন্দ শুনতে হয়। ব্যবসায়ীদের ভূমিকাও তো কম নয়।'

রায়গঞ্জের পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস জানান, 'যানজটের বিষয়টি শুনেছি। আগে ফুটপাথে দোকানের মালপত্র না রাখার জন্য আমরা মাইকিং করেছিলাম। প্রয়োজনে পুরসভার তরফে মাইকিং করে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হবে।'

হাইড্রেন তৈরি শুরু

পুরাতন মালদা, ১ ডিসেম্বর : রবিবার পুরাতন মালদা শহরের ১২ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি জায়গায় তারাকালী মোড়ে একটি হাইড্রেনের কাজের সূচনা হল। নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করেন পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সহ কাউন্সিলাররা। এর জন্য পঞ্চদশ অর্থ প্রকল্পে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। নালার দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটার। তারাকালী মোড় থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে ঘোষপাড়ায়। এরফলে এলাকার নিকাশির সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে বলে জানিয়েছেন পুর প্রশাসনের কর্তারা।

পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'নিকাশি না থাকায় এলাকায় বৃষ্টির সময় প্রচুর সমস্যা হত। জল জমে এলাকায় দুর্ভোগ দেখা দিত। বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। নিকাশিনালা তৈরি হয়ে গেলে আগামীদিনে এলাকায় আর জল দাঁড়াবে না।'

পরীক্ষা হলের লাইভ স্ট্রিমিং

মালদা, ১ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রস্তুতি সেরে ফেলল মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। গাইডলাইন অনুযায়ী, পরীক্ষা চলাকালীন হলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে পাঠানো হবে। রবিবার পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন মেডিকেলের আধিকারিকরা।

মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আগামীকাল থেকে আমাদের মেডিকেল কলেজে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা নেওয়ার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে লাইভ স্ট্রিমিং করা হবে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তা সরাসরি দেখতে পাবে। পরীক্ষার্থীদের সঠিক পদ্ধতিতে চেকআপ করিয়ে প্রবেশ করানো হবে।' লাইভ স্ট্রিমিংয়ের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকে।

বিয়ের মরশুমে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : নির্বাচন শেষ হতে না হতেই মুদ্রাস্ফীতির কবলে গোটা দেশ। এর পরিপ্রেক্ষিতে তেল কোম্পানিগুলি বাড়িয়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। এদিকে প্রতি মাসে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন হোটেল, মিষ্টির দোকান, সোনার দোকানগুলিতে চাহিদা বাড়ছে ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ব্যবহার একেবারে কমে গিয়েছে। ফলে টান পড়ছে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের। আজ থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ২০৫১ টাকা। পাশাপাশি, ১৪ কেজির ডোমেস্টিক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এখনও ৯০১ টাকা রয়েছে।

এমতাবস্থায় বিয়ের মরশুমে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে চলেছে। মিষ্টি ব্যবসায়ী মন্টু ঘোষের আক্ষেপ, 'বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম প্রতি মাসে বাড়ছে। এতে আমাদের জ্বালানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিষ্টির দাম বাড়াতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি।'

নাজেহাল ব্যবসায়ীরা

একই অভিযোগ কেটারিং ব্যবসায়ী গণেশ নন্দীর। তিনি বলেন, 'বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় আমরা বিপদে পড়েছি। তাই বাধ্য হয়ে অনেক সময় ডোমেস্টিক গ্যাস ব্যবহার করতে হয়।'

অলংকার ব্যবসায়ী রানা কর্মকার বলেন, 'নির্বাচন যেতে না যেতেই সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়ে দিল। কিন্তু আমাদের ব্যবসা সেভাবে বাড়ছে না। বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ব্যবহার আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।' রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ক্রমাগত বাড়ায় শহরে যাঁরা ছোটখাটো হোটেল ও মিষ্টির দোকান চালান তাঁরা বিপদে পড়েছেন। অত্যধিক দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেকে কাঠকেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন।' তাই সরকারের বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকার একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার কর্ণধার মুরারি প্রামাণিক বলেন, 'আমাদের ডিস্ট্রিবিউটারের অধীনে ১০৬টি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের সংযোগ থাকলেও নিয়মিত সিলিন্ডার নেন দুই জন। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্রমাগত দাম বেড়ে যাওয়ায় ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ আগামীতে সমস্যায় পড়বেন।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
শিলিগুড়ি : 0353-2524722, 9064849096, 9832666640, 9832647285, জলপাইগুড়ি : 9641289636, 7407459402, আলিপুরদুয়ার : 9883550805, 8101011026, কোচবিহার : 9883550805, 9832464064, বালুরঘাট : 9126260663, মালদা : 9800585950, কলকাতা : 033-22101201, 9073204040
এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্রে
মালদা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ মালদা অফিস
মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযু প্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়
মোবাইল–9800585950
উত্তরবঙ্গ অ্যাড এজেন্সি
সিংগাতলা, (উত্তর)
(পুরোনো ওয়েট অ্যান্ড মেজারস অফিসের নিকটে)
ফোন–(03512) 221144
মোবাইল–9434457058, 9735071910
মাস মিডিয়া
১৯/২৮ গয়ানাথ, কাপুরিয়া লেন,
কদমপুর মার্কেটের বিপরীতে
মকদমপুর
ফোন–9775454577
মানসকুমার দে
অতুলচন্দ্র মার্কেট, মালদা
ফোন–9832520455
বালুরঘাট
সুবীর মহন্ত
বালুরঘাট
মোবাইল–9475110192
মাধব মৈত্র
বালুরঘাট
মোবাইল–9126260663
রায়গঞ্জ
প্রসূন কুমার দাস
উকিলপাড়া, বারোয়ারিতলা
রায়গঞ্জ
মোবাইল–9635415379
তুহিনশুভ্র রায়
টোরঙ্গি জেরক্স, শিলিগুড়ি মোড়
মোবাইল–9434325451
পতিরাম
রাশেদা খাতুন
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর
মোবাইল–9733300297
ইটাহার
বিপ্লব চাকী
থানাপাড়া, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর
মোবাইল–8900077160
কুশমণ্ডি
সৌরভ রায়
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর
মোবাইল–9735036568, 9434968372
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অন্নদাতা... রবিবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

শিল্পে উৎসাহ দিতে মালদায় সরকারি শিবির

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১ ডিসেম্বর : মালদায় শিল্পের সমাধানে শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সোমবার থেকে। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গতবারের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে প্রায় ২৫ হাজার মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা প্রশাসনের। এবার আটটি দপ্তরের ২৩টি বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করা হবে। জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল শিল্প উদ্যোগীদের এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিষেবা নেওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি এবং বস্ত্র দপ্তরের শিল্প উদ্যোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শিল্পের সমাধানের জন্য ১৫টি ব্লক এবং দুটি পুরসভায় ১৭টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও বিজ্ঞান পালন দপ্তর।

এই দপ্তরগুলি থেকে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, কারিগর ও তাঁতিদের তালিকাভুক্তি, সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স প্রদান ও ছাড়পত্র, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, মাইক্রোক্রেডিট ফিন্যান্স, শিল্প উদ্যোগীদের নিবন্ধীকরণের কাজগুলি করা হবে।

জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, 'গত বছর সাতটি দপ্তরের ১৯টি বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল। মোট পরিষেবা পেয়েছিলেন প্রায় ১৫ হাজার উপভোক্তা ও শিল্প উদ্যোগী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল হস্তশিল্পের উদ্যোগীদের। প্রায় ৭ হাজার শিল্পীকে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল। এবার ২৫ হাজারের বেশি শিল্প উদ্যোগী ও উৎসাহী মানুষকে পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।'

বিয়ের স্বপ্ন অপূর্ণই থাকল

মুম্বই থেকে দেহ এল পরিযায়ীর

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ১ ডিসেম্বর : কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতে বন্ধ রয়েছে ১০০ দিনের কাজ। জেলায় রোজগার না থাকায় নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিতে দেখা দিয়েছে অভাব। তাই কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন জেলার হাজার হাজার শ্রমিক। বাদ যাচ্ছে না করণদিঘি ব্লকের অভাবী মানুষগুলোও। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে কাজে যাচ্ছেন করণদিঘির শ্রমিকরা। যাচ্ছেন দেশের অন্যান্য রাজ্যেও। তাঁদের রোজগারের চাকা সবসময় যে তেল দেওয়া মেশিনের মতো চলছে তা কিন্তু নয়। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মুখে পড়তে হচ্ছে এই শ্রমিকদের অনেককেই। তার শেষ উদাহরণ জুনায়েদ আলি।

মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২১ বছর বয়সি জুনায়েদ আলির। তাঁর বাড়ি করণদিঘি ব্লকের করণদিঘি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাদ বটতলা গ্রামে। জুনায়েদের বাবা ইসলাম আলি জানান, 'বছরখানেক আগে মুম্বইয়ে রংমিস্ত্রির কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর ছেলে। কাজ ভালোই চলছিল। কিন্তু শুক্রবার একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের ২৬ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আজ ছেলের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরে এসেছে। এ'বছরই ওর বিয়ে দেব ভেবেছিলাম। তার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলে বাড়ি ফিরলেই বিয়ে দেব। তা আর হল কোথায়?'

ছেলে হারানোর শোকে পাথর মা জুবানা খাতুন। বারবার জ্ঞান মূর্ছা যাচ্ছেন। জ্ঞান ফিরতেই বলে উঠলেন, 'ছেলের যে এভাবে মৃত্যু হবে ভাবিনি কখনও। আমরা এখনও বেঁচে আছি আর ও চলে গেল, মানতেই পারছি না।'

জুনায়েদ একা অবশ্য নয়। এর আগে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন করণদিঘি ব্লকেরই রসাখোয়া খন্তা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক মহম্মদ জামসেদ আলম (২৯)। ডালখোলা থানার ঝিটকিয়া গ্রামের গোলক মজুমদার মারা যান বেঙ্গালুরুতে। করণদিঘি থানার ভাগশালা গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন বাইন (২৭) ঠিকাদারের অধীনে হায়দরাবাদে নির্মাণকারী সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে পা পিছলে ১৬ তলা থেকে নীচে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এই ব্লকেরই পাঁচলোহা গ্রামের আবদুল রব্বানির মৃত্যু হয় দিল্লিতে। রসাখোয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাচন গ্রামের নজরুল ইসলাম (৪৬) নামে এক ব্যক্তি জুন মাসে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁর মৃত্যু হয়।

> আজ ছেলের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরে এসেছে। এবছরই ওর বিয়ে দেব ভেবেছিলাম। তার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলে বাড়ি ফিরলেই বিয়ে দেব। তা আর হল কোথায়?
>
> **ইসলাম আলি,** জুনায়েদের বাবা

জুনায়েদের এক আত্মীয় মুজিবুল রহমান বলছেন, 'বছরখানেক আগে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন জুনায়েদ। নিজের বিয়ের টাকা জোগাড় করতেই এবার মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল না।

করণদিঘি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মফিজুল রহমান ওরফে রাজা বলেন, 'এভাবে অকালে তরতাজা এক তরুণের মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।' জুনায়েদ আলির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলাল মাহাতো প্রমুখ।

সুফল বাংলার স্টলে সরকারি দামে আলু

মালদা, ১ ডিসেম্বর : প্রশাসনের নজরদারি, টাস্ক ফোর্সের বাজারে হানা দেওয়ার পরেও আলুর দাম কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বাজারে বর্তমানে পোখরাজ আলুর দাম ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা। অথচ সরকার নির্ধারিত মূল্য ২৮ টাকা। সুফল বাংলার দশটি স্টলে সরকারি মূল্যে আলু পাওয়া যাচ্ছে। হিমঘর মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহার অভিযোগ, 'আলুর দাম বাড়ার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনের আড়ালে থাকা কিছু ব্যবসায়ী দায়ী।'

উজ্জ্বল সাহার আরও বক্তব্য, 'জেলা শাসকের উদ্যোগে সুফল বাংলা স্টলগুলিতে সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি শুরু হচ্ছে। এই মুহূর্তে দশটি স্টল রয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। হিমঘর থেকে সরকারি মূল্যে আলু বেরোলেও মাঝপথে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনের আড়ালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা দায়ী। এঁদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। টাস্ক ফোর্সের নজরদারিও চলছে।'

চাতরা বিল ভরাট

প্রথম পাতার পর

প্রায় সকাল ১০টা পর্যন্ত। ট্র্যাক্টরের জন্য রাস্তায় যানজট হচ্ছে, পুরো এলাকা ধুলোয় ভরে থাকছে। কিন্তু সামনে এসে বাধা দেবে কে? রাজনৈতিক মদতপুষ্ট জমি মাফিয়াদের দাপটে সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাপন কষ্টদায়ক হয়ে উঠবে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার বক্তব্য, 'পূর্ববর্তী অভিযোগের ভিত্তিতে ভরাট বন্ধ করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে আমরা লক্ষ করেছি, শীতের মরশুমে এই কাজের প্রবণতা বেশি থাকে। আগে থেকেই সতর্ক হতে আগামী ২ ডিসেম্বর আমাদের একটি বৈঠক রয়েছে। নতুন করে ভরাট শুরু হওয়ার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের থেকেই জানতে পারলাম। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কলকাতার তরুণের

প্রথম পাতার পর

যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে গত দু-দিনে মোট ৬৩ জন বাংলাদেশি যাত্রীকে ভারতে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। সন্দেহজনক যাত্রী হিসেবে তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা জানান, তাঁরা ইসকনের ভক্ত। পুজো-অর্চনার জন্য ভারতে যাচ্ছিলেন। শুধু যে বাংলাদেশিদের ভারতে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে তাই নয়, একজন ভারতীয় নাগরিককেও চরম হেনস্তা করা হয়েছে পদ্মাপারে। ওই ভারতীয় নাগরিকের নাম সায়ন ঘোষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বেলঘরিয়ার বাসিন্দা। ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে রীতিমতো অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। ভারতীয় হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়ার পরই দুষ্কৃতীরা তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। কোনওমতে প্রাণ হাতে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

দুয়ের বেশি

প্রথম পাতার পর

বজায় রাখতে গেলে দুয়ের বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। বৃদ্ধির হার ২.১ শতাংশের কম হয়ে গেলে তা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর।' কেন্দ্রীয় সরকারকে জনসংখ্যা নীতি বদলের আর্জিও জানিয়েছেন ভাগবত। কেন্দ্রীয় সরকারের হাম দো, হামারে দো নীতি থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাবা-মা এক সন্তানেই পরিবার সীমিত রেখেছে। যার প্রভাব পড়েছে ২০১১ সালের জনগণনাতে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটা কমে ২.২ হয়ে গিয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকার অজুহাত বিজেপি প্রধানের

ভাবুক পঞ্চায়েত ভবনের গেরুয়া রঙে হইচই

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১ ডিসেম্বর : সরকারি নির্দেশিকা নেই, ঠিক এই যুক্তিতে পঞ্চায়েত ভবনের রং নীল-সাদা থেকে বদলে গেরুয়া করে দিয়েছে বিজেপি। আর ওই ঘটনায় রাজনীতিকরণের অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছে তৃণমূল।

পঞ্চায়েত অফিসের ভেতর থেকে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরাতন মালদা ব্লকে বিজেপি পরিচালিত ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের রংটাও এবার বদলে গেরুয়া করে ফেলা হল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল-বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে। আপাতত রং বিতর্ক পুরাতন মালদার রাজনীতিতে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

তৃণমূলের তরফে অবিলম্বে গেরুয়া রং পরিবর্তনের দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু পালটা মোক্ষম যুক্তি দিয়েছে পদ্ম শিবির। ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি কোনও গাইডলাইন না থাকায় তারা পঞ্চায়েত দপ্তরে গেরুয়া রং করেছে। সরকারের নির্দেশ এলে গেরুয়া রং আবার পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। জানিয়েছেন ভাবুকের প্রধান প্রভুনাথ দুবে। তিনি বলেন, 'ভবনের রং কী হবে, আমাদের কাছে কোনও সরকারি গাইডলাইন নেই। পঞ্চায়েত ভবন নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য আমরা গেরুয়া রং করেছি। তৃণমূল বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছে। আমরা বিষয়টি সেভাবে দেখছি না। সরকারি নির্দেশ পেলে রং পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।'

রাজ্যে শাসকদলের নেতারা বিজেপিকে নিশানা করতে রাজনীতিকরণের অজুহাতকেই হাতিয়ার করছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা অঞ্চল সভাপতি দিলীপ হেমব্রম বলেন, 'পঞ্চায়েত ভবন নীল-সাদা রংয়ের ছিল। হঠাৎ পঞ্চায়েতের কর্তারা দপ্তরের গেরুয়া রং করেছে। আমরা এ ধরনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছি। ওরা পঞ্চায়েত অফিসকে নিয়েও রাজনীতি করছে। আগামীদিনে লিখিতভাবে বিষয়টি প্রশাসনিক কর্তাদের নজরে আনা হবে।' ওই ঘটনায় পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি বিষয়টি এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত অফিস রং করার বিষয়ে আমি কিছু বলব না।'

ভাবুক পঞ্চায়েত এলাকা বরাবরই বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত। ওই পঞ্চায়েতে গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ১১টি আসন পেয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তৃণমূল পায় ৭ এবং একটি নির্দলের দখলে থেকে যায়। এর আগে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও অফিসের রং বদলানোর চেষ্টা করেনি। তবে গত দশ দিন আগে হঠাৎ পঞ্চায়েত ভবন গেরুয়া হয়ে যাওয়ায় তৃণমূলের তরফ থেকে আপত্তি তোলা শুরু হয়। যে কারণে বাড়তি মাত্রা পেয়েছে রং বিতর্ক।

তপনের বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ স্থানীয়দের

বিপ্লব হালদার

তপন, ১ ডিসেম্বর : বেহাল রাস্তা। বাসস্ট্যান্ডে ঢুকতে পারছে না বাস কিংবা অন্যান্য যানবাহন। বিপাকে পড়ছে স্কুলের পড়ুয়ারাও। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলে সরব হয়েছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন।

তপন-লস্করহাট রুটের থানা মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড যাওয়ার রাস্তাটির দূরত্ব প্রায় ৭০০ মিটার। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই রাস্তাটির বেহাল দশা। পিচ উঠে, পাথর বেরিয়ে সেটির এখন কঙ্কালসার অবস্থা। এই রাস্তার জন্য কোনও যানবাহন বাসস্ট্যান্ডে ঢুকতে পারছে না। বাসস্ট্যান্ড চত্বরে থাকা দোকানগুলিও ক্রেতাশূন্য। বাসস্ট্যান্ডের পাশেই তপন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বেহাল রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের। অভিযোগ, বেহাল রাস্তার জন্য সাইকেল চালিয়ে যেতে পারছেন না যাত্রীরা। ওই রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে যানবাহনের যন্ত্রাংশও বিকল হয়ে পড়ছে।

তপন বাস মালিক ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যায়োসিয়েশনের সম্পাদক স্বপন বিশ্বাস বলছেন, রাজ্য সড়ক থেকে তপন বাসস্ট্যান্ডের দূরত্ব মাত্র ৭০০ মিটার। রাস্তাটির পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। বেহাল রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে আবার গাড়ি নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের ভিতরে যেতে চাইছে না। রাস্তাটির সংস্কার হলে বাসস্ট্যান্ডে যাতায়াত করতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।' স্কুল পড়ুয়া মাম্পি বর্মনের বক্তব্য, 'আমাদের স্কুলে যাওয়ার রাস্তা খুবই খারাপ। সাইকেল চালিয়ে স্কুল পর্যন্ত যেতে পারি না। রাস্তা খারাপের জন্য সাইকেল নিয়ে হেঁটে যেতে হয়। সংস্কার হলে একটু নিরাপদে আমরা যাতায়াত করতে পারি।' তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'খুব শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে।'

চলাচলের অযোগ্য রাস্তা। তপনে বিপ্লব হালদারের ক্যামেরায়।

প্রয়াত সিপিএম নেতা

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সিপিএমের প্রাক্তন গঙ্গারামপুর লোকাল কমিটির সদস্য দুলাল চক্রবর্তী। রবিবার সকালে শহরের পিডব্লিউডিপাড়ায় নিজ বাসগৃহে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৯০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। দুলাল চক্রবর্তী ১৯৬৪ সালে সিপিআইএম পার্টির সদস্য হন। আমৃত্যু তিনি সিপিআইএমের সদস্য ছিলেন। ৫ নম্বর দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএমের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এছাড়া, তিনি সিপিএমের গঙ্গারামপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড শাখা সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন।

যাদব কমিটি গঠন

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জেলায় গঠন হল যাদব কমিটি। রবিবার গঙ্গারামপুর শহরের একটি বেসরকারি ভবনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে এই কমিটি তৈরি করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ। মালদার অন্যতম কর্মকর্তা দেবজিৎ ঘোষ, কোচবিহারের জেলা সভাপতি সুনীল ঘোষ। সভা শেষে রাজকুমার ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। সেই সঙ্গে যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি করা হয়েছে নরেশ ঘোষকে।

মোদি কি আদবানি হতে চাইবেন

প্রথম পাতার পর

এর ফল কী তা সবার জানা।

২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার হয়ে মোদি ভোটে লড়তে নেমেছিলেন মুখ্যত আরএসএসের ইচ্ছায়। আরএসএস কখনোই ব্যক্তিকে সংগঠনের ওপরে স্থান দেয়নি। মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মনোনীত করলেও সংঘ কখনোই চায়নি মোদি সংগঠনকে ছাপিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন। কিন্তু তা মোদি আমল দেননি। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, দল এবং সরকারে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে তিনি এসেছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই দল এবং সরকার চলবে।

আরএসএসের হাত থেকে সুতো বেরিয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ সবকিছু দেখেশুনে যাওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না সংঘের। শুধু মাঝেমধ্যে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত নাম না করে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে নম্র হওয়ার বার্তা দিচ্ছিলেন মোদিকে। বিজেপির নেতা-কর্মী মহলেও মোদি ধারণা তৈরি করে দিয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই পারেন বিজেপিকে দশকের পর দশক ক্ষমতায় রাখতে।

লোকসভা ভোটের পর মোদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রথম সংশয়টা তৈরি হয় বিজেপি নেতাদের ভিতরে। মোদির ওপর ভরসা করে আর ক'টা নির্বাচনে জেতা যাবে তা নিয়েও দলের অন্দরে ফিশফাশ শুরু হয়। ভোটে জিততে ফড়নবিশ এবং যোগীর মতো নেতারা মোদি নির্ভরতা ঝেড়ে নিজেদের মতো স্ট্র্যাটেজিও সাজাতে শুরু করেন।

সংঘ ঠিক এই সুযোগটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সংগঠনের ওপরে যে ব্যক্তির স্থান হয় না-- মোদিকে এটি বুঝিয়ে দিতে অপেক্ষা করছিল সংঘ। এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম, অধিকাংশই শুধু আমার কথা নয়। সংঘের এক কর্তাব্যক্তি মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডের ফল বেরোনোর পর ব্যাখ্যাটি দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, মহারাষ্ট্রে মোদি সাকুল্যে নয়টি জনসভা করেছিলেন। বেশ কিছু সভায় জনসমাগমও হয়নি। মোদি ম্যাজিকে মহারাষ্ট্রে জয় এসেছে বলা যাবে না।

মহারাষ্ট্রে জয় এসেছে প্রধানত দুটি কারণে। এক, শিন্ডে-ফড়নবিশের সরকারের ভোটের আগে মহিলাদের জন্য অনুদান প্রকল্প ঘোষণা। দুই, সংঘের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচারে। সেই সঙ্গে সংঘ এ-ও লক্ষ করেছে, ঝাড়খণ্ডেও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সাফল্য পেয়েছে সোরেন সরকারের মহিলাদের জন্য অনুদান প্রকল্পের ওপর ভর করে। সেখানেও আদিবাসী জনজাতির ভিতর মোদি-অমিত শা'র প্রচার কোনও কাজ করেনি। বরং সেখানে হেমন্ত সোরেনকে জেলে ঢোকানো ওই রাজ্যের জনজাতি- ভালোভাবে নেয়নি।

তাহলে মোদির কী ভবিষ্যৎ? সংঘ সূত্র বলছে, বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী এমনিতেই পঁচাত্তর বছর বয়সের পর মোদিকে দল এবং সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়তে হবে। মোদির পঁচাত্তর হতে আর খুব দেরিও নেই। কিন্তু মোদির মতো ক্ষমতাপিয়াসি ব্যক্তি সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন এটা ভাবতে একটু কষ্ট হয়। সেই ভাবনা মাথায় রেখেই মোদি বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সংঘ।

২০২৪-এ বিজেপির ভোটের ফল খারাপ হওয়া, মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশে সংঘের সক্রিয়তায় সাফল্যের মুখ দেখা মোদি বিদায়ের পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছে।

মোদির রাজনৈতিক গুরু ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। গুজরাট দাঙ্গার পরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর রোষের মুখে যখন পড়েছিলেন মোদি, তখন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আদবানিই। মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসে গুরুকে বানপ্রস্থে পাঠাতে দেরি করেননি। বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, আদবানির রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছাটিকেও মোদি মর্যাদা দেননি। যিনি নিজের লার্জার দ্যান লাইফ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সদাই ব্যস্ত, তিনি কি এত সহজে আদবানি হতে চাইবেন? নাকি শেষবারের জন্য সংঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে নামবেন। প্রশ্ন সেটাই।

মোদি বিদায়ের পর তাহলে কে? সংঘের সূত্র বলছে, সেই দৌড়ে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথের থেকে অনেক এগিয়ে নাগপুরের ঘরের ছেলে নীতিন গড়করি।

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

নিউজ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : ১ ডিসেম্বর দিনটি পালিত হয় বিশ্ব এইডস বিরোধী দিবস হিসেবে। রবিবার এই উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হল উত্তর দিনাজপুর ও বামনগোলার বিভিন্ন এলাকায়।

সিনির উদ্যোগে ও পুরসভার সহযোগিতায় রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যাল পার্কে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, অতনুবন্ধু লাহিড়ি, চৈতালি ঘোষ সাহা প্রমুখ। সিনির ইউনিট কোঅর্ডিনেটর সুশোভন দাস বলেন, 'মা ও শিশুদের মধ্যে এইডস সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার জন্য এই কর্মসূচি। মা ও শিশুদের নিয়ে খেলার আয়োজন করা হয়। একটাই বার্তা দেওয়া হয়, যাঁরা এইডস আক্রান্ত, তাঁদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাঁরাও আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবেন।'

জেলাজুড়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হলেও সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের ওষুধ আনার ঝঞ্ঝাটের কথা উঠে এল রায়গঞ্জে। এইডস রোগীদের দাবি, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ হেমতাবাদ ব্লকের রোগীরা যাতায়াতের ঝামেলা এড়াতে অনেকেই আর নিয়মিত ওষুধ খান না।

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স দীর্ঘদিন ধরে এইডস সমন্ধে সচেতনতা তৈরি করতে কাজ করে আসছে। সংগঠনের সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'সীমান্ত গ্রামে ভয়ংকরভাবে এইডস-এর সংক্রমণ হচ্ছে। ফলে রায়গঞ্জে এইডস রোগ চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

যদিও এদিন জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ (৪) মলয় আদক বলেন, 'আসলে এই এলাকার রোগীরা এই অঞ্চলের হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিতে চান না। তাই দূরের হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা ও ওষুধ সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে রায়গঞ্জে একটি লিঙ্ক এআরটি সেন্টার চালু রয়েছে, যেখান থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ওষুধ দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য ইসলামপুরে যেতেই হবে।'

রবিবার বিশ্ব এইডস দিবসে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে একটি রক্তদান শিবির হল বামনগোলায়। খুটাদহ বটতলি মহানাম সংকীর্তন কমিটির মানবিক উদ্যোগে শিবিরটি হয়।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে পথে সিটু

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১ ডিসেম্বর : ফরাক্কায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবার পথে নামল সিটু। শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে একটি মিছিল রবিবার সকালে ব্যারেজ কলোনি পরিক্রমা করে। মিছিলে স্লোগান তোলেন সম্পাদক দিলীপ মিশ্র, আমিনুল হোসেন মিয়াঁ, মতিউর রহমান প্রমুখ। সিটু নেতা রবীন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'প্রায় মাসখানেক হল ব্যারেজে আউটসোর্সিংয়ে ১২ জন এবং কনটিনজেন্সিতে ১২ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। এঁদের অবিলম্বে কাজে পুনর্বহাল না করা হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। ইতিমধ্যেই ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি।'

তাঁর মত, 'কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্রমনীতি গ্রহণ করছে, রাজ্য তাতে মদত দিচ্ছে। ফলে শ্রমিক নিয়োগ হচ্ছে। আবার পরমুহূর্তেই ছাঁটাই হচ্ছে। একে তো কর্মসংস্থান নেই, বেকারত্ব বাড়ছে। ফরাক্কায় এনটিপিসি এবং ব্যারেজ দুটো প্রোজেক্ট, সেখানে এনটিপিসিতে শ্রমিকদের আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগ হলেও শ্রমিক ছাঁটাই করা হয় না। শুধু ঠিকাদার পরিবর্তন হয়। কিন্তু ব্যারেজে ছাঁটাই করা হচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাই হলে তাঁদের পরিবার পথে বসে পড়বে, এটা আমরা কখনোই মেনে নেব না।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি আউটসোর্সিংয়ে ঠিকাদারের মাধ্যমে এজেন্সি নিয়োগ করে বেশ কিছু শ্রমিককে কাজে বহাল করা হয়েছিল এবং কনটিনজেন্সিতে কাজ করছিলেন বেশ কিছু জন।

ঝুঁকির চলাচল

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : দত্তমাটি রাস্তার শেষে একটি সেতু দীর্ঘদিন ধরে রেলিংহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেতু সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। তাদের কাছে এই সেতু মরণফাঁদ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা মন্টু মণ্ডল, দেবিকা সরকার এবং মঈনুল মণ্ডল বলেন, সেতু দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোনও বিকল্প রাস্তা না থাকায় মানুষ বাধ্য হয়ে এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছেন। একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

বাঁশবাগানে

প্রথম পাতার পর

পারেনি। মাঝে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সে সময় ওর মা দেখতে পাওয়ায় সেবারের মতো রক্ষা পায়।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি জানিয়েছেন, 'হুমায়ুনের ভাইয়ের কথা অনুযায়ী, আগেও হুমায়ুন কবির বাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আজ তাঁর কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য কঙ্কালটি রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।'

হুমায়নের এক কাকা, আটিয়ার বাসিন্দা শেখ সুফিয়ান জানালেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করত হুমায়ুন। বছরখানেক আগে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরে বিয়ে করে সে। একটি সন্তানও আছে। পাঁচ মাস আগে হুমায়ুনের স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল হুমায়ুন। প্রায় আড়াই মাস আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে। বাড়ির সবাই ভেবেছিল, ও ফের দিল্লিতে কাজ করতে চলে গিয়েছে। তাই তারা থানায় কিছু জানায়নি। আজ বাঁশবাগান থেকে ওর কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। খুব প্রয়োজন না পড়লে সচরাচর কেউ ওই বাগানের ভিতর যায় না।'

এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, লতাপাতায় ঘেরা একটি গাছের মধ্যে গামছা ঝুলছে। ঠিক তার নীচে একটি ছিন্নভিন্ন নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। কঙ্কালের গায়ের জামা ও প্যান্ট কালচে হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষ ভিড় করে রয়েছেন। হুমায়ুনের ভাইরা দেহ শনাক্ত করছেন।

জাতীয় সড়ক থেকে সরল বিদ্যুতের খুঁটি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : অবশেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-য়ের খবরের জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের তুলসীহাটা ভবানীপুর সার্ভিস রোড ঘেঁষে থাকা দুটি হাইটেনশনের খুঁটি সরানোর উদ্যোগ নিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যুৎ দপ্তর যৌথ উদ্যোগে শনিবার বিপজ্জনক খুঁটি তুলে নেয়। দীর্ঘদিন বাদে হলেও প্রশাসনের ঘুম ভাঙায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে এই রাস্তায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন প্রাতর্ভ্রমণকারীর। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের পাশে বিদ্যুতের বেশ কয়েকটি খুঁটি এখনও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ভবানীপুরের দুটি খুঁটি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে রয়েছে। এই খুঁটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বহুবার আবেদন করা হলেও সড়ক কর্তৃপক্ষ কিংবা বিদ্যুৎ দপ্তর শোনেনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই প্রশাসন উদ্যোগী হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদগুপ্ত বলেন, 'এই সার্ভিস রোডের গা ঘেঁষে দুটি বিদ্যুতের খুঁটি কার্যত মরণফাঁদ হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন আগে এই রাস্তায় দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। তার পর থেকে এই খুঁটিগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য বারবার আবেদন করি। অবশেষে এই খুঁটি দুটি সরিয়ে নেওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে।'

জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার আধিকারিক শংকর সাধু জানান, 'জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা থাকায় পোল দুটি সরাতে দেরি হল। আমরা আজকেই এই বিদ্যুতের পোল দুটি সার্ভিস রোডের পাশ থেকে সরিয়ে নেব।'

খেলায় আজ

২০১৯ : রেকর্ড সংখ্যক ষষ্ঠবার ব্যালন ডি'অর জিতলেন লিওনেল মেসি। প্যারিসে ব্যালন জয়ের পথে তিনি নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে পেছনে ফেলে দেন।

সেরা অফবিট খবর

সংস্কৃত থেকে রোহিতের ছেলের নাম

অভিনব উপায়ে রোহিত শর্মার সদ্যোজাত পুত্রের নাম তাঁর স্ত্রী রীতিকা প্রকাশ্যে এনেছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে চারটি পুতুলের ছবি দিয়ে তাদের মাথায় টুপিতে পরপর তাঁদের চারজনের নাম লেখেন। যেখানে একটি ছোট পুতুলের টুপিতে অহান লেখা রয়েছে। যা সংস্কৃত 'অহ' শব্দ থেকে নেওয়া। যার অর্থ জাগ্রত করা। আর অহানের অর্থ সূর্যোদয়, সূর্যের প্রথম কিরণ ইত্যাদি। এই নামের ব্যক্তিরা অন্যের থেকে শেখার বা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ভাইরাল

মেজাজে হিটম্যান

ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরেই চেনা মেজাজে রোহিত শর্মা। ২৩ নম্বর ওভারে হর্ষিত রানার বাউন্সার ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্যাটার অলিভার ডেভিস। সেইসময় উইকেটকিপিং করা সরফরাজ খান বল তালুবন্দি করতে পারেননি। বল হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি যখন মাটি থেকে বল তুলছেন রোহিত এসে তাঁর পিঠে কিল মারেন। মজা করে হিটম্যানের এই কাণ্ড দেখে অনেকের রসিকতা, 'বড়দা এসে গিয়েছে।'

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন উত্তম রাই (মাঝে)। ম্যাচে তাঁর দল মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে।

সংখ্যায় চমক

৫৩/১০

কোচবিহার ট্রফিতে রাজস্থানের প্রথম ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছে বিহারের সুমন কুমার। বিহারের পেসার ৩৩.৫ ওভার বল করে ২০টি মেডেন রেখে ৫৩ রান দিয়ে এই কৃতিত্ব গড়েন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথম গোলাপি বল টেস্টে প্রতিপক্ষ কারা ছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. অ্যান্ডি মারে, ২. রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, অসীম হালদার।

প্রস্তুতি ম্যাচে দাপট তরুণ ব্রিগেডের

মিডল অর্ডারে খেলার ইঙ্গিত রোহিতের

৪ উইকেট নিয়ে মেজাজে হর্ষিত রানা।

প্রধানমন্ত্রী একাদশ-২৪০
ভারত-২৫৭/৫

ক্যানবেরা, ১ ডিসেম্বর : দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ।

শনিবার প্রথম দিনের খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় যা বদলে যায় ৫০ ওভারের ম্যাচে। গোলাপি বলে প্র্যাকটিসের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়ে ফিরল ভারত।

তারুণ্যের তেজ। প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিতে সেটাই যথেষ্ট। বল হাতে হর্ষিত রানা (৪/৪৪), ব্যাটিংয়ে শুভমান গিল (অপরাজিত ৫০ অবসৃত), যশস্বী জয়সওয়াল (৪৫), নীতীশকুমার রেড্ডি (৪২), ওয়াশিংটন সুন্দরদের (৪২) মিলিত প্রয়াসের অনায়াস জয়।

ব্যাটে-বলে আধিপত্য দেখিয়ে চলতি সফরে প্রথম ট্রফি লাভ। প্রস্তুতি ম্যাচে পাওয়া যে ট্রফি নিয়ে রোহিত শর্মাদের উৎসাহ দেখার মতো। ম্যাচে না খেললেও ট্রফি হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না ঋষভ পন্থ। অবশ্য আসল লক্ষ্য বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি, বলার অপেক্ষা রাখে না।

পারথ টেস্টে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। ৬ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্ট জিতে স্কোরলাইন ২-০ করা পাখির চোখ। আর আসন্ন যে দিনরাতের টেস্ট দ্বৈরথের পূর্বে ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত রোহিতের।

টেস্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট, ওপেনিং পছন্দের জায়গা। একাধিকবার বলেওছেন। দলের স্বার্থে সম্ভবত পছন্দের জায়গা ছাড়তে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত। রোহিত ফিরলেও যশস্বী-লোকেশ রাহুল এদিনও ওপেন করেন। তিনে শুভমান। রোহিত নিজে চার নম্বরে!

রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথ টেস্টে সফল যশস্বী-লোকেশ জুটি। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুততরানের পার্টনারশিপে ম্যাচের ভাগ্যও গড়ে দেন। দুই ইনিংসেই নতুন বলে লোকেশকে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। সফল জুটি না ভাঙার ইঙ্গিত প্রস্তুতি ম্যাচে।

এদিনও ৪৪ বলে ২৭ করার পর বাকিদের প্র্যাকটিস দিতে মাঠ ছাড়েন লোকেশ। যতক্ষণ ছিলেন গোলাপি নতুন বলে নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। যশস্বী চেনা মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোহিতের যে পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। তাঁদের বিশ্বাস, গোলাপি টেস্টেও ওপেনিংয়ে যশ-লোকেশ জুটি সফল হবে।

রোহিত সেক্ষেত্রে পাঁচে খেলবেন। তিনে শুভমান, চারে বিরাট কোহলি। ছয়ে ঋষভ পন্থ। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় ওপেনিং জুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ডান-বাঁ কম্বিনেশনে যশস্বীকে ওপেনিংয়ে খেলাতে

৫০ রানের ইনিংসে আস্থা জোগালেন শুভমান গিল।

শেষপর্যন্ত শুভমানকে পিছিয়ে তিনে নামানো হয়।

এবার হয়তো লোকেশকে জায়গা দিতে নিজেই মিডল অর্ডারে নামতে চলেছেন রোহিত। অভিষেক টেস্টে ৬ নম্বরে নেমে ১৭৭ রানের সুবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন হিটম্যান। দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে ফের মিডল অর্ডারের পথে রোহিত।

ব্যাটার রোহিতকে নিয়ে চিন্তা যাচ্ছে না। চার নম্বরে নামলেও এদিন ফের অফস্টাম্পের বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ প্র্যাকটিস করালেন। ১১ বলে ৩। পারথে খেলেননি। অ্যাডিলেডে নামার আগে বাইশ গজে আরও কিছুটা সময় কাটানো দরকার ছিল রোহিতের।

বিরাট আবার ব্যাটিংয়ের রাস্তাতেই হাঁটেননি। ম্যাচ প্র্যাকটিসের বদলে নেটে জসপ্রীত বুমরাহর বিরুদ্ধে ঘাম ঝরালেন। ঋষভ সম্পূর্ণ বিশ্রামে। উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বে সরফরাজ খান! নিজেকে নতুনভাবে চেনালেন সরফরাজ, তবে ব্যাটিং-ব্যর্থতা কাটছে না সরফরাজের (১)। অ্যাডিলেড টেস্টের ভাবনায় অবশ্য নেই সরফরাজ।

স্বস্তি দিচ্ছে ৬ ডিসেম্বর গোলাপি টেস্টের সম্ভাব্য একাদশের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের ফর্ম। শুরুটা হর্ষিতের হাত ধরে। বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে তৃতীয় পেসারের দায়িত্বে পারথে অভিষেক টেস্টে সাফল্য পেয়েছিলেন। এদিন ঝোলায় ৪৪ রানে চার শিকারে। এরমধ্যে ৬ বলের বিধ্বংসী স্পেলে ১৩১/২ থেকে প্রধানমন্ত্রী একাদশকে ১৩৩/৬ করে দেন হর্ষিত।

আকাশ দীপ দুই উইকেট নেন। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মাঝে ব্যতিক্রম বছর উনিশের স্যাম কোনস্টাস। কেন তাকে অজি ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বলা হয়, ১০৭ রানের ইনিংসে বোঝালেন। তবে গোলাপি টেস্টে জোশ হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডকে উইকেট না দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিলেন গৌতম গম্ভীরের ছেলেরা। ৪৩ ওভারের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২৪০ স্কোর পেরিয়ে গেলেও, প্রস্তুতির জন্য পুরো ৪৬ ওভার খেলা হয়। ভারত করে ২৫৭/৫।

নিজের প্র্যাকটিসের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলেও রোহিত খুশি দলের পারফরমেন্সে। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'দারুণ জয়। দলগত প্রচেষ্টার কথা বলব। দুর্ভাগ্য, পুরো ম্যাচটা পেলাম না। তবে যতটুকু সময় পেয়েছি, তার মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা।'

সামির টেস্টে ফেরা এনসিএ-র হাতে

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে কি দেখা যাবে মহম্মদ সামিকে? উত্তর আপাতত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কাছে। যাদের সবুজ সংকেতের ওপরই নির্ভর করবে সামির টেস্ট প্রত্যাবর্তন।

বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। রনজি ট্রফির পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তেও বাংলা দলে নিয়মিত। উইকেটের মধ্যেও রয়েছেন। যদিও মহম্মদ সামির ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

রবি শাস্ত্রীর মতো কেউ কেউ পত্রপাঠ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর দাবি তুলেছেন। যুক্তি, সামি থাকলে জসপ্রীত বুমরাহ একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ বোলিং সঙ্গী পাবেন। পেস আক্রমণ অনেক ধারালো হবে। টিম ম্যানেজমেন্টও সামিকে দলে পেতে আগ্রহী।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এরকম কোনও পদক্ষেপের আগে সামির ফিটনেস নিয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হতে চাইছে। একমাত্র এনসিএ-র থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই অজিগামী বিমানে সামিকে তোলার ভাবনা।

মুস্তাক আলিতে খেলবেন সূর্য

বোর্ডের স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট নজর রাখছেন তারকা পেসারের ওপর। চোট সারিয়ে যেভাবে মাঠে ফিরেছেন, এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সবকিছু। তবে টেস্টের ধকল ও চাপ অনেক বেশি। তাই সামির ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতির পক্ষেই এনসিএ।

এদিকে, মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের বাকি ম্যাচে খেলবেন সূর্যকুমার যাদব। পরের ম্যাচ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর। সপ্তাহ দুয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে অন্ধ্র ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন ঘটছে ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়কের। নেতৃত্বে অবশ্য শ্রেয়স আইয়ারই। ২১ ডিসেম্বর শুরু ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটের বিজয় হাজারে ট্রফিতেও খেলবেন বলে জানিয়েছেন সূর্য।

অভিষেক-করণ ঝড়ে জয়ী বাংলা

মেঘালয়-১২৭/৬ বাংলা-১২৮/৪ (১১.৫ ওভারে)

রাজকোট, ১ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের রাস্তায় ফিরল বাংলা। ব্যাটে-বলে মেঘালয়কে পর্যুদস্ত করল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। প্রথমে ব্যাটিং করে মেঘালয় ২০ ওভারে ১২৭/৬ স্কোর তুলতে সক্ষম হয়। জবাবে মাত্র ১১.৫ ওভারেই জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা।

জয়ের নায়ক অভিষেক পোড়েল ৩১ বলে ৬১ রান করে অপরাজিত থাকেন। অপর ওপেনার করণ লালের ব্যাট থেকে আসে ১৬ বলে বিস্ফোরক ৪২। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে হারে ধাক্কা খেয়েছিল বাংলার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র অভিযান। টানা তিন ম্যাচ জেতার পর রজত পাতিদার, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের লড়াকু ব্যাটিংয়ের সামনে আটকে যায়। এদিন তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে কোনওরকম ভুলচুক করেনি।

বোলাররা জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন। মহম্মদ সামি এদিন উইকেটহীন থাকলেও দলকে ভরসা জোগান সায়ন ঘোষ (২/২৫) ও প্রয়াস রায়বর্মন (২২/২)। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (৯/১)। সায়ন-প্রয়াসদের দাপটের সামনে মেঘালয়ের পক্ষে রান পান শুধু আরিয়েন সাংমা (৩৭) ও ল্যারি সাংমা (৩৮)।

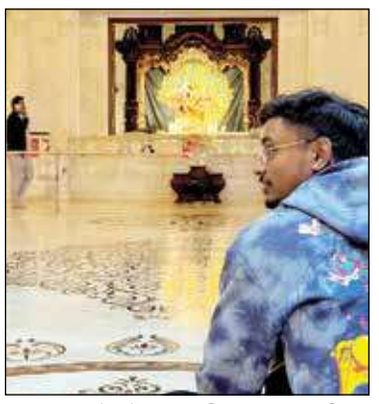

রাজকোটের ইসকন মন্দির থেকে একদিন আগেই ঘুরে এসেছিলেন অভিষেক পোড়েল।

মেঘালয় একসময় ৬৩/০-র সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকলেও শেষপর্যন্ত ১২৭ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেয় বাংলার বোলাররা। সহজ লক্ষ্যকে আরও সহজ করে দেন অভিষেক পোড়েল (৩৭ বলে অপরাজিত ৩১) ও করণ লাল (১৬ বলে ৪২)। মাত্র ৫.৪ ওভারে ওপেনিং জুটিতে ৮০ রান তোলেন দুইজনে। করণ ফেরার পর অবশ্য হঠাৎ ধস নামে বাংলা ইনিংসে। হাবিব গান্ধি, রনজ্যোৎ খায়রা, সুদীপ ঘরামি-তিনজনই রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ। শূন্যতে ফেরেন। ৮০/০ থেকে ৮ বলের মধ্যে ৮৩/৪। তবে অঘটন ঘটতে দেননি অভিষেক। ঋত্বিককে (অপরাজিত) সঙ্গে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ৪৫ রান যোগ করে জয় এনে দেন। এদিনের জয়ের সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র পয়েন্ট টেবিলে ৫ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বাংলা।

ছেলে ইজহানকে নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের জার্সি গায়ে সানিয়া মির্জা বুন্দেশলিগার ম্যাচ দেখলেন। ম্যাচটি বায়ার্ন ১-১ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ড্র করে।

শুধু সম্মান চাই, জিন্দালের কাছে দাবি লোকেশের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি সেভাবে।

কিন্তু লখনউ সুপার জায়েন্টস কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার অপমানের ক্ষত সহজে যাওয়ার নয়, যায়ওনি। তাই নতুন দল দিল্লি ক্যাপিটালসের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় লোকেশ রাহুলের মূল দাবি—প্রাপ্য সম্মানটুকু চাই শুধু। লোকেশের যে দাবির কথা এদিন প্রকাশ্যে আনেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম শীর্ষকর্তা পার্থ জিন্দাল।

নিলামে ১৪ কোটিতে লোকেশকে দলে নিয়েছে দিল্লি। কলকাতা নাইট রাইডার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু চাইলেও শেষপর্যন্ত বাজিমাত। সম্ভাব্য অধিনায়কও ধরা হচ্ছে। নিলামের পরই লোকেশের সঙ্গে ফোনে কথা হয় পার্থ জিন্দালের। টিম দিল্লির কর্ণধার বলেন, 'লোকেশ আমাকে বলে, 'আমি শুধু ক্রিকেট খেলতে চাই। ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের সমর্থন, ভালোবাসা চাই। চাই সম্মান। পার্থ আমি জানি, এসব কিছু তোমার থেকে পাব। বন্ধুর হয়ে, বন্ধুর জন্য মাঠে নামব, আমি রীতিমতো উত্তেজিত। আমিও কখনও আইপিএল জিতিনি। দিল্লিও নয়। এবার একসঙ্গে মিলে আক্ষেপ মেটাব।'

আইএসএলের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে একসঙ্গে পার্থ-লোকেশকে দেখা গিয়েছে। পার্থ জিন্দাল বলেন, 'লোকেশ খুব খুশি। দিল্লি দলের অংশ হতে পেরে উত্তেজিতও। দীর্ঘদিন ধরে আমাকে

'অর্থের জন্য দিল্লি ছাড়েনি ঋষভ'

জানে। বেঙ্গালুরুর ছেলে। বেঙ্গালুরু এফসির (আইএসএলের ফুটবল দল) মালিকানা রয়েছে আমার। বেশ কিছু ফুটবল ম্যাচ একসঙ্গে মাঠে বসে দেখেছি। ওর স্ত্রী আথিয়া শেট্টি আমার পরিচিত, পারিবারিক বন্ধুও।'

ঋষভ পন্থকে নিয়েও মুখ খুলেছেন। পার্থ জিন্দালের দাবি, অর্থ নয়, ভাবনার পার্থক্যের কারণেই ঋষভ-দিল্লি সম্পর্কচ্ছেদ। নিলামেও একটা মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যদিও ২৭ কোটির বিশাল দর তাঁদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। বলেন, 'দল পরিচালনা নিয়ে ভাবনার পার্থক্য ছিল আমাদের। ও একভাবে চাইছিল, আমরা অন্যভাবে। সম্পর্কচ্ছেদের মূল কারণ যা, অর্থ নয়। ঋষভের জন্য অর্থ কখনও ইস্যু ছিল না। আমাদের কাছেও নয়। শেষদিকে একটা মরিয়া প্রয়াস করেছিলাম। যদিও তা সফল হয়নি। নিলামে রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে ঋষভকে ফেরাতে ২০.২৫ কোটি ধরা ছিল। ২২-২৩ পর্যন্ত সম্ভব হত। কিন্তু ২৭ কোটি (লখনউ সুপার জায়েন্টস) আমাদের বাজেটের বাইরে ছিল।'

অশ্বীনের বিকল্প সুন্দর, মত হরভজনের

বুমরাহর জন্য ৫২০ কোটিও কম : নেহেরা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিলাম টেবিলে ঝড় উঠবে নিশ্চিত ছিল।

ঋষভ পন্থের ২৭ কোটি টাকার দর সেই প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন জসপ্রীত বুমরাহ যদি নিলামের তালিকায় থাকতেন? কত দর উঠত? ৫২০ কোটি টাকাও নাকি কম পড়ে যেত! এমনই দাবি আশিস নেহেরার।

গুজরাট টাইটান্সের হেডকোচ তথা প্রাক্তন পেসার নেহেরা বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর বুমরাহ পারথ টেস্টে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, এককথা অসাধারণ। ওকে হারানো সহজ নয়। বুমরাহ নিলামের তালিকায় থাকলে অনেক কিছুই হতে পারত। হয়তো ৫২০ কোটি টাকাও কম পড়ে যেত।'

> অশ্বীনের বয়স এখন ৩৮। বাস্তব বুঝতে হবে। সুন্দরকে দলের সঙ্গে রাখার কারণ সেটাই। অশ্বীন অবসর নিলে সেই জুতোয় যাতে পা রাখতে পারে ওয়াশিংটন। আমার ধারণা সেপথেই এগোচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টও।
>
> **হরভজন সিং**

গুজরাটের হয়ে নিলাম টেবিলে উপস্থিত থাকা নেহেরার মতে, বুমরাহ হল যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার। বহু ম্যাচে ভারতের জয়ের কান্ডারি। রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টে নেতৃত্বের বাড়তি চাপও ছিল বুমরাহর কাঁধে। কিন্তু বোলিং এবং নেতৃত্ব, জোড়া চাপ যেভাবে সামলেছে, কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয়।

হরভজন সিংয়ের মুখে আবার ওয়াশিংটন সুন্দরকে ঘিরে আগামীর ভাবনা। প্রাক্তন অফির মতে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিকল্প হিসেবে সুন্দরকে প্রস্তুত রাখা উচিত ভারতীয় থিংকট্যাংক ও নির্বাচকদের। পারথ টেস্টে অজি-বধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সুন্দরের। এদিন প্রস্তুতি ম্যাচেও ব্যাটে-বলে ছাপ রাখেন।

হরভজনের মতে, অশ্বীন ভারতীয় দলের জার্সিতে দুর্দান্ত কাজ করেছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ভাবনায় বিকল্প প্রস্তুত রাখতে হবে। 'অশ্বীনের বয়স এখন ৩৮। বাস্তব বুঝতে হবে। সুন্দরকে দলের সঙ্গে রাখার কারণ সেটাই। অশ্বীন অবসর নিলে সেই জুতোয় যাতে পা রাখতে পারে ওয়াশিংটন। আমার ধারণা সেপথেই এগোচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট,' দাবি হরভজনের।

ওয়াশিংটন সুন্দর ব্যাট হাতে ভরসা জোগালেও ৩ রানে আউট হয়ে চিন্তা বাড়ালেন রোহিত শর্মা। ক্যানবেরা।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট নিয়েও আত্মবিশ্বাসী হরভজন। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, বাকি চার ম্যাচের একটাতে জিততে পারলেই টানা তৃতীয়বার ফাইনালে পা রাখবে ভারত। অবশ্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে মাথাব্যথার বদলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে মনোনিবেশ করুক রোহিতরা, পরামর্শ হরভজনের।

ষষ্ঠ রাউন্ডও ড্র গুকেশের

৪৬ চালের পর ডিং লিরেনের সঙ্গে ম্যাচ ড্র রাখলেন গুকেশ।

সিঙ্গাপুর, ১ ডিসেম্বর : বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে চিনের তারকা দাবাড়ু ডিং লিরেনের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। চতুর্থ, পঞ্চমের পর ষষ্ঠ রাউন্ডও নিষ্ফলা। সিরিজে এই নিয়ে চতুর্থ গেম ড্র হল।

রবিবার বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়েই শুরু করেন গুকেশ। লিরেনও অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। শেষপর্যন্ত দুই তারকার লড়াই হল ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। শুরুতে দ্রুত চাল দিলেও পরের দিকে বেশ কয়েকবার অতিরিক্ত সময় নেন গুকেশ। অন্যদিকে লিরেন সময় নিলেও তা তুলনায় কম। এদিন একটা সময়ে অবশ্য জয়ের আশাও দেখেছিলেন ভারতের ১৮ বছরের দাবাড়ু। তবে শেষপর্যন্ত গেম ড্র হয় ৪৬টি চালের পর।

ষষ্ঠ গেমের পর এইমুহূর্তে দুজনই ৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। জয়ের জন্য দরকার আরও ৪.৫ পয়েন্ট। সোমবার বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবার সপ্তম গেমে বসবেন গুকেশ-লিরেন।

চতুর্থ ইনিংসে নজির রুটের

ক্রাইস্টচার্চ, ১ ডিসেম্বর : ব্রাইডন কার্সের (৪২/৬) দাপুটে বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৮ উইকেটে জিতল ইংল্যান্ড। দুই ইনিংস মিলিয়ে কার্সের শিকার ১০ উইকেট। জ্যাকব বেথেলের পর প্রথম ইংরেজ জোরে বোলার হিসেবে কার্স বিদেশের মাটিতে ১৬ বছর বাদে টেস্টে ১০ উইকেটে নিলেন। প্রথম ইনিংসে তিনি করেছিলেন মূল্যবান ৩৩ রান। যার সুবাদে ম্যাচের সেরা তিনিই। জয়ের পর কার্স বলেছেন, 'নিজের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। দলগত প্রচেষ্টাই এই সাফল্যের কারণ। সবাই নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। পিচে যথেষ্ট ক্যারি ও বাউন্স থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে।'

প্রথম টেস্ট জিতল ইংল্যান্ড

রবিবার সকালে নিজের প্রথম ওভারেই কার্স দুই উইকেট নেন। সেখানেই শেষ হয়ে যায় কিউয়িদের যাবতীয় প্রতিরোধ। ড্যারিল মিচেল (৮৪) কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকেও ফেরান কার্স। ফলে ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১০৪ রান। যা মাত্র ১২.৪ ওভারে তুলে নেন জো রুটরা। ১৫ বলে অপরাজিত ২৩ রানের ইনিংসে রুট এদিন আরও একটি নজির গড়লেন। শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান (১৬৩০) এখন রুটের দখলে।

রবিবার পঞ্চম ওভারে বোলিংয়ের সময় কোমরের নীচে অস্বস্তি অনুভব করেন বেন স্টোকস। ওভার শেষ না করেই তিনি উঠে যান। যদিও ম্যাচের পরে স্টোকস বলেছেন, 'ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না।'

জ্যাকব বেথেলকে নিয়ে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে ফিরছেন জো রুট। ক্রাইস্টচার্চে রবিবার।

> নিজের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। দলগত প্রচেষ্টাই এই সাফল্যের কারণ। সবাই নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। পিচে যথেষ্ট ক্যারি ও বাউন্স থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে।
>
> **ব্রাইডন কার্স** (টেস্টের সেরা)

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নিগ্ধ ঘোষ :** শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমার জীবনের সাফল্য কামনা করি। **বাবা, মা ও পরিবারবর্গ।** চিলড্রেন পার্ক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

মারেকে কোচ পাওয়ার অপেক্ষায় জকো

বেলগ্রেড, ১ ডিসেম্বর : ২০২৫-এর শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে নোভাক জকোভিচ-অ্যান্ডি মারে যুগলবন্দি। জোকারের দায়িত্ব নিয়েই কোচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ টেনিস তারকা।

মারেকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করে টেনিস বিশ্বকে একপ্রকার চমকই দিয়েছেন জকোভিচ। জোকার জানালেন, অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁকে কোচ হিসাবে বেছে নেওয়া। সার্বিয়ান তারকা বলেন, 'কোচ হিসাবে বেশ কিছু নাম আলোচনায় ছিল। তবে আমি এমন কাউকে চাইছিলাম যিনি একাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন, আমার মতো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়েও গিয়েছেন। সেই সময় আমার টিমের সঙ্গে আলোচনায় মারের নাম উঠে আসে।'

একইসঙ্গে জকোভিচ বলেন, 'এই ভাবনার পিছনে দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল। কারণ গোরান ইভানিসেভিচ আমার সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। অনেক সাফল্য পেয়েছি তাঁর হাত ধরে। কোচ পরিবর্তন করব এটা ভাবতেই ছয় মাস সময় লেগেছে।' জোকার মনে করছেন, 'অ্যান্ডি মারের কাছেও প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল। যে কারণে কয়েকদিন পর এটা গ্রহণ করেন।'

লা লিগায় বড় ব্যবধানে জয়ের পর আতোয়াঁ গ্রিজম্যান। ভায়াডোলিডে।

গোলের উৎসব অ্যাটলেটিকোর

ভায়াডোলিড, ১ ডিসেম্বর : বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে প্রায় সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ভারতীয় সময় শনিবার রাতে রিয়াল ভায়াডোলিডকে হারিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে ব্যবধান আরও কমিয়ে নিল দিয়েগো সিমিওনের দল।

দুর্বল ভায়াডোলিডকে সামনে পেয়ে এদিন গোলের উৎসবে মাতলেন হুলিয়ান আলভারেজ, রডরিগো ডি পলরা। অ্যাটলেটিকো ম্যাচ জিতল ৫-০ গোলে। যদিও প্রতিপক্ষকে তাদের মাঠে মেপে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয় অ্যাটলেটিকো। প্রথম গোলটি আসে ২৬ মিনিটে ক্লেমেন্ট লেনগ্লেটের পা থেকে। ৯ মিনিটের ব্যবধানে দ্বিতীয় গোলটি করেন হুলিয়ান। মাঝে দিয়েগো সিমিওনের পুত্র জিওভানি বল জালে জড়ালেও ভিএআরে তা বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এদিকে দ্বিতীয় গোলের ঠিক দুই মিনিট পর এই মরশুমে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের জার্সিতে মরশুমের প্রথম গোলটি করে ব্যবধান ৩-০ করেন ডি পল।

দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে বাকি দুই গোল করেন আঁতোয়া গ্রিজম্যান ও আলেকজান্ডার সারলথ। যদিও দুই গোলের মাঝে সময়ের ব্যবধান ৪০ মিনিট। আসলে প্রথমার্ধের মতো দাপট বিরতির পর দেখাতে পারেনি সিমিওনে ব্রিগেড। সেই সুযোগে কিছুটা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ভায়াডোলিড। এই সময় গোল লক্ষ্য করে একাধিক শট নিলেও বল জালে জড়াতে পারেনি তারা।

কামিংসের গোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

বাগান সমর্থকরা হৃদয় ছুঁয়েছেন স্টুয়ার্টের

জেসন কামিংসের সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নায়ক গ্রেগ স্টুয়ার্টও।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সমর্থকরা উজাড় করে যে ভালোবাসা দেন তাঁদের, তার প্রতিদান না দিলে অন্যায় করা হয়।

জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্ট নামগুলো শুধু বদলে বদলে যায়। কিন্তু এঁদের সকলেরই হৃদয়ে এখন সবুজ-মেরুন রং এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতি ভালোবাসার জায়গাটা পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমে গোল করা কামিংস যখন ধরা গলায় বলেছেন, 'আমাদের সমর্থকরা এশিয়ার সেরা', তখন স্টুয়ার্টের গলায় উচ্ছ্বাস, 'আগের ম্যাচটায় চোটের জন্য আমি গ্যালারিতে ছিলাম। সেখানে বসে ওই যে বিশাল টিফোটা ওরা এনেছিল, ওটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন টিফো, দূরদেশে এসে এমন ভালোবাসা আর কখনও দেখিনি, কোথাও পাইনি। এদেশে আমার অনেকগুলো মরশুম হয়ে গেল। কিন্তু এই পাগলামি, এই ভালোবাসা শুধু এখানেই দেখতে পাচ্ছি। কলকাতায় আসার পর থেকেই মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। বিমানবন্দরে নামার দিন জয়ধ্বনি থেকে শুরু হয়েছিল। যে কোনও বিদেশি খেলোয়াড়ের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। এখানে প্রত্যেকে এত ভালো! সমর্থকরা সব ম্যাচে আসছে, পাশে থাকছে, এর থেকে বেশি আর আমাদের কী চাই! আশা করি, মরশুমের শেষে আমরা সবাই মিলে এই সাফল্য উদযাপন করতে পারব। কাজটা সোজা নয়, এটাও জানি। তবে সমর্থকদের ভালোবাসায় সব সম্ভব।' মাত্র দশ মিনিট মাঠে ছিলেন শনিবার রাতে। আর তাতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো আছড়ে পড়ে উড়িয়ে দিলেন চেন্নাইয়ানকে। ম্যাচের পর কিন্তু তাঁর মুখে কামিংসের গোল করার কথা, 'আমার শটটা পোস্টে লেগে ফিরে আসার পরই নজরে আসে যে জেসন খুব ভালো জায়গায় আছে। তাই কয়েকটা পা ঘুরে আমার কাছে আসতেই ওকে বল বাড়াই। ও অসাধারণ ফিনিশ করেছে। দলে সুযোগ ও গোল পাচ্ছিল না ও। তাই খুব খুশি হয়েছি জেসন গোল পাওয়ায়। আসলে এই ম্যাচটা যে কঠিন হবে, এটা জানতাম। ওয়েন কোয়েলকে আমি খুব ভালো করে চিনি। জানতামই যে উনি আমাদের কাজটা কঠিন করে দেবেন। তবে শেষপর্যন্ত দল জিতেছে, এতেই আমি বেশি খুশি।'

তাঁকেই ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া হয়। নিজেই অবাক হয়ে গেছেন স্টুয়ার্ট। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি তো অবাক ম্যাচের সেরা হয়ে। সাধারণত গোটা ম্যাচ যারা খেলে তারাই সেরা হয়। এটা চমক আমার কাছে। কোচ যখন এসে বললেন, আমি সেরা তখন দুজনেই হেসে ফেলি। তবে আমার সেরা হওয়ার থেকেও দলের জয়টা বেশি জরুরি ছিল।' ওডিশা এফসি ও জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে খেলেননি স্টুয়ার্ট। চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে মাঠে নেমে কিছু করতে পারার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে জানালেন, 'গত দুই ম্যাচ চোটের জন্য খেলতে পারিনি। কিন্তু এই ম্যাচে মাঠে নামার সময়ে দলকে সাহায্য করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তখন ম্যাচ গোলশূন্য ছিল কিন্তু মাঠে নেমে প্রথম শটই যখন পোস্টে লাগল তখন মনে হচ্ছিল কিছু করতে পারব। হয়তো গোল আসবে। আর সেটা করতে পেরেছি বলে আরও ভালো লাগছে। জেসনের গোলটাও দুর্দান্ত।' তবে এখনও সম্পূর্ণ ফিট হননি, সেটা স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি, 'সামান্য ব্যথা এখনও অনুভব করছি। তবু মনে হয়েছে, ১০-১৫ মিনিট খেললে দলকে সাহায্য করতে পারব। আরও গোল হতে পারত। আমার শটই দুইবার পোস্টে লেগে ফিরে এল।'

প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বলেই ক্লিনশিট রাখা যে দলের জন্য খুব জরুরি সেটা তিনি মরশুমের শুরু থেকেই বলে আসছেন। শেষ ছয় ম্যাচের পাঁচটাতেই মোহনবাগান ডিফেন্সের ক্লিনশিট রাখতে পারাটা কি তাঁদের কাজটা সুবিধাজনক করে দিচ্ছে? প্রশ্ন করলে স্টুয়ার্টের উত্তর, 'আমাদের সব পজিশনের ফুটবলাররাই গোল করতে পারে। এমনকি ডিফেন্ডাররাও। তাই ক্লিনশিট রাখতে পারাটা জরুরি। আসলে আমরা যখন গোল করি তখন গোটা দল করি, আর গোল বাঁচাইও সবাই মিলে। আশা করি পরের ম্যাচগুলোতেও আমরা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব।'

> আগের ম্যাচটায় চোটের জন্য আমি গ্যালারিতে ছিলাম। সেখানে বসে ওই যে বিশাল টিফোটা ওরা এনেছিল, ওটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন টিফো, দূরদেশে এসে এমন ভালোবাসা আর কখনও দেখিনি, কোথাও পাইনি। এদেশে আমার অনেকগুলো মরশুম হয়ে গেল। কিন্তু এই পাগলামি, এই ভালোবাসা শুধু এখানেই দেখতে পাচ্ছি।
>
> **গ্রেগ স্টুয়ার্ট**

মিলিত শক্তি ইউএসপি হলেও তাঁর মতো ফুটবলার যে কোনও দলেরই সম্পদ। এই কথা এখন সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট থেকে সমর্থক, সবারই মুখে মুখে।

দল জিতেই ফিরবে, বিশ্বাস ছিল মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুরুতে সময় লাগলেও এখন নিজের দলটাকে তিনি চেনেন হাতের তালুর মতো। তাই চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে দল আটকে গেল বলে যখন অতি বড় মোহনবাগানীও কষ্ট পেতে শুরু করেছেন তখনও তাঁর নিজের ফুটবলারদের উপর আস্থা হারাননি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

জেসন কামিংস মাঠে নামেন ৭৪ মিনিটে। তারও ১০ মিনিট পরে গ্রেগ স্টুয়ার্ট। আর এই দুই সুপার সাবই শেষ করে দিলেন প্রতিপক্ষকে। ৮৫ মিনিট ঠিক ডাইং মোমেন্ট না হলেও যেভাবে দল খেলছিল তাতে আশা দেখছিলেন না সমর্থকরাও। অথচ মোলিনা জানিয়ে দিলেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল, ম্যাচ থেকে ছেলেরা তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরবেন। আর তাই পরিবর্তনগুলো করেন সেসময়। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ম্যাচের পর বলেছেন, 'আমি কখনও ভাবিনি যে ম্যাচটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কারণ দলের উপর আমার আস্থা আছে। জানতাম যে কোনও সময়েই গোল হবে। সেইজন্যই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো করি। যাতে ওরা ম্যাচ জেতাতে পারে। মাঠে নামলে কখনও হাল ছাড়ি না। এক গোলে পিছিয়ে থাকলে মনে করতাম যে ম্যাচটা ড্র করে ফিরব। আর যেহেতু গোল খাইনি তাই জয়ের কথাই ভাবছিলাম। ইতিবাচক মানসিকতা থাকলে ভাগ্য সঙ্গ দেয়।' দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেন খুব ভালো খেলতে পারেননি এই ম্যাচে। তবু দলের সবার পারফরমেন্সে খুশি মোলিনা। তাঁর মন্তব্য, 'আমার মনে হয়, এই ম্যাচে দুই দলই খুব ভালো খেলেছে। চেন্নাইয়ান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ওরা যে ভালো খেলবে সেটা আমার ভাবনায় ছিল। ওরা ম্যান মার্কিং করে খেলছিল। দিমিকে বিশেষকরে পাহারায় রাখছিল। ফলে আমাদের মাঝমাঠ ভালো সামাল দিতে পারছিল না। তাই পরে সাহালকে (আব্দুল সামাদ) নামাই। ও পরে নেমে আক্রমণের চাপ বাড়াতে সাহায্য করে। ফুটবলে প্রতিপক্ষ গোলের সামনে যারা ভালো খেলে, তারাই জেতে। আর এই ব্যাপারে আমরাই এগিয়ে ছিলাম।'

> এক গোলে পিছিয়ে থাকলে মনে করতাম যে ম্যাচটা ড্র করে ফিরব। আর যেহেতু গোল খাইনি তাই জয়ের কথাই ভাবছিলাম।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

গোল অক্ষত রাখতে পারায় খুশি বাগানের হেডকোচ, 'গোল হজম না করে যদি জয় আসে তাহলে দ্বিগুণ ভালো লাগে। এর জন্য গোটা দলকেই ধন্যবাদ দেব। রক্ষণে সকলেই খুব ভালো খেলেছে। ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে ছাড়া আমরা শেষ পাঁচ ম্যাচ ক্লিনশিট রাখতে পারলাম। আশা করছি এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যাবে।' আপাতত সোমবার পর্যন্ত দলকে ছুটি দিয়ে দিলেন বিশ্রামের জন্য। মঙ্গলবার থেকে শুরু করবেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি। আগামী ৮ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে গিয়ে ডুরান্ড কাপ জয়ীদের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান।

শীর্ষপদে বসেই জয়ের চোখ অলিম্পিকে

দুবাই, ১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের আবহে আজ আইসিসি-র শীর্ষপদের দায়িত্ব নিলেন জয় শা। পঞ্চম ভারতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে গুরুদায়িত্বে অমিত শা-পুত্র।

ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বসেই নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চলতি জট ছাড়ানোর চাপ রয়েছে। তবে নতুন আইসিসি চেয়ারম্যানের চোখ ২০২৮ সালের অলিম্পিকে।

১২৮ বছর পর 'গ্রেটেস্ট শো অফ দ্য আর্থ' অলিম্পিক সংসারে ফিরছে ক্রিকেট। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আসরে ঘটতে চলা যে স্মরণীয় মুহূর্তকে রঙিন করে রাখাই পাখির চোখ জয়ের।

দায়িত্ব নেওয়ার পর এক বার্তায় জয় বলেছেন, 'আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়ে আমি সম্মানিত। কৃতজ্ঞ এই পদের জন্য আমাকে যাঁরা সমর্থন জুগিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন আইসিসি-র যে সকল ডিরেক্টর, সদস্য দেশগুলি।'

অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে আইসিসি-র নবাগত চেয়ারম্যান বলেছেন, 'আমরা ২০২৮ অলিম্পিকের জন্য তৈরি হচ্ছি। নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটের জন্য যা আনন্দের মুহূর্ত। গোটা বিশ্বে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে।' জয়ের মতে, অলিম্পিকে অংশগ্রহণ ক্রিকেটের বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করবে। যে মঞ্চ কাজ লাগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে আইসিসির।

মহিলা ক্রিকেট অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম দিকেই থাকছে। জয়ের কথায়, বর্তমানে একাধিক ফর্ম্যাট রয়েছে। এর মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রয়াস জরুরি। পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটের আরও উন্নতি, প্রসারও গুরুত্ব পাবে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার কাছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪-লম্বা সময় বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতীয় বোর্ডের বিভিন্ন পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জয়ের। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান আইসিসি-তে। পূর্বতন শীর্ষ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি টিমওয়ার্কে জোর দিচ্ছেন। জয়ের মতে, ক্রিকেট উন্নতি একযোগে কাজ করতে হবে সবাইকে।

শুরুটা আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জয় ছাড়ানোর কঠিন দায়িত্ব দিয়ে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) শর্ত সাপেক্ষে হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সেই শর্ত মানতে হলে ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতে অনুষ্ঠিত তিনটি আইসিসি টুর্নামেন্টেও হাইব্রিড মডেল রাখতে হবে। পাকিস্তান তাদের ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ কোনও দেশে। শেষপর্যন্ত জয়ের আইসিসি কী অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার। এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের তোপ অব্যাহত। প্রাক্তন পাক উইকেটকিপার-ব্যাটার কামরান আকমল যেমন দাবি করেছেন, 'স্থায়ী সমাধান দরকার। এটাই উপযুক্ত সময়। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যদি হাইব্রিড মডেলে হয়, তাহলে ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টেও যেন একই নিয়ম থাকে। অতীতে পাকিস্তান বারবার ভারতে গিয়ে খেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পিসিবির উচিত নিজেদের অবস্থানে অটল থাকা। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর লক্ষ্য সেন। আনন্দ ভাগ করে নিতে তাঁর সঙ্গী বাবা-মা ও দাদা চিরাগ সেন।

২৮ মাসের খরা কাটল সিন্ধুর

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : শেষ বিডব্লিউএফ খেতাব এসেছিল সিঙ্গাপুর ওপেনে ২০২২ সালের জুলাইয়ে। মাঝের সময়ে বারবার চোট-আঘাতে থমকে গিয়েছিল ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর কেরিয়ার। অবশেষে ২৮ মাসের ট্রফি খরা কাটল সিন্ধুর। ২ বছর ৪ মাস ১৮ দিন পর কোনও বিডব্লিউএফ খেতাব জিতলেন তিনি। রবিবার সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গলসে চিনের ইউ লোউকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে তৃতীয়বার এই টুর্নামেন্ট জিতলেন সিন্ধু। খেলার ফল ভারতীয় তারকার পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৪, ২১-১৬। দীর্ঘদিন বাদে খেতাব জেতার স্বস্তি সিন্ধুর ইনস্টাগ্রাম পোস্টেও ধরা পড়েছে। যেখানে পদক হাতে দলের সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে ছবি পোস্ট করে সিন্ধু লিখেছেন, '২ বছর, ৪ মাস, ১৮ দিন। আমার টিম, আমার গর্ব।'

পদক নিয়ে পিভি সিন্ধু। লখনউয়ে রবিবার।

টুর্নামেন্টের শেষ দিনটা ভারতীয়দের জন্য ভালোই কেটেছে। কেরিয়ারে প্রথমবার সৈয়দ মোদি খেতাব জিতলেন লক্ষ্য সেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে তিনি ২১-৬, ২১-৭ পয়েন্টে সিঙ্গাপুরের জিয়া তেহ-র বিরুদ্ধে জয় পান। প্রথম গেমে ৮-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর মাত্র ৩১ মিনিটে ম্যাচ বার করে নেন লক্ষ্য। ভারতকে দিনের তৃতীয় খেতাব এনে দেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। মহিলাদের ডাবলসে তাঁরা ২১-১৮, ২১-১১ পয়েন্টে লি-বাওকে হারিয়েছেন। তবে পুরুষদের ডাবলসে প্রথভি কৃষ্ণমূর্তি রায়-সাই প্রতীক কে হেরে গিয়েছেন। মিক্সড ডাবলসেও তানিশা ক্রাস্টো-ধ্রুব কপিলাকে রানার্সের ট্রফি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

মাঝমাঠ নিয়ে চিন্তায় চেরনিশভের মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : পয়েন্ট টেবিলে পার্থক্য থাকলেও দুই দলের অবস্থা প্রায় একই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর জামশেদপুর এফসি-র শুরুটা ভালো হলেও দুই দলকেই ভুগতে হচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাবে। কাজেই আন্দ্রেই চেরনিশভ হোক বা খালিদ জামিল, দুজনের কাছেই সোমবারের লড়াই জয়ে ফেরার। তবে মহমেডানের চিন্তা মাঝমাঠ।

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

জিম সেশনে মহমেডান ক্লাবের মাঝমাঠের ফুটবলার অ্যালেক্সিস গোমেজ।

এফসি গোয়াকে ঘরের মাঠে রুখে দেওয়ার পর চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারিয়ে আসা। তারপরই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে হার। সেই শুরু। শেষ পাঁচ ম্যাচে আর জয়ের দেখা পায়নি সাদা-কালো ব্রিগেড। যদিও চেরনিশভ তাতেও বিচলিত নন। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে তিনি বলছেন, 'আমরা ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছি। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেই ফুটবলাররা তার ইঙ্গিত দিয়েছে।' খারাপ ফলের জন্য তিনি মূলত গোল করতে না পারার অক্ষমতাকেই দায়ী করছেন মহমেডান কোচ। বলেছেন, 'সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গোল করতে না পারা আমাদের মূল সমস্যা।'

প্রতিপক্ষ জামশেদপুরকে নিয়েও যথেষ্ট সতর্ক চেরনিশভ। হারের হ্যাটট্রিক করলেও জাভিয়ের সিভেরিও, জাভি হার্নান্ডেজদের গুরুত্বও দিচ্ছেন সাদা-কালো কোচ। বলেন, 'হয়তো জামশেদপুরের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ওরা শক্তিশালী। জিততে হলে আমাদের সেরাটা বের করে আনতে হবে।' যদিও এই ম্যাচে দলের মাঝমাঠের দুই ভরসা মিরজালোল কাশিমভ ও অ্যালেক্সিস গোমেজকে পাবে না মহমেডান। তাই রক্ষণে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের পাশে জোসেফ আদজেইকে খেলানোর জোর চেষ্টা চলছে। তবে চিন্তা থেকে যাচ্ছে মাঝমাঠ নিয়ে। যা সম্ভাবনা তাতে মাঝমাঠে অমরজিৎ সিং কিয়ামের পাশে চেরনিশভ খেলাতে পারেন আঙ্গুসানাকে। এছাড়া আক্রমণভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। গত ম্যাচের মতো শুরু থেকেই সিজার মানঝোকির সঙ্গে কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে নামিয়ে গোলের জন্য ঝাঁপানোর পরিকল্পনা চেরনিশভের।

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide e-NIT No. 10/2024-25, Memo no. 2048/G-II, Dated: 28-11-2024 of the undersigned, Bid submission end on 06.12.2024 at 18.00 hrs. Intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/or may contact this office for details.

Sd/- Executive Officer
Goalpokher-II Panchayat Samity

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ আমির - কে 01.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91B 45638 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটি পরিমিত জীবনযাপন করার কারণে প্রত্যেকের জীবন একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক ব্যয়গুলি সামলানোর জন্য আমাদের প্রচুর পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয়। একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়বহুলভাবে জীবনযাপন করা কখনও সম্ভব নয়। ডিয়ার লটারি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার আশ্চর্যজনক একটি পদ্ধতি প্রদান করে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

গোলের আনন্দে জোশুয়া জির্কজির কাঁধে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

অ্যামোরিমের ছকে উজ্জ্বল ব্রুনোরা

প্রথমার্ধের সাত গোলে অবাক আর্সেনালের কোচ

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর : দায়িত্ব নিয়েই প্রথম ম্যাচে আটকে গিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। তবে নিজের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনেই দলকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরাও তাতে সাড়া দিচ্ছেন। নিটফল, ইউরোপা লিগে গত ম্যাচের পর রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভার্টনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ইপিএলে অ্যামোরিম কোচ হিসেবে প্রথম জয় পাওয়ার দিনে ইউনাইটেডের ঘরে ২০২১ সালের পর লিগে বৃহত্তম জয় এল।

৩৪ মিনিটে র‍্যাশফোর্ড এগিয়ে দেওয়ার পর ইউনাইটেডকে পিছনে তাকাতে হয়নি। বিরতির শুরুতে তিনি আবার স্কোরশিটে নাম তোলেন। মাঝে ৪১ মিনিটে জোশুয়া জির্কজি ব্যবধান বাড়ান। ৬৪ মিনিটে জির্কজির দ্বিতীয় গোলে অ্যামোরিম ব্রিগেড জয় নিশ্চিত করে। ১৩ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে উঠে এল ইউনাইটেড।

এদিকে, শনিবার লন্ডন ডার্বিতে প্রথম ৪৫ মিনিটেই সাত গোল হওয়া অবাক করেছে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতাকে। ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৫-২ গোলে জয়ের পর আর্তেতা বলেছেন, 'এটা সত্যই অদ্ভুত ব্যাপার। এটা বোঝা যাচ্ছে দুই দলই গোলের সামনে কতটা সপ্রতিভ ছিল।' একইসঙ্গে আর্সেনাল কোচ মনে করছেন, 'এই ম্যাচে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অনেকাংশে কাজে লেগেছে।'

এদিন ম্যাচের প্রথম গোলটি করেছিলেন আর্সেনাল ডিফেন্ডার ম্যাগালহায়েস্। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পোর্টিং লিসবন ম্যাচে চোট পান তিনি। এদিনও তাঁকে তুলে নেন আর্তেতা। সেই ব্যাপারে আর্সেনাল কোচ বলেছেন, 'পুরোনো চোটের জায়গায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন গ্যাব্রিয়েল। তাই তাকে তুলে নেওয়া হয়।'